ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

অলোক রায়
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২

প্রচ্ছদ ও রেখাঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : শ্যামলী ঘোষ।
কল্যাণী প্রিন্টার্স। ১৭ কানাই ধর লেন। কলকাতা-১২



উনিশ শতকে বাংলা কবিতার নবজন্ম ঘটে মাইকেল মধুসূদন দত্তের হাতে। মধুসূদন বাংলা লেখা শুরু করেন ১৮৫৯-৬০ সালে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনাবসান ১৮৫৯ সালে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে বাঙালির কাব্য-রুচির পরিবর্তন ঘটে। ফলে 'কোবিদ বৈদ্য' সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সত্ত্বেও মধুসূদনকে বলতে হয় 'সবে কি ভুলিল তোমা? স্মরণ-নিকষে/মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম এবে তব নামে/নাহি কি হে জ্যোতিঃ, ভাল স্বর্ণের পরশে?' আসলে ঈশ্বর গুপ্তের শৈশবেই কলকাতায় হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছে (১৮১৭), রামমোহন কলকাতায় বসবাস শুরু করেছেন (১৮১৪), সামাজিক ও ধর্মীয় বাদবিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে, ডিরোজিয়োর কাছে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা নতুন ভাবধারায় দীক্ষিত হয়েছে (১৮২৬-১৮৩১)—কিন্তু কলকাতায় বাস করেও শৈশবে ও কৈশোরে এ-সব ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে বিশেষ প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে, 'তিনি সুশিক্ষিত হইলে, তাঁহার যে প্রতিভা ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাঁহার কবিত্ব, কার্য এবং সমাজের উপর আধিপত্য অনেক বেশি হইত। আমার বিশ্বাস যে তিনি যদি তাঁহার সমসাময়িক লেখক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ন্যায় সুশিক্ষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সময়েই বাংলা সাহিত্য অনেক দূর অগ্রসর হইত। বাংলার উন্নতি আরও ত্রিশ বৎসর অগ্রসর হইত।' ঈশ্বর গুপ্ত যখন সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা প্রকাশ করেন (২৮ জানুয়ারি ১৮৩১) তখন নব্য ইংরেজি শিক্ষিত তরুণেরা একটি স্বতন্ত্র কাব্যাদর্শের অনুগামী, যার দৃষ্টান্ত মিলবে কাশীপ্রসাদ ঘোষের (১৮০৯-১৮৭৩) *Shair and othes poems* (১৮৩০) কাব্যগ্রন্থে। আজ যাঁদের আমরা 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে অভিহিত করি, তাঁরা প্রায় সকলেই ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক, যেমন তারাচাঁদ চক্রবর্তী (১৮০৪-১৮৫৫), রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫), রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৭০), রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮)। আমাদের মনে হয় ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজি-শিক্ষা-বঞ্চিত হওয়ার জন্য শুধু নয় (পরিণত বয়সে তিনি নিজের চেষ্টায় কিছু ইংরেজি শিখেছিলেন), তাঁর সামাজিক ও কাব্য-সংস্কার তাঁকে আধুনিক কাব্যান্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। এবং যদিও উনিশ শতকের এক শ্রেণীর পাঠক অনেকদিন পর্যন্ত তাঁর কবিতা পছন্দ করেছেন, তবু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সম্ভবত তাঁরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, 'বাংলার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙালি কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষপার্বণ' চাই না।' আর একালে রবীন্দ্রনাথ অন্য

কারণে কিছুটা কঠোর ভাষাতে বলেছেন, 'মনে তো আছে, যেদিন ঈশ্বর গুপ্ত পাঁঠার উপর কবিতা লিখেছিলেন সেদিন নূতন ইংরেজরাজের এই হঠাৎ-শহর কলকাতার বাবুমহলে কিরকম প্রশংসাধ্বনি উঠেছে। আজকের দিনে পাঠক তাকে কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে স্বভাবতই স্থান দেবে না; পেটুকতার নীতিবিরুদ্ধ অসংযম বিচার করে না, ভোজনলালসার চরম মূল্য তার কাছে নেই বলেই।'

ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের কতটা পরিচয় ছিল সে বিষয়ে সংশয় আছে (ভবতোষ দত্তের অনুমান টম পেইনের এজ অফ রীজন, ক্যাম্বেল এবং কুপার-এর কবিতার অনুবাদ ঈশ্বর গুপ্ত করেছিলেন)। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যগুরুর ইংরেজি-জ্ঞান কতটা তা নিশ্চয় জানতেন। আমরা দেখি, ইংরেজি-শিক্ষিত তরুণদের প্রাচীন বাংলা কাব্যরূপের প্রতি বিরূপতা ঈশ্বর গুপ্তকে অত্যন্ত বিচলিত করেছে, এবং স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, 'প্রাচীন কবি'দের সমর্থনে তাঁর উত্তেজনা প্রকাশ আসলে আত্মপক্ষ সমর্থন। ১৮৫৪ সালে তিনি লেখেন, 'কতকগুলীন যুবক, যাঁহারা বিলিতি বিদ্যা অভ্যাস ও বিলিতি কবিতার চালনাপূর্বক কেবল বিলিতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা বাংলা কবিতার রসজ্ঞ কি রূপে হইতে পারেন? কারণ, প্রথমাবধি তাহার অনুশীলন হয় নাই, কিছুই শুনেন নাই। হাটে বাজারে, সামান্য যাত্রাওয়ালাদিগের মুখে দুই-একটা ইতর কবিতা শুনিয়া উপহাস ও ঘৃণা করিয়া থাকেন। ফলে ইহাতে আমরা ঐ নব্যগণকে অভব্য বলিয়া দোষার্পণ করিতে পারি না, কেন না তাঁহারা অপরিচিত ব্যাপারে কি প্রকারে অনুরাগী হইবেন।—সংপ্রতি আমরা প্রীতচিত্তে বিশেষ অনুরোধ করি, উক্ত মহোদয়েরা স্ব-দেশীয় এই সমস্ত কবিতার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রীতি প্রকাশ করিবেন। স্থিরভাবে অবলোকন করিয়া মনের যত্নে মর্ম গ্রহণ করিলে অত্যন্ত সুখী হইবেন। দেশস্থ প্রাচীন কবি কদম্ব কবিতা দ্বারা কত দূর পর্যন্ত ভাবুকতা, রসিকতা ও প্রেমিকতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অনায়াসেই জানিতে পারিবেন।—ইঁহারা কি বিচিত্র কৌশলে স্বভাবকে স্বভাবে রাখিয়া স্ব স্ব ভাবে মনের ভাব উদ্দীপন করিয়াছেন। শব্দের কি লালিত্য! কি মধুরত্ব। ভাবের কি মাধুর্য। সৌন্দর্য। রসের কি তাৎপর্য। আশ্চর্য। আশ্চর্য। কোনো পক্ষেই অপ্রাচুর্য দেখিতে পাই না। ইঁহারা যখন যে রসের কবিতা রচিয়াছেন, তখন সেই রসকে মূর্তিমান করিয়াছেন, আমরা সময়ে সময়ে যৎকালে রস-বিশেষের পুরাতন কবিতা পাঠ করি, তৎকালে যেন এমত প্রত্যক্ষ হয় যে, সেই সকল রস-সমুদ্র প্লাবিত হইয়া লহরীলীলা দ্বারা তরঙ্গ রঙ্গ বিস্তার করিতেছে।'

এখানে মাতৃভাষার প্রতি ঈশ্বর গুপ্তের শুধু প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রকাশ পায়নি, সেই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে ভারতচন্দ্রের কাব্য-ভাবনার সঙ্গে মানসিক সাযুজ্য। তিনি ভারতচন্দ্রের মতোই বিশ্বাস করতেন 'যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে।' যদিও ভারতচন্দ্রকে যেমন রসবাদী বলা যায় না, ঈশ্বর গুপ্তকেও রসবাদী মনে করা কঠিন। হয়তো খুব ব্যাপক অর্থে তাঁকে রীতিবাদী বললে অন্যায় হবে না। রসের বৈচিত্র্য বলতে ঈশ্বর গুপ্ত কাব্যে বিষয়-বৈচিত্র্য বোঝেন। ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে তাঁর উচ্ছ্বাসময় মন্তব্য মনে পড়বে, "কোকিল বসন্ত আগমনে—মধুকর প্রফুল্ল পঙ্কজ-মধু পানে—চাতক নবনীল নীরদ নির্গত নীর পানে—চকোর পরিপূর্ণ শরদিন্দু সুধাপানে—

ভুজঙ্গ সুশীতল মৃদুল দক্ষিণ সমীরণ সেবনে—সাধ্বী স্ত্রী পতিমুখ সম্ভোগে—রসিকজন রসালাপ আস্বাদনে—এবং দরিদ্র-ব্যক্তি প্রচুর ধন প্রলাভে যে-প্রকার সুখানুভব না করে, ভাবগ্রাহী অনুরতজনেরা ভারতচন্দ্রের প্রণীত রসভেদের.কবিতা পাঠে ততোধিক সুখাস্বাদন গ্রহণ করিয়া থাকেন।' ঈশ্বর গুপ্তের নিজের রচনাতেও অনুরূপ 'বসভেদ' তথা বিষয়বৈচিত্র্য দেখা যাবে। রামপ্রসাদের গানও তাঁর কাছে 'অবস্থাভেদে শান্তি, করুণা, হাস্য, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর প্রভৃতি কতিপয় রসঘটিত পদাবলী।' কিন্তু শুধু 'রস' নয়, সেইসঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'পাণ্ডিত্যে'র কথাও ঈশ্বর গুপ্ত বারবার বলেছেন—তাঁর কাছে পাণ্ডিত্যের অর্থ 'কঠিনতর ভাব-ভূষিত গূঢ়ার্থ-ঘটিত কবিতা' এবং ভারতচন্দ্রের 'অতিশয় পাণ্ডিত্যে'র নিদর্শন 'রসমঞ্জরী'। সুশীলকুমার দে সংগত কারণে ঈশ্বর গুপ্তের এই কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'ভারতচন্দ্রের কাব্যের তিনি প্রকৃত মর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ভারতচন্দ্রের যে সুমার্জিত ও গাঢ়বদ্ধ ভাষা, শিক্ষিত রসবোধ, বিদ্বৎসুলভ বৈদগ্ধ্য ও স্বল্পাক্ষর প্রকাশভঙ্গি, তাহার অন্তর্লোকে প্রবেশ করিবার মতো শিক্ষা, ভাব ও কল্পনা ঈশ্বর গুপ্তের বা তাঁহার সমকালীন গীতরচয়িতাদের ছিল না। ...ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ প্রবর্তিত সাহিত্যের জের ঈশ্বর গুপ্ত ঠিক টানিতে পারেন নাই বলিয়াই, বোধহয়, ঈষৎ পূর্বকালের ও সমকালের চটুল গীতি, ছড়া ও পদ্য রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহাকে প্রেরিত করিয়াছিল কবি-টপ্পা-আখড়াই-রচয়িতাদের গীত ও জীবনী সংগ্রহে।'

তবে ঈশ্বর গুপ্ত বাঁধনদার বা গীতরচয়িতা হিসেবে কবিগানের সমঝদার হলেও তিনি স্বতন্ত্র একটি কাব্যাদর্শের অনুসন্ধান করেছেন। তত্ত্ববিচারে তিনি কাব্যে ভাবানুভূতির প্রকাশকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। কাব্য-রচনা যে প্রতিভাসাপেক্ষ, তা বোঝাতে গিয়ে অকবির রচনা সম্বন্ধে তিনি বলেন,

নাহি মাত্র অলংকার, হয়েছেন শীর্ণাকার,
রসহীনা বিরসে পূর্ণিতা।
উলঙ্গী কবিতা সতী, শ্রীঅঙ্গের নাহি জ্যোতি,
কূট অর্থ মাদক ঘূর্ণিতা ॥

কবিতা কাকে বলে? ঈশ্বর গুপ্ত বলবেন,

মনোভাব ব্যক্ত হয়, লোকেতে কবিতা কয়,
আনন্দ বিতরে জনগণে।

জনগণের মধ্যে আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্য কবিগান-রচয়িতাদের মধ্যেও ছিল। কিন্তু শুধু মনোভাব ব্যক্ত করা বা পাঠকের মনোরঞ্জন করা নয়, কবি আরও বেশি কিছু প্রত্যাশা মনে পোষণ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত কবিতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন এইভাবে :

রত্নাকর-কন্যা-অঙ্গে, রত্নাবলী প্রভা।
কবিতা কমল দেহে, অলংকার শোভা ॥
রূপক রূপার মল, চরণ কমলে।
অত্যুক্তি মুকুতাহার, সুশোভিত গলে ॥...

ক্ষীরদ-তনুজাতনু, লাবণ্যে পূরিত।
ছন্দরূপ লাবণ্যে কবিতা বিভূষিত॥

অলংকার, রূপক, অত্যুক্তি, ছন্দ -ইত্যাদি প্রসাধনকলার কথা বলাব পর শেষে বলেন,

নীলাম্বরে আচ্ছাদিতা, মাধব-বনিতা।
ভাবরূপ বসনেতে, আবৃতা কবিতা॥

ঈশ্বর গুপ্তের নৈতিক ও পরমার্থিক বিষয়ে লেখা কবিতার সংখ্যা কম নয়, হয়তো সেখানে ভাবানুভূতির প্রকাশ প্রাধান্য পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে, 'ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম, একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁহার আন্তরিক ভক্তি ছিল। তিনি মদ্যপ হউন, বিলাসী হউন, কোন হবিষ্যাসী নামাবলীধারীতে সেরূপ আন্তরিক ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্তের মতো তিনি ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরকে নিকটে দেখিতেন। যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখোমুখি হইয়া কথা কহিতেন।' কিন্তু 'পিতা ও পুত্র' কিংবা 'নির্গুণ ঈশ্বর' কিংবা 'তত্ত্ব' কবিতা হিসেবে কতটা উৎকর্ষ লাভ করেছে বলা কঠিন। বোধেন্দুবিকাশ নাটকের রচয়িতার পরিচয় এইসব কবিতায় পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় এসব কবিতায় পাওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রও সে কথা জানতেন; তাই তাঁর কাছে ঈশ্বর গুপ্ত ভোগীও নন যোগীও নন, তিনি কবি হিসেবে 'রিয়ালিস্ট' এবং 'স্যাটায়ারিস্ট'—'ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায় রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়।' অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা বস্তুধর্মী তথা চিত্রধর্মী, যা তিনি চোখে দেখেন, যা তাঁর অভিজ্ঞতার সামগ্রী তাকে তিনি কাব্যরূপ দেন। 'যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যারা প্রাপ্ত'—ঈশ্বর গুপ্ত তারই কবি। পরমার্থিক কবিতায় তত্ত্বদর্শনের অবতারণা আছে, কিন্তু তাঁর 'আত্মবিলাপ' মধুসূদনের 'আত্মবিলাপ' নয়—

কে আমার আমি কার, আমার কে আছে আর,
যত দেখ আপনার, ভ্রম মাত্র তায় রে॥
আত্মার আত্মীয় কই, আত্মার আত্মীয় কই,
আত্মার আত্মীয় নই, আত্ম কই কায় রে॥

শেষ পর্যন্ত আমাদের স্বীকার করতে হয়, মায়াময় এই পৃথিবী ও মানবজীবনকে তিনি যতই ধিক্কার দিন, তিনি আসলে ঐহিক নশ্বর জীবনেরই কবি। কল্পনাশক্তি তাঁর নেই, ফলে অনুকরণে তিনি সিদ্ধহস্ত হলেও সৃজনে তিনি অপারগ। কাব্যতত্ত্ব বিচারে ঈশ্বর গুপ্ত নিজে চিত্রধর্মী কবিতা সম্বন্ধে বিরূপ ছিলেন। কবি এবং চিত্রকর তথা স্রষ্টা আর অনুকারকের পার্থক্য তাঁর জানা ছিল। চিত্রকর সম্বন্ধে তিনি বলেন,

চিত্রকরে চিত্র করে, করে তুলি তুলি'।
কবিসহ তাহার তুলনা, কিসে তুলি?
চিত্রকর দেখে যত, বাহ্য অবয়ব।

তুলিতে তুলিতে রঙ্গ, লেখে সেই সব॥
ফলে সে বিচিত্র চিত্র, চিত্র অপরূপ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি, প্রকৃতির রূপ॥

অন্যদিকে কবি কে? যাঁর কাছে,

কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য, সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই, কবির নিকট॥
ভাব-চিন্তা, প্রেম-রস, আদি বহুতর।
সমুদয় চিত্র করে, কবি চিত্রকর॥...
পটুয়ায় লেখে কত, হাত মুখ পদ।
কবি চিত্রকর লেখে, শুধু মাত্র পদ॥
পদে পদে সেই পদে, কত হাত মুখ।
বিলোকনে বিয়োগিব, দূর হয় দুখ॥
কবির বর্ণনে দেখি, ঈশ্বরীয় লীলা।
ভাবনীরে স্নান করি, দ্রব হয় শিলা॥
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয়, ধন আর বন।
ভাবরসে মুগ্ধ করে, ভাবুকের মন॥

ঈশ্বর গুপ্ত চেয়েছিলেন, ভাবুকের মন নিয়ে তিনি কবিতা লিখবেন। কিন্তু তাঁর রচনাবলীর একটা বড়ো অংশ পটুয়ার পর্যবেক্ষণশক্তির নিদর্শন। অপরিসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রকে তাই গুরুর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে হয়, 'অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই।' এইখানে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য ও কাব্যাদর্শের বিরোধ।

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আজ থেকে দেড়শো বছর বা আরও আগে লেখা। ইতিমধ্যে বাংলা ভাষা-ছন্দের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু আজও তাঁর সমাজ-বর্ণনা বা স্বভাব-বর্ণনা উপভোগ্যতা হারায়নি। অসামান্য কৌতুক-দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন তিনি। কোথাও নিছক রঙ্গরস সৃষ্টি :

ঢল ঢল টল টল বাঁকা ভাব ধ'রে।
বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে॥

*

রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥

লোকে বলে আনারস, আনারস নয়।
আনারস হলে কেন, জানা রস হয়?

আবার কোথাও শ্লেষের মধ্য দিয়ে অব্যর্থ শরনিক্ষেপ

সকলেই তুসি মারে, বুঝেনাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খ্যালে সাগরের ঢেউ॥
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহ ঘটন॥

যা থাকে কপালে ভাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে, চ্যাপেলেতে যাব॥

*

সোনার বাঙাল, ক'রে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে
কানে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা॥

'সাগর শব্দের টীকা পাঠকেরা করিবেন'—পাদটীকার হয়তো দরকার ছিল না। তবে 'এ বি পড়া ডবি ছেলে প্রতি ঘরে ঘরে' বলতে আলেকজাণ্ডার ডাফের স্কুলের ছাত্রদের কথা বলা হয়েছে, এ কথা একালের পাঠকের না-ও জানা থাকতে পারে। ঈশ্বর গুপ্তের কাছে আমাদের মনে পড়বে, 'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা।' হয়তো কবিগানের ধারা সংবাদ-প্রভাকর-এর রচনায় একভাবে অনুসৃত হয়েছে। ১৮৫৪ সালে হাফ আখড়াই-এর যে বিবরণ সংবাদ প্রভাকরে মুদ্রিত হয়, তাতে 'রচকের নাম প্রকাশ নাই, গুপ্ত কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় গুপ্ত ও অগুপ্ত এবং সুরদাতার নাম যদিও লুপ্ত কিন্তু মোহন সুরে চিত্ত মোহিত হওয়াতে সকলেই মোহন মোহন শব্দোচ্চারণ করিয়াছেন।' কবির লড়াইতে অনেক সময়ে 'ব্যঙ্গোক্তি' প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠত। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাতেও রঙ্গসৃষ্টির প্রয়োজনে ব্যঙ্গোক্তি পরিহার করা সম্ভব হয়নি, যদিও তিনি আমাদের জানিয়ে রেখেছেন,

পরিহাস ছলে ইথে কাব্য আছে যত।
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র নহে মনোগত॥
অতএব কেহ তারে ধরিবে না দোষ।
কবিরে করিয়া কৃপা হও আশুতোষ॥

ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় কোন্ অংশ কাব্যগত, আর কোন্ অংশ মনোগত তা অবশ্য সব সময়ে বোঝা যায় না। বিশেষত গদ্যে এবং পদ্যে অনেক সময়ে তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত মনোভাব প্রকাশ করেছেন। ইংরেজি শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, বিধবাবিবাহ, সিপাহী যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর মনোগত অভিপ্রায় সব সময়ে কবিতায় ধরা পড়েনি।

অন্যদিকে ঈশ্বর গুপ্ত লোকায়ত তথা দেশজ রীতির অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তাঁর সময়ে নতুন সাহিত্যাদর্শ ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করছে। চিত্রকর ও কবির মধ্যে যে পার্থক্যের কথা ঈশ্বর গুপ্ত বলেছেন, তা আসলে দুই ভিন্ন প্রবণতার বিরোধ। সাময়িকতা বা বাস্তবতা তাঁর কবিতার প্রধান আকর্ষণ। অথচ তিনি চেয়েছেন তাকে অস্বীকার করতে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি কবির পক্ষে ঐতিহ্য ও প্রগতির সমন্বয় সাধন সম্ভব ছিল না। বিষ্ণু দে-র ভাষায় 'তাই গুপ্ত-কবি তিক্ত দ্বিধায় সীমাবদ্ধ।' কাব্য হিসেবে তাঁর সমগ্র রচনাবলী আজকের পাঠককে সেভাবে আকর্ষণ করে না। তবে তাঁর নির্বাচিত কবিতা শুধু বাংলা কবিতার ইতিহাস সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করবে, তাই নয়, অন্য-কালের রচনা হিসেবে আজও উপভোগ্য বিবেচিত হবে।

১ জানুয়ারি ২০০২ — অলোক রায়

সূচিপত্র

সব হ্যায় ফাক্

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্, বাবা সব হ্যায় ফাক্।
ধনেব গৌববে কেন মিছা কর জাঁক, বাবা মিছা কর জাঁক।
পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর, পুড়ে হবে খাক্।
আমি আমি অহংকার, আমার এ পরিবার,
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি বাক্।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

নিশ্বাস হইলে রুদ্ধ, মৃত্তিকায় দেহ শুদ্ধ,
চারিদিকে হবে শুদ্ধ, রোদনের হাঁক্।
মুদিলে যুগল আঁখি, সকল হইবে ফাঁকি,
কোথায় রহিবে চাকি, ভেঙে যাবে যাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

মিথ্যা সুখে সদা রত, শত শত অনুগত
গৌরব করিয়া কত, গোঁপে দাও পাক।
পোশাকের দাম মোটা, জুতা পায়ে এড়িওটা,
কপাল জুড়িয়া ফোঁটা, শোভা করেনাকো।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

নারীর কোমল গাত্র, মদনের সুরাপাত্র,
তাহার উপর মাত্র, নয়নের তাক্।
বসনে বিচিত্র সাজ, কাবায় রঙ্গিল কাজ,
শিরে দিয়ে বাঁকা তাজ, ঢেকে রাখ টাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

স্নেহ করে পরিজন সদাই সন্তুষ্ট মন,
সুদে সুদে বাড়ে ধন, কত লাক্ লাক্
রাখিয়াছে বাপ-দাদা, ধপ্ ধপ্ বর্ণ শাদা,

সারি সারি তোড়া বাঁধা, শোভে থাকে থাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

হইয়া আশার বশ, ভ্রমে চাহ মিছা যশ
বিষয় বিষের রস, নহে পরিপাক।
তুমি কেবা, কেবা পুত্র, আপনার নাহি কুত্র,
মিছামিছি মায়াসূত্র, শেষ কুম্ভীপাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

চিন্তা কর পরকাল, নিকট বিকট কাল
উচ্চৈঃস্বরে বাজে ভালো, শমনের ঢাক্।
জীবন ছাড়িবে কোল, না রহিবে কোন বোল,
হরেকৃষ্ণ হরিবোল, এই মাত্র ডাক।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্॥

সব ভরপুর

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর, বাবা সব ভরপুর।
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর, বাবা গৌরব প্রচুর॥
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগ-পথে মন দেহ,
পরিহরি মোহ স্নেহ, চল সুরপুর।
যোগযুক্ত অহংকার, করি তায় অলংকার
করহ ওঁকার সার গর্ব হবে চুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

নিশ্বাস হইলে রোধ, পরিজন হীন বোধ,
কাঁদিবে জনম শোধ, আহা উহু সুর।
মুদিলে নয়ন পদ্ম, মন মধুকর সদ্য,
কৈবল্য কমল সদ্ম, পাইবে মধুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

সুখ কভু মিথ্যা নয়, যত অনুগতচয়,
শীলতায় বশ হয়, শুন হে চতুর।
বিধাতার সুনির্মাণ, সুখদ সম্ভোগ ভান,
ভোগ যোগে রাখ মান, দুঃখ হবে দূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

সুরা কভু নহে হেয়, সুরজন-উপাদেয়,
রমণীতে সেই পেয়, পান কর শূর।
তাহে প্রজা বৃদ্ধি হয়, প্রজাপতি-প্রথা রয়,
পিতৃ নাম নহে ক্ষয়, বৃদ্ধি হয় ভূর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা, সব ভরপুর॥

পরিজন-স্নেহনিধি, যতনে মিলায় বিধি,
এত নহে মন্দ বিধি, সুখের অঙ্কুর।
ধনধান্যে লক্ষ্মীলাভ, সৌভাগ্যের সুপ্রভাব,
মনোগত এই ভাব, আদেশ মনুর॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

আশাই অতুল্য ভোগ, কর্ম হয় যশোযোগ
এত নহে পাপরোগ, আরাধ্য সাধুর।
সুখের এ কর্মভূমি, পুত্র মিত্র নহে ঊর্মি
এ সব তেজিয়া তুমি, হইবে ফতুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

কুম্ভধারী নট মতো, হয় কাল অবিরত,
গৃহ কার্যে থাকি রত, ধিয়াও ঠাকুর।
চরম সময় তব, শ্রুত মাত্র হরি রব,
পার হয়ে ভবার্ণব, যাবে শান্তিপুর।
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপুর॥

কিছু কিছু নয়

দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়, বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়, বাবা অন্ধকারময়॥
ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বল,
পদ্মদলগত জল, চিহ্ন নাহি রয়।
কারে আমি বলি আমি, আমি যে মরণগামী,
মিছামিছি দিই আমি, আমি পরিচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

আগে হও পরিচিত, পরিশেষে পরিমিত,
না হইলে নিজ হিত, পরহিত নয়।

কার বস্তু কেবা হরে,　　　　কার বস্তু কার করে,
কেবা কারে দান করে, কেবা দান লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

যোগে সদা অনুযোগ,　　　　ভোগে মাত্র কর্মভোগ,
তবু পাপ আশা রোগ, সাম্য নাহি হয়।
জলে নাহি তেল মিশে,　　　　তথাচ না ভাঙে দিশে
বিষম বিষয় বিষে, কিসে সুখোদয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কি হেতু সংসার-সূত্র,　　　　কোথা পিতা কোথা পুত্র,
কোথা ছিলে, যাবে কুত্র, বল মহাশয়।
না ভাবিয়া পরকাল,　　　　আপনার কর কাল,
বৃথা সুখে হর কাল, নাহি কাল-ভয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কারিগুরি বহুতর,　　　　দৃশ্য বটে মনোহর,
কলে বদ্ধ কলেবর, দেহ যারে কয়।
সে কল বিকল হবে,　　　　তুমি নাহি তুমি রবে
তুমি রব রবে রবে, কবে লোকচয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

রমণী-বচন মদ,　　　　পান মাত্রে গদগদ,
তুচ্ছ করি ব্রহ্মপদ, প্রফুল্লহৃদয়।
অবশেষ বোধশূন্য,　　　　স্বভাবে স্বভাব ক্ষুণ্ণ,
কোথা তার থাকে পুণ্য, পাপে হয় লয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

কারে বল সুচতুর,　　　　তুমি বটে বাহাদুর,
যত দেখ ভরপুর, ভরপুর নয়।
সুখ লাভ করিবার,　　　　বস্তু নয় পরিবার,
দুখে কাল হরিবার, হেতু সমুদয়।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়॥

হিসাবের পথ সোজা,　　　　ঠিক কেন দেহ গোঁজা,
সহজেই যায় বোঝা, ভার বোঝা নয়।
তব ভ্রম পরিহরি,　　　　মুখে বল হরি হরি,
কৃতান্তকুঞ্জর হরি, হরি দয়াময়॥
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়॥

প্রার্থনা

এত দিন বেঁচে আছি, তোমার কৃপায়।
হই হই করিতেছি, ভবের সভায়॥
যে পথে চলাও আমি, সেই পথে চলি।
যে-রূপ বলাও তুমি, সেইরূপ বলি॥
আমি বলি, আমি চলি, সাধ্য কিছু নাই।
চলাও, বলাও তুমি, চলি, বলি তাই॥
বল্ বল্ তব বল্, সেই বলে বলী।
বল্ বল্ তব বল্, সেই বলে বলি॥
স্ববলে এ বল তুমি, যখন হরিবে।
আমি তুমি বলাবলি, কে আর করিবে॥
আছি আমি, আর আমি রহিব না মলে।
যে তুমি সে তুমি রবে, আমি যাব চলে॥
কি হইব, কোথা যাব, কি বলিতে পারি।
মিশাবে জলধিজলে, জলধির বারি॥
আছে সব হলে শব, যাবে সব চুকে।
আমি এসে আমি আর, বলিব না সুখে॥
ভ্রমেতে কহিবে সব, করি হাহাকার।
ঘুচিল নশ্বর দেহ, ঈশ্বর তোমার॥
নশ্বর ঈশ্বর আমি, বুঝাইব কায়।
ঈশ্বর যাবার নয়, ঈশ্বর কি যায়?
ছিল গুপ্ত, হল গুপ্ত, গুপ্ত কোথা আছে।
সকলি হইল গুপ্ত, ঈশ্বরের কাছে॥
তুমি হে ঈশ্বর গুপ্ত, ব্যক্ত কভু নও।
কেমনে করিব ব্যক্ত, ব্যক্ত যদি হও?
থাকে গুপ্ত, গুপ্ত থাক, ব্যক্তে নাহি ফল।
কমলে পড়িবে শেষ, কমলের জল॥
ততদিন আছি আমি, যতদিন থাকি।
আমার জানিয়া তুমি, তোমারেই ডাকি॥
তোমার করুণা বিনা, সুখ কিসে হবে?
তুমি যদি সুখী কর, সুখ পাব তবে॥
সন্তোষের ধন ভরা, ভবের ভাণ্ডারে।
তুমি যদি নাহি দাও, কে লইতে পারে?
দিয়েছ, হয়েছে তায় সুখের সংযোগ।
সুখেতে করেছি কত সুভোগ সম্ভোগ॥

যোগ ভোগ দুই ইচ্ছা, সকলের মনে।
ভোগ ভোগ, যোগ যোগ, হইবে কেমনে॥
ভোগে যেন কর্মভোগ, ভুগিতে না হয়।
যোগে যেন অনুযোগ, কখন না রয়॥
কিরূপে মনের ভাব, করিব প্রকট।
বলিবার কিছু নাই, তোমার নিকট॥
চলিবার বলিবার, শেষ হল সব।
বলে করে একেবারে হলেম নীরব।

গুরু

গুরু গুরু গুরু গুরু, সকলেই কয়।
গুরু রব গুরু বটে, ফলে গুরু নয়॥
গুণে গুরু লঘু হয়, গুণে গুরু গুরু।
বিচারেতে গুরু লঘু, হয় লঘু গুরু॥
শিষ্যের সম্পদ ছলে যে করে হরণ।
গুরু বলে কিসে তারে, করিব বরণ?
শিষ্যের সন্তাপ যত, যে হরিতে পারে।
গুরুবোধে গুরু বলে; পূজা করি তারে॥

শাস্ত্রপাঠ

লও তুমি যত পার শাস্ত্রের সন্ধান।
হও তুমি পৃথিবীর, পণ্ডিত প্রধান॥
ঈশ্বরের প্রতি যদি, প্রেম নাহি রয়।
যত পড়, যত শুন, কিছু কিছু নয়॥

গ্রন্থপাঠ

পুঁথি পাঠ করে কিন্তু, নাহি তায় মন।
কেমনে পাইবে সেই জ্ঞানরূপ ধন?
প্রদীপে না তেল দিয়া, বাতি যদি জ্বালো।
কোথায় প্রতিভা তার, কিসে হবে আলো?

ভক্তাধীন

যে হও, সে হও, তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান ভক্ত ছাড়া নও॥
ভাবময় ভাবরূপে, অন্তরেই রও।
অন্তর-অন্তর তুমি, কদাচ না হও॥
বাক্যরূপে রসনায়, তুমি কথা কও।
সর্বসহারূপে তুমি, সমুদয় সও॥
ভারী হলে ভবভার, মস্তকেতে বও।
আমি হে কি দিব ভার, বুঝে ভার লও॥
যে হও সে হও তুমি, যে হও সে হও।
ভক্তাধীন ভগবান, ভক্ত ছাড়া নও॥

বাক্য অপেক্ষা কার্য ভালো

কাজে যদি করা হয় কর তবে তাই।
মিছামিছি মুখে বলে কোনো ফল নাই॥
শরদের মিছা মেঘ ডাকডোক সার।
ছিটে-ফোঁটা নাহি তায় জলের সঞ্চার॥
সেইরূপ মিছা তব মুখে আড়ম্বর।
ফলে যদি না হইল কার্য হিতকর॥
তখনি করিবে তাহা যখন যা হয়।
বিলম্ব বিধান তার কোনোমতে নয়॥
কল্পনায় কর যদি আলস্য এখন।
কখন হবে না আর সুফল-সাধন॥
অতএব কর ভাই সাধ্য হয় যত।
কল্পনা না হয় যেন রাবণের মতো॥

চার্বাকের মত

(প্রবোধচন্দ্রোদয় হইতে)

শিষ্যের প্রতি চার্বাকের উক্তি

ধর্মপথে হয়ে চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচর নাই কিছু, নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই যোগে দেহ যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ, নাই কিছু, নাই কিছু॥
শরীরের মাঝে শূন্য, ইথে কেন হও ক্ষুণ্ণ,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য, নাই কিছু, নাই কিছু।
ভ্রমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্য কেবা
শাস্ত্রমতে দেবী-দেবা নাই কিছু, নাই কিছু।
ধর্মবল কিসে বল, কর্মবীজে শর্মফল
পরে আর ফলাফল নাই কিছু, নাই কিছু,
তন্ত্র নিজে পাপতন্ত্র, মূলমাত্র নিজ যন্ত্র,
পঞ্জহাম পঞ্জ যন্ত্র নাই কিছু নাই কিছু,
মনে কেন রাখ খেদ, ভণ্ডলোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ নাই কিছু, নাই কিছু।

* * *

সমুদয় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে,
বস্তু সমুদয়।
এই ভব ভোগ্য তব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে,
স্বভাবেই হয়॥
সকলি স্বভাব অংশ, স্বভাবে সকলি ধ্বংস,
সমুদ্রের বিম্ব যথা, সমুদ্রেই লয় হে,
সমুদ্রেই লয়।
ঋতু মাস তিথি বার, আসে যায় বারবার,
স্বভাবের পরিবার, স্বভাবে উদয় হে,
স্বভাবে উদয়॥
রবি আর শশধর, স্বভাবত নিরন্তর,
স্বভাবের চক্ষু হয়ে করে আলোময় হে
কত আলোময়।

বহ্নি বায়ু ধরা জল, শস্য বীজ বৃক্ষ ফল,
ভোগের কারণ সব সুখের আলয় হে,
সুখের আলয়॥

নয়নের আগোচর, আছে এক সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য ছাড়া বিশ্ব-বল কোথা রয় হে,
বল কোথা রয়।

কি কহিব আহা আহা, কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা কিছু কিছু নয় হে,
কিছু কিছু নয়॥

কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের ঘর
সেই কর্ম সদা কর, যাহে সুখোদয় হে,
যাহে সুখোদয়।

পদে পদে পরিতাপ, প্রাণ যায় বাপ-বাপ
আহার-বিহারে পাপ-পাপী লোকে কয় হে
পাপী লোকে কয়॥

যত সব বুদ্ধি মোটা, কপালে জুড়িয়া ফোঁটা,
সুখপথে মেরে খোঁটা, দুঃখ বোঝা বয় হে,
দুঃখ বোঝা বয়।

ইন্দ্রিয়ের রেখে মর্ম, সাধন করিব কর্ম,
দূর্ দূর্ দূর্ ধর্ম তারে কিসে ভয় হে
তারে কিসে ভয়॥

শাস্ত্রকার ভাঁড় যত, লিখিয়াছে নানা মত,
তাদের অলীক ম'ত', প্রাণে নাহি সয় হে
প্রাণে নাহি সয়।

করি যোগ গাত্রে-গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে,
যুগ্মভাবে পাত্রে-পাত্রে, পূর্ণানন্দময় হে,
পূর্ণানন্দময়॥

সমভবে সব অঙ্গে, সমভাব সব সঙ্গে,
রসাভাস রসরঙ্গে, কর কালক্ষয় হে
কর কালক্ষয়।

চুরি নয় হত্যা নয়, অধিকন্তু সুখ হয়
ইথে যারা পাপ কয়, তারা দুরাশয় হে,
তারা দুরাশয়॥

ভেদজ্ঞান মহারোগ, কেবলি পাপের ভোগ,
ইচ্ছামতে কর ভোগ, মনে যাহা লয় হে,
মনে যাহা লয়।

বিবেক বৈরাগ্য আদি,   যত সব প্রতিবাদী,
ছেড়ে কব ক্রমে সব, কর পরাজয় হে,
কর পরাজয়॥

*   *   *

যাগ করে, ব্রত করে, ক্রিয়া করে যত।
মিছে ভ্রমে, মিছে শ্রমে, আয়ু করে গত॥
কর্ত্তা, ক্রিয়া, দ্রব্যের, হইলে পরে নাশ।
যাগ-কারকের যদি, হয় স্বর্গবাস॥
দাবানলে দগ্ধ হয় তরু যে সকল।
সে সকল গাছে তবে হতে পারে ফল॥
পোড়া গাছে ফল যদি সম্ভাবনা হয়।
এদের কথায় তবে করিব প্রত্যয়॥
মৃতজনে জল দেয়, দেয় অন্নগ্রাস
মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস?
মৃত নর তৃপ্ত হয় তর্পণের জলে।
তেল পেলে নেবা দীপ, কেন নাহি জ্বলে?
কুহকীজনের মনে কি কুহক আছে।
একেবারে জগতেরে অন্ধ করিয়াছে॥
যে বিদ্যায় নাহি হয় সুখের অর্থ-উপার্জ্জন।
সে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থের সাধন॥
যে শাস্ত্রের কথা নহে, বিশ্বাসের স্থল।
যুক্তি সহ যোগ করি, নাহি দেখি ফল॥
এলোমেলো লিখিয়াছে যা এসেছে মনে।
সে লেখা প্রমাণ আমি করিব কেমনে?
ওরে বাপু প্রাণাধিক স্থির জেনো এই।
শাস্ত্র নয়, শাস্ত্র নয়, বিদ্যা নয় সেই॥
বঞ্চকেরা বাঁধিয়াছে বঞ্চনার গুণে।
ভ্রান্তলোকে ভুলিয়াছে ফলশ্রুতি শুনে॥
ভুলিয়া মিষ্টের লোভে, শিশু যে প্রকার।
আশার অধীনে হয়, অধীন পিতার॥
ভাবী-স্বর্গভোগরূপ-সন্দেশের লোভে।
যত সব মূর্খলোক মরিতেছে ক্ষোভে॥
ক্রিয়াকাণ্ডরত যত সারবস্তুহীন।
আশায় হতেছে সবে শঠের অধীন॥
সংসারেতে দুঃখ আছে করিব স্বীকার।
বিনা দুখে সুখভোগ হয়ে থাকে কার?

আপনার হিতবোধ মনে আছে যার।
সে কি কভু ছেড়ে থাকে সুখের সংসার?
জগতের গূঢ়ভাব কে জানিবে স্থির।
সুখধনে ভরা আছে ভিতর বাহির॥
সমুদ্রের জল দেখ স্বভাবে লবণ।
মথন করিলে হয় অমৃত-সৃজন॥
'টক' বলে দধি কেন ফেলে দিতে যাবে?
এখনি মথন কর ননী ঘৃত পাবে॥
ধান নিয়ে দেখ বাবা হাতের উপরে।
তণ্ডুল রয়েছে তার তুষের ভিতরে॥
তুষ বলে কেন তারে ফেলে দিতে যাবে?
ধান ভেনে চাল লও কত সুখ পাবে॥
চিরকাল প্রিয় যেই প্রিয় সেই রয়।
ক্ষুদ্র-দোষে কখন কি অপ্রিয় সে হয়?
নানা দোষে দেহ হলে দোষের আধার।
এই দেহ কবে বল প্রিয় নয় কার?
রসনারে করে সদা দশন আঘাত।
নোড়া দিয়ে কোন্ কালে কে ভেঙেছে দাঁত?
ছারখার করে অগ্নি পোড়াইয়া ঘর
সে আগুনে, কবে কেবা করে অনাদর?
ভূমি নাশ করে জল বিস্তারিয়া ঢেউ।
সে জলের অনাদর নাহি করে কেউ॥
কিছু দুঃখ আছে বলে শুন ওরে বাবা।
যে জন সংসার ছাড়ে হাবা সেই হাবা॥
ইচ্ছামত সুখভোগ আহার বিহার।
তার চেয়ে পরমার্থ কিছু নাহি আর॥
বোধহীন মূঢ় যারা বদ্ধ ভ্রমজালে।
এ সুখ কি ভোগ হয় তাদের কপালে?
শরীর শোষণ করে রবির কিরণে।
ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে পেটের কারণে॥
উপবাসে ভোগ করে কঠোর যাতনা।
মোক্ষের সাধনা নয় দুঃখের সাধনা॥
তপস্যায় জ্বলে পুড়ে পাপে ভোগে দুঃখ।
মরে গেলে ফুরাইল কবে পাবে সুখ?
বাপুরে প্রত্যক্ষ দেখ, তপস্যার ফল।
আত্মঘাতী হয়ে মরে পাষণ্ডের দল॥

স্বেচ্ছামতো ভোগ করি আমরা সকলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ কারে আর বলে?

(সন্ন্যাসী দেখিয়া)
বল হে সন্ন্যাসী, তুমি কি কাজ করেছ।
বগলে ভিক্ষার ঝুলি কি হেতু ধরেছ?
ঘরে-ঘরে ফেরো যদি ঘর ছাড়া হয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘর লয়ে॥
পেট নিয়ে দ্বারে-দ্বারে যদি গুণো হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর কাজ কি রে বাপু?
ঘর ছেড়ে ঘরে-ঘরে না ফিরিতে হয়।
অনাহারে, দেহ যদি, সমভাবে রয়॥
তবে তো তপস্যা জানি, মানি তোর ক্রিয়া।
সকলেই ঘুরিতেছে পোড়া পেট নিয়া॥
সেই যদি খেতে হল অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল্ তবে সন্ন্যাসে কি ফল?
দেহ আছে খেটে খেয়ে ভোগ কর ক্রিয়া।
কারো কাছে চেঁচায়ো না পেটে হাত দিয়া॥

(দণ্ডী দেখিয়া)
ওরে ভণ্ড, হাতে দণ্ড, এ কেমন রোগ।
দণ্ডে-দণ্ডে নিজ দণ্ডে দণ্ড কর ভোগ॥
নিজ হাতে নিজ পিণ্ড করিয়া গ্রহণ।
লণ্ডভণ্ড হয়ে মর, কাণ্ড এ কেমন?
মুক্তি-মুক্তি করিতেছে যত নারী-নরে।
কথার বসায়ে হাট বেচা-কেনা করে॥
কেহ বেচে কেহ কেনে কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে কারো নাই কান॥
সকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ।
ভূতে ভূত মিশাইয়ে হয় অপ্রকাশ॥
অবিনাশী শূন্য এই স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয়?
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শূন্য।
বল্ বল্ কোথা পাপ কোথা তবে পুণ্য?

ভারতের ভাগ্যবিপ্লব

জননী ভারতভূমি আর কেন থাক তুমি
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত,
মিছে কেন মর ভার বয়ে?
পূর্বকার দেশাচার, কিছুমাত্র নাহি আর,
অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্বরীতিনীতি অধর্মের প্রতি প্রীতি
শ্রুতি হয় শ্রুতিপথহত॥
দেশের দারুণ দুখ, দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে ম্লানমুখ মসিছাঁদে।
শোক-অশ্রু করে বরিষণ॥
কি ছিল কি হল আহা, আর কি হইবে তাহা,
ভারতের ভবভরা যশ।
ঘুচিবে সকল রিষ্টি, হবে সদা সুখ-বৃষ্টি,
সর্বাধারে সঞ্চারিবে রস॥
ভাবভূপ-প্রিয়ারানী, বাণীর প্রকৃত বাণী,
মৃতপ্রায় পুরাতন ভাষা।
সচেতন হয়ে পুনঃ, গাইবে বিভুর গুণ,
রসনায় নিত্য করি বাসা॥
সভ্যতা সরোজলতা, প্রাপ্ত হবে প্রবলতা,
মানুষের মন-সরোবরে।
প্রমোদে প্রফুল্লকায়, সুখ শতদল তায়,
ফুটিবেক জ্ঞান-সূর্য-করে॥
সুরব সৌরভ হয়ে দশদিকে যশ লয়ে
প্রকাশিবে শুভ সমাচার।
স্বাধীনতা মাতৃস্নেহে, ভারতের জরা দেহে,
করিবেন শোভার সঞ্চার॥
দূর হবে সব ক্লান্তি, পলাবে প্রবলা ভ্রান্তি
শান্তি-জল হবে বরিষণ॥
পুণ্যভূমি পুনর্বার পূর্ব সুখ সহকার
প্রাপ্ত হবে জীবন যৌবন॥
প্রবীণা নবীনা হয়ে, সন্তান সমূহ লয়ে,
কোলে করি করিবে পালন।

সুধা সম স্তন পানে,　　　জননীর মুখ পানে
একদৃষ্টে করিব ঈক্ষণ॥
এরূপ স্বপন মতো,　　　কত হয় মনোগত,
মনোমত ভাবের সঞ্চার।
ফলে তাহা কবে হবে,　　　প্রসূতির হাহারবে,
সুত সবে করে হাহাকার॥

ভারতের অবস্থা

শুখায়ে সিন্ধুর জল, হইয়াছে দ্বীপ।
নিবিয়াছে একেবারে, হিন্দুর প্রদীপ॥
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু, বিভু বিশ্বসার।
ভারতের বন্ধু যদি, হন পুনর্ব্বার॥
হিন্দুর সুখের আর, ভাবনা কি তবে?
ছিল সিন্ধু হল বিন্দু, পুনঃ সিন্ধু হবে॥
দীনবন্ধু বলে হিন্দু, যদি সিন্ধু হয়।
সহজে হইবে তবে, হিন্দুর উদয়॥
হিন্দুর কপালক্রমে, সুখ-দিনকর।
হয়েছিল এককালে, অতি খরতর॥
কালেতে এখন আর, নাহি সেই দিন।
দিনকর হীনকর, দিন দিন দিন॥
প্রাপ্ত হয়ে ঈশ্বরের, কৃপামেঘ-জল।
হয়েছিল ভাগ্যনদ, প্রচুর প্রবল॥
সুখঢেউ আনন্দ-অনিলে অবিরত।
দ্রুতবেগে নেচে নেচে, ছুটেছিল কত॥
অদৃষ্ট অদৃষ্ট হিম, পেয়ে নিজ কাল।
কালক্রমে এককালে, হইয়াছে কাল॥
এখন হিন্দুর সেই, ভাগ্যরূপ নদ।
একেবারে শুখায়েছে, হারায়েছে পদ॥
কাল পেয়ে ফুটেছিল, কুসুমের কলি।
উঠেছিল গন্ধ তার, ছুটেছিল অলি॥
এখন শুখায়ে দল, ঝরিয়াছে সব।
নাহি গন্ধ মকরন্দ, নাহি ভৃঙ্গ-রব॥
জাগ জাগ জাগ নব, ভারত-কুমার।
আলস্যের বশ হয়ে, ঘুমাও না আর॥

তোল তোল তোল মুখ, খোল রে লোচন।
জননীর অশ্রুপাত, কর রে মোচন॥
ভেঙেছে শোবার খাট, পড়িয়াছ ভূমে।
এখনে তোমার এত সাধ কেন ঘুমে॥
রাত্রি আর কিছু নাই হইয়াছে ভোর।
যে দেখিছ অন্ধকার, কুয়াশার ঘোর॥
তিমিরে রবির ছবি, আছে আচ্ছাদন।
তুষার উষার শোভা, করেছে হরণ॥
ঈষৎ দিনের দীপ্তি, রক্তবৎ রেখা।
এখনি মেলিলে আঁখি, স্থির যাবে দেখা॥
কু-আশার এ কুয়াশা, কত আর রবে?
প্রভাকর প্রকাশেতে, সব দূর হবে॥
ঈশ্বর প্রতাপ সিংহ, স্বভাবেই হরি।
তার কাছে কোথা আছে, কুজ্ঝটিকা করী?
আছে গুপ্ত প্রভাকর, ব্যক্ত যদি হয়।
আর না রহিবে তবে, কুয়াশার ভয়॥
একেবারে হবে তবে, ভারতের ভালো।
দশদিক দীপ্ত হবে, কুশলের আলো॥

ভারত-সন্তানের প্রতি

পরাধীন ভারতের, প্রিয়পুত্র যত।
ভ্রান্তিরূপ নিদ্রাবশে, রবে আর কত॥
ক্রমেতে হইল শূন্য, সুখের কলস।
এখনো হরিছ কাল, হইয়া অলস॥
উঠ উঠ, শয্যা ছাড়, শুয়ে কেন আর।
বাহিরেতে কি হয়েছে, দেখ একবার॥
কেন আর ঘুমাইয়া, সময় হারাও।
মশারির দ্বার খুলে, মুখ তুলে চাও॥
এখন আলস্য নহে, বিধান বিহিত।
সাধ্যমতে সিদ্ধ কর, স্বদেশের হিত॥
ঈশ্বরের কাছে করি, আশা এই মতো।
রাজা হোন সুবিচারে, সদাচারে রত॥
বাণীর কৃপায় হোক, রানীর কুশল।
সুখী হও ভারতের, সন্তান সকল॥

ভারতভূমির দুর্দশা

ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয়॥
মনে হলে প্রাচীন সুখের সুসময়।
অসম্ভব বলি কভু, প্রত্যয় না হয়॥
কিরূপে বিজাতীয় রাজা, রাহু আসি।
সুখরূপ শশধরে, আহারিল গ্রাসি॥
বেদরূপ সুধাভাণ্ড, লয় হল ক্রমে।
মানুষ মানসফল, মোহ আর ভ্রমে॥
ললিত মালতী লতা, ভারতের ভাষা।
কটুতা কীটের যাহে, নিতি মিলে বাসা॥
কবিতা কুসুম কলি, ফুটেছিল কত।
সাহিত্য স্বরূপ মধু, পূর্ণ অবিরত॥
অলংকার পত্রপুঞ্জ, লালিত্য পরাগ।
বর্ণরূপ বর্ণ তার, সুবিচিত্র রাগ॥
শাস্ত্ররূপ ফল এক, ধরেছিল তায়।
ভক্ষণেতে চতুবর্গ, ফল যাহে পায়॥
বেদ বিধি রসভার, অপরূপ ভাণ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তার, যেই করে পান॥
অগ্নিহোত্র আদি নিত্য, নৈমিত্তিক ক্রিয়া।
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা, এ সব আশ্রিয়া॥
বিজ্ঞান স্বরূপ বীজ, ছিল সেই ফলে।
অসংখ্য লতিকা যাহে, জনিতা বিরলে॥
এমন সুখের লতা, আশ্রয় বিহনে।
দিন-দিন ম্রিয়মানা, দুঃখের কাননে॥
হায় হায় সত্যাশ্রয়ী, মনুষ্য কোথায়।
অসত্য হইল সত্য, মিথ্যার প্রভায়॥
অবিদ্যায় অবসন্ন, মানবের মন।
অবিবেকী অবিনয়ী, আদর ভাজন॥
প্রসন্নতা প্রবাহ প্রণয় সাধুজনে।
প্রবোধ প্রভব কভু, নাহি হয় মনে॥
প্রদীপের দীপ্তিরূপ, প্রপঞ্চ আমোদে।
মুগ্ধ মন মধুকর, প্রমোদা-প্রমোদে॥
প্রদ্যুম্ন প্রবল অতি, প্রসক্তি প্রসঙ্গ।
প্রশ্রয় পাইয়া সদা, দগ্ধ করে অঙ্গ॥

রাগে অনুরাগ হত, রোষাল রসনা।
নয়নে নয়নে করে, আগুনের কণা॥
গরল মিশ্রিত তাহে, মুখের বচন।
ক্ষমা শান্তি আদি হয়, যাহাতে নিধন॥
কটাক্ষের শরে করে, সকলে অস্থির।
প্রচণ্ড সমীরে যেন সরোবর-নীর॥
ললিত হয়েছে পুনঃ, লোভরূপ ফাঁস।
পরায় মনেব গলে, বাসনা-বাতাস॥
পরদারা পরধনে হরণে ব্যাকুল।
বিহ্বল লালসা মদে, সদা স্থূলে ভুল॥
মোহ-মেঘ কবে আছে, বিবেক আচ্ছন্ন।
চেতনা-চন্দ্রিকা যাহে, গুপ্ত প্রতিপন্ন॥
দারাসুত সহ সমাবেশ সর্বক্ষণ।
চিত্তেব কমলে মায়া, হয় সঞ্চারণ॥
মদেতে প্রমত্ত মন, বিপদ ঘটায়
পবের সম্পদে সদা কাতর করায়॥
ঈর্যা হিংসা-দ্বেষ মদে, পূর্ণ এই দেশ।
সকলে সমান নাই, ইতর বিশেষ॥
গরিমা গরলে গেল, গুণের গৌরব।
আপনি কৈবল্যধাম, অপর রৌরব॥
এইরূপ ষড়রিপু, নির্ধারিত নহে।
সোনার ভারতভূমি, ভস্ম করি দহে॥
যত লোক অলসে অবশ কলেবর।
দরিদ্র পরের ছিদ্র, সন্ধানে তৎপর॥
নাহিমাত্র ঐক্য সখ্যভাবের সঞ্চার।
হীন ধর্ম কর্ম মর্ম, গুপ্ত সবাকার॥
কুকর্মেতে শূন্য হয়, ধনের ভাণ্ডার।
সুকর্মে মুদিত হস্ত, কমল আকার॥
কোনোমতে বৃদ্ধি যাহে, হয় স্বীয় গর্ব।
করেন বিবিধ পর্ব, শ্রাদ্ধ আদি সর্ব॥
কিরূপ পাতক বৃদ্ধি, উৎসবের দিনে।
লিখিতে লেখনী যায়, লজ্জার অধীনে॥
হিন্দুধর্ম রক্ষা হেতু, যে করে উদ্যোগ।
বালির সেতুর প্রায়, সেই কর্মভোগ॥
ধর্ম রক্ষা হেতু এক, বিদ্যালয় আছে।
কত দিন প্রদেশ অস্থির হইয়াছে॥

অবশেষে ধনাভাবে, হল ছায়াবাজি।
বিপক্ষে দিতেছে গালি, বলি ছুঁচোপাজি॥
ধর্ম-সভাপতি সবে, ধর্ম-অধিকারী।
কি কর্ম করিছে যত, উত্তরাধিকারী॥
পিতা পৌত্তলিক, পুত্র একেশ্বরবাদী।
নাম মাত্র মতাক্রান্ত, সর্বধর্মবাদী॥
হিন্দু নাম ইঁহাদের, হয়েছে কেমন।
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র, মরাল যেমন॥
ইঁহারা করেন ঘৃণা, খ্রিস্টিয়ানগণে।
কোকিল দোষেন যেন, কাকের বরণে॥
এরূপেতে পুণ্যভূমি হল ছারখার।
বিভুর করুণা বিনা, রক্ষা নাহি আর॥
ভারতের দশা হেরি, বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা, তাপিত তনয়॥

শাস্ত্র এবং শিক্ষা-বিভ্রাট

ভাবভরা ভারতের যশোজলাশয়।
কালরবি করে করে, শুষ্ক সমুদয়॥
জলহীন মীন সম, যত হিন্দুগণ।
জীবন জীবন করি, হারায় জীবন॥
তৃষ্ণায় হইয়া কৃশা, যায় মাতৃভাষা।
পুনর্বার নাহি আর, বাঁচিবার আশা॥
পণ্ডিতের মনে মনে, বিষম বিলাপ।
একেবারে ঘুচিয়াছে, শাস্ত্রের আলাপ॥
বিদ্যা সব লোপ হয়, চর্চা নাই তার।
মণিহারা ফণী প্রায়, ধ্বনি মাত্র সার॥
অপমান, অনাদর, প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনোরূপে কেহ নাহি, সমাদর করে॥
ধর্ম যায় কর্ম সহ, দেশ পরিহরি।
মর্মভেদ মজে বেদ, মিছে খেদ করি॥
স্মৃতির বিস্মৃতি হেতু, স্মৃতি হয় শেষ।
শ্রুতি আর শ্রুতিপথে, করে না প্রবেশ॥
কুতর্কের তর্ক উঠে, তর্কের বিচারে।
ন্যায় হয়ে ন্যায় ছাড়া, থাকিতে কি পারে॥

তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র, সে তন্ত্র কে জানে।
স্বতন্ত্রে কুতন্ত্র হলে, তন্ত্র কেবা মানে॥
কাব্যের অধীন হয়ে, কাব্য হয় গত।
অলংকার হইয়াছে, অলংকার হত॥
ভারতে না রহে আর ভারতের বাস।
পুরাণ পুরাণ বলি, করে উপহাস॥
কেবা চলে শাস্ত্রপথে, সবাই অচল।
নাহি মন গীতায়, কি তায় পাবে ফল॥
কেমনে দেখিবে পথ, দৃষ্টি আছে কার।
একে সব ঘোর অন্ধ, তাহে অন্ধকার॥
সিন্ধুভরা আছে সুধা, দেখে না চাহিয়া।
জানায় সরল ভাব, গরল খাইয়া॥
স্বেচ্ছাচার-মদে-মত্ত, দেশাচার হরে।
কটুভরা কালকূট, সুধা জ্ঞান করে॥

স্বদেশ

জান না কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?
ভূমিতে করিয়া বাস, ঘুমেতে পুরাও আশ,
জাগিলে না দিবা বিভাবরী।
কত কাল হরিয়াছ, এই ধরা ধরিয়াছ,
জননী-জঠর পরিহরি॥
যার বলে বলিতেছ, যার বলে চলিতেছ,
যার বলে চালিতেছ দেহ।
যার বলে তুমি বলী, তার বলে আমি বলি,
ভক্তিভাবে কর তারে স্নেহ॥
প্রসূতি তোমার যেই, তাহার প্রসূতি এই,
বসুমাতা মাতা সবাকার।
কে বুঝে ক্ষিতির রীতি, তোমার জননী ক্ষিতি,
জনকের জননী তোমার॥
কত শস্য ফলমূল, না হয় যাহার মূল,
হীরকাদি রজত কাঞ্চন।

বাঁচাতে জীবের অসু, বক্ষেতে বিপুল বসু,
বসুমতী করেন ধারণ॥
সুগভীর রত্নাকর, হইয়াছে রত্নাকর,
রত্নময়ী বসুধার বরে।
শূন্যে করি অবস্থান, করে করে কর দান,
তরণি ধরণীরানী-করে॥
ধরিয়া ধরার পদ পেয়ে পদ নদী, নদ
জীবনে জীবন রক্ষা করে।
মোহিনী মহীর মোহে, বহ্নি বারি বন্ধু দোঁহে,
প্রেমভাবে চরে চরাচরে॥
প্রকৃতির পূজা ধর, পুলকে প্রণাম কর,
প্রেমময়ী পৃথিবীর পদে।
বিশেষত নিজদেশে, প্রীতি রাখ সবিশেষে,
মুগ্ধ জীব যার মোহমদে॥
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয়প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার॥
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥
স্বদেশের প্রেম যত, সেই মাত্র অবগত,
বিদেশেতে অধিবাস যার।
ভাব তুলি ধ্যানে ধরে, চিত্তপটে চিত্র করে,
স্বদেশের সকল ব্যাপার।
স্বদেশের শাস্ত্রমতে, চল সত্য ধর্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান আলোচন।
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ॥
দিন গত হয় ক্রমে, কেন আর ভ্রম ভ্রমে,
স্থির প্রেমে কর অবধান।

বাস করি এই বর্ষে, এই ভাবে এই বর্ষে,
হর্ষে কর রিভুগুণগান।
উপদেশ বাক্য ধর, দেশে কেন দ্বেষ কর,
শেষ কর মিছে সুখ-আশা।
তোমার যে ভালোবাসা, সে হোল না ভালোবাসা,
আর কোথা পাবে ভালোবাসা?
এ বাসা ছাড়িবে যবে, আর কি হে আশা রবে?
প্রাপ্ত হয়ে আশা-নাশা বাসা।
কেবা আর পাঁয় দেখা, এলে একা, যাবে একা,
পুনর্বার নাহি আর আসা।

মাতৃভাষা

মায়ের কোলেতে শুয়ে, উরুতে মস্তক থুয়ে,
খল খল সহাস্য বদন।
অধরে অমৃত ক্ষরে, আধো আধো মৃদুস্বরে,
আধো আধো বচন-রচন।
কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি কটুভাষা,
ব্যাকুল হয়েছে কত তায়।
মা-ম্মা-মা-মা-বা-ব্বা-বা-বা, আবো, আবো, আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়॥
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল।
মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ, জুজু, ভূত, ছুঁচো, সাপ,
স্থল, জল, আকাশ, অনল॥
ভালো-মন্দ জানিতে না, মলমূত্র মানিতে না,
উপদেশ শিক্ষা হল যত।
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তু বোধ হইল তোমার।
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার॥
যে ভাষায় হয়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।

মাতৃ সম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে॥

চিত্রকর ও কবি

চিত্রকর চিত্র করে করে তুলি তুলি।
কবি সহ তাহার তুলনা কসে তুলি॥
চিত্রকর দেখে যত বাহ্য অবয়ব।
তুলিতে তুলিয়া রঙ্গ লেখে সেই সব॥
ফলে বিচিত্র চিত্র চিত্র অপরূপ।
কিন্তু তাহে নাহি দেখি প্রকৃতির রূপ॥
চারু বিশ্ব করি দৃশ্য চিত্রকর কবি।
স্বভাবের পটে লেখে স্বভাবের ছবি॥
কিবা দৃশ্য কি অদৃশ্য সকলি প্রকট।
অলিখিত কিছু নাই কবির নিকট॥
ভাব চিন্তা প্রেমরস আনি বহুতর।
সমুদয় চিত্র করে কবি চিত্রকর॥
পটুয়ার চিত্র ক্রমে রূপান্তর হয়।
কবি চিত্র কিবা চিত্র বিনাশের নয়॥
পটুয়ায় লেখে কত হাত মুখ পদ।
কবি-চিত্রকর লেখে শুধু মাত্র পদ॥
পদে পদে সেই পদে রয় হাত মুখ।
বিলোকনে বিয়োগীর দূর হয় দুখ॥
কবির বর্ণনে দেখি ঈশ্বরীয় লীলা।
ভাবনীরে মগ্ন করি দ্রব হয় শিলা।
তুল্যরূপে দৃষ্ট হয় ধন আর বন।
ভাবরসে মুগ্ধ করে ভাবুকের মন॥
রসিকজনের আর নাহি থাকে ক্ষুধা।
প্রতি পদে বর্ণে বর্ণে বর্ণে যায় সুধা॥
জগতের মনোহর ধন্য ভাই কবি।
ইচ্ছা হয় হৃদিপটে লিখি তোর ছবি॥

ভাষা

হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোনোমতে নাহি তার জীবনের আশা॥
নিশাযোগে নলিনী যেরূপ হয় ক্ষীণা।
বঙ্গভাষা সেইরূপ দিন দিন দীনা॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনোরূপে কেহ নাহি সমাদর করে॥

* * *

এই রূপে হইতেছে শাস্ত্রের সংসার।
রীতি নীতি প্রাণ ত্যাজে সঙ্গে সঙ্গে তার॥
লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাঁকা।
সমাচার পত্রে লিখে কত যাবে রাখা॥
শুন হে দেশের লোক দ্বেষ পরিহর।
পরস্পর পত্র প্রতি সমাদর কর॥
জানিলে জাতীয় বিদ্যা সুখ তাহে নানা।
থাকিতে উজ্জ্বল নেত্র কেন হও কানা॥
জ্ঞান বিদ্যা সুখ আদি সভ্য হয় যাহে।
রীতি মতো সুবিহিত যত্ন কর তাহে॥
যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি হইল সকল।
সংবাদ পত্রের তিনি করুন মঙ্গল॥

কবিতা

রসরত্নাকরোদ্ভবা, কবিতা কমলা।
প্রজ্বলিত প্রভাপুঞ্জ, যিনি ষোলকলা॥
হরিতে বিরস ভাব, হন অবতীর্ণা।
কবির কমল-হৃদে, সতত বিকীর্ণা॥
মানবিক মানসিক, দুঃখরাশি হরে।
মোহন মধুরভাবে, স্বভাবে বিহরে॥
ছত্রিশ রাগিনী সঙ্গে, সহচরী সম।
ছয় রাগ ছয় রস, সেবক-উপম॥

বসন্তাদি ছয় ঋতু, সেনাপতি হন।
প্রকৃতির পুত্রগণ, সেনা অগণন॥
ছয় রিপু অগ্রজ, মনোজ মহাবীর।
দৌত্যকার্যে নিয়োজিত, মহারি মহীর॥
মধুদর্পহারীবধূ, কমলা-তনয়।
কবিতা কমলা-পদে, দাসত্ব করয়॥
রত্নাকর-কন্যা-অঙ্গে, রত্নাবলী প্রভা।
কবিতা কমল দেহে, অলংকার শোভা॥
রূপক রূপার মল, চরণ কমলে।
অত্যুক্তি মুকুতাহার, সুশোভিত গলে॥
চপলা চপলাগ্রাম, বটে সে চঞ্চলা।
কবিতা কমলা হন, দ্বিগুণ চঞ্চলা।
ক্ষীরদ-তনুজাতনু, লাবণ্যে পূরিত।
ছন্দরূপ লাবণ্যে কবিতা বিভূষিত॥
সুললিত ললিত, কবরী বিগলিত।
তোটক অপাঙ্গে আঁখি, সদা প্রমোদিত॥
ভুজঙ্গপ্রয়াত ভুজ, ভুজঙ্গ লাবণ্য।
সাবিত্রী অধরভাবে, এ ধরিত্রী ধন্য॥
কমলার প্রিয়পাখি, পেচক কঠোর।
কবিতার প্রিয়পক্ষী, পিক মনোচোর॥
নীলাম্বরে আচ্ছাদিতা, মাধব-বনিতা।
ভাবরূপ বসনেতে, আবৃতা কবিতা॥
অতএব কবিতা গো, তোমার দোহাই।
ধনদাত্রী লক্ষ্মী হস্তে, কিছু নাহি চাই॥
কেবল ক্ষণেক নৃত্য, কর গো হৃদয়ে।
সর্বদুঃখ পরিহরি, তোমার উদয়ে॥

শিখ সংগ্রাম

বিজ্ঞবর গবর্নর, হিতবাক্য ধর।
সংকটে সমর সজ্জা, সংবরণ কর॥
নরবর গবর্ণর, মনে এই ভয়।
রণে পাছে বকারে আকার যুক্ত হয়॥
যুদ্ধ হেতু ক্রুদ্ধভাব, লাগিয়াছে ধুম।
উর্ধ্বভাগ রুদ্ধ করে, কামানের ধূম॥

শিখের এবার বুঝি, নাহিকো নিস্তার।
বিপক্ষ বিনাশ হেতু, বিক্রম বিস্তার॥
ব্রিটিশের জয় জন্য, অভিলাষ মনে।
এক হস্তে অস্ত্র ধরি, অগ্রসর রণে॥
আপনি চালাও সেনা, রণক্ষেত্রে রয়ে।
এমন কে করে আর, গবর্ণর হয়ে?
মহামতি সেনাপতি, সঙ্গে সঙ্গে যোড়া।
বিপক্ষের গুলি খেয়ে, মলো তার জোড়া॥
বড় বড় বলবান, বোদ্ধা যোদ্ধা যত।
ভূমিতলে নিদ্রাগত, জনমের মতো॥
লিখিতে উদয় দুঃখ, লেখনীর মুখে।
শেলের মরণ শুনি, শেল ফুটে বুকে॥
এডিকম্প ছেড়ে কেম্প, অস্ত্র ধরি বলে।
মরিল শিখের হস্তে, সমরের স্থলে॥
হায় হায় এই দুঃখ, কিসে হবে দূর।
ব্রিটিশের রক্ত খায়, শৃগাল কুক্কুর!
স্বামীর মরণ শুনি, বিবিলোক যাঁরা।
নিয়ত নয়ন-মেঘ, বহে শোকধারা॥
শ্রীযুতের মনে মনে, অতিশয় ক্রোধ।
অবশ্য হইবে তার, হিংসা পরিশোধ॥
নিশ্চয় মরিবে রণে, সমুদয় শিখ।
ধর্মরাজ খাতা খুলে, কষিবেন ঠিক॥
অমর সমরকল্পে, ব্রিটিশের সেনা।
পিপীড়ার মৃত্যু হেতু, উঠিয়াছে ডেনা॥
হইতে লাহোর রাজ্য, হেনরির কোপ।
নির্ভয়েতে যোদ্ধা সব, কর ভাই হোপ॥
শতলজ পার হয়ে, জোরে ছাড় তোপ।
উড়ে যাক শিখমুণ্ড, পুড়ে যাক গোঁপ॥
বিপক্ষের পরাক্রম, সব করি লোপ।
শতদ্রুতে স্নান করি, গায়ে মাখ সোপ।
কি রূপেতে পরিপূর্ণ, সমরের স্থল।
কিরূপে করিছে যুদ্ধ, ইংরোজের দল॥
যুদ্ধভূমি রুদ্ধ করি, কাটাকাটি যথা।
ইচ্ছা হয় পক্ষী হয়ে, উড়ি যাই তথা॥
দূরে থেকে দৃষ্টি করি, ইচ্ছা অনুরাগে।
গুলি যেন ছুটে এসে, গায়ে নাহি লাগে॥

যুদ্ধের জয়

গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়,
শতলজ পার হল, শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিশের জয়, রণে ব্রিটিশের জয়॥

* * *

কালগুণে বিপরীত, বুঝিবার ভ্রম।
এসেছিল শিখ সব করিয়া বিক্রম॥
বামনের অভিলাষ, ধরিবেক শশী।
ঊর্দ্ধভাগে হস্ত তুলে, ভূমিতলে বসি॥
তুরঙ্গের খরগতি, খর করে শক।
বাসকি করিতে বধ, বাঞ্ছা করে বক॥
কাকের কোকিল রবে, লজ্জা নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হল, শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিশের জয়, রণে ব্রিটিশের জয়॥

পঞ্জাবীয় শিখদের, আশা ছিল মনে।
ব্রিটিশ বিনাশ করি, জয়ী হবে রণে॥
সমুদয় অস্ত্র লয়ে, হয়ে অগ্রসর।
করিল শিবিরে আসি, সম্মুখ সমর॥
প্রথমে জঙ্গল পেয়ে, মঙ্গল সাধন।
দঙ্গল বাঁধিয়া করে, ঘোরতর রণ॥
মাঠে এসে ফাটে বুক, মুখ শুষ্ক হয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হল, শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিশের জয়, রণে ব্রিটিশের জয়॥

আমাদের সেনাদের, বাহুবল বাড়ে।
বিকট বদনে ঘোর, সিংহনাদ ছাড়ে॥
বেঁধে হোপ করে কোপ, দিলে তোপ দেগে।
নাহি রব পরাভব, গেল সব ভেগে॥
যত দল হতবল, প্রতিফল পেলে।
রেজিমেন্ট করে সেন্ট, তাঁবু টেন্ট ফেলে॥
দ্বেষ ছেড়ে দেশে গিয়া, মানে পরাজয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥

শতলজ্জ পার হল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিশের জয়, রণে ব্রিটিশের জয়॥

বিপক্ষের বড়ো বড়ো সরদার যারা।
সিদ্ধিপানে শুদ্ধি খায়, বল-বুদ্ধিহারা॥
লাহোরে রানীর কাছে, অধোমুখে থাকে।
ঘোর দুর্গে ঢুকে দুর্গে, দুর্গে বলে ডাকে॥
বিক্রমেতে সিংহ সম, শিখ সিংহ যত।
আমাদের কাছে সব, শৃগালের মতো॥
নাকে খত যুদ্ধে বাবা, পরস্পর কয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ্জ পার হল শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিশের জয়, রণে ব্রিটিশের জয়॥

রণভূমি ছেড়ে যায়, যত চাপদেড়ে।
গুলি গোলা অস্ত্র তোপ, সব লয় কেড়ে॥
মাথার পাগুড়ি উড়ে, পড়ে নদী-কূলে।
বুদ্ধি-লোপ দাড়ি-গোঁপ, সব যায় ঝুলে॥
চড়াচড় মারে চড় সিফায়ের দলে।
ধড়ফড় করে ধড়, পড়ে ধরাতলে॥
পুনর্বার উঠিবার, শক্তি নাহি হয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ্জ পার হল, শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিশের জয়, রণে ব্রিটিশের জয়॥

ভাগিয়াছে শত্রু সব, লাগিয়াছে ধুম।
লুটিতে লাহোর দেন, হেনেরি হুকুম॥
প্রাণপণ হৃষ্টমন, সেনাগণ সাজে।
মহাজাঁক ঘন হাঁক, জয়ঢাক বাজে॥
শিখদের হয় শেষ, রণবেশ ধরে।
চলে দল ধরাতল, টলমল করে॥
ধরাধর কেঁপে উঠে, ধরা নাহি রয়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ্জ পার হল, শিখ সমুদয়।
রণে ব্রিটিশের জয়, রণে ব্রিটিশের জয়॥

এ দেশের প্রজা সব, ঐক্য হয়ে সুখে।
রাজার মঙ্গল গীত, গান কর মুখে॥

ধন্য চিপ কমান্ডার, ধন্য দাও লর্ডে।
ইংরাজের ব্যাঙ্ক বাড়ে, থ্যাঙ্ক দাও গডে॥
গণ্য বটে সৈন্যগণ, ধন্য দাও তায়।
লর্ডের রহিল মান, গডের কৃপায়॥
সদর সমরকক্ষে, বিভু দয়াময়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়॥
শতলজ পার হল, শত্রু সমুদয়।
রণে ব্রিটিশের জয়, রণে ব্রিটিশের জয়॥

দ্বিতীয় যুদ্ধ

ভারতের অবোধ, দুর্বল লোক যত।
ডাল ভাত মাছ খেয়ে, নিদ্রা যাবে কত?
পেটে খেলে পিটে সয়, এই বাক্য ধর।
রাজার সাহায্য হেতু, রণসজ্জা কর॥
লাহোরের শিখ সেনা, শক্ত অতিশয়।
এখন, আলস্য করা, সমুচিত নয়॥
কেহ খড়্গা, কেহ ঢাল, কেহ যষ্টি লও।
যাহার যেমন সাধ্য, সেইরূপ হও॥
করিতে তুমুল যুদ্ধ, আমাদের সনে।
লাহোরীয় প্রজাপুঞ্জ, সাজিয়াছে রণে॥
আমরা তাদের সঙ্গে, রোকে রোকে রুকে।
দাড়ি ধরে দিব টান, বাড়ি মেরে বুকে॥
অধিকার যদি পাই, শিখেদের ক্ষিতি।
আমাদের প্রতি হবে, ভূপতির প্রীতি॥
সাহসে করিবে যুদ্ধ, যত বুদ্ধি ঘটে।
কোন ক্রমে নাহি যাবে, গোলার নিকটে॥
অকর্মণ্য শক্তিশূন্য, আফিসর যাঁরা।
ডাক পেয়ে ডাকযোগে, যুদ্ধে যান তাঁরা॥
শিরে রাখ বিল্বদল, মুখে বল হরি।
সঙ্গে সঙ্গে চল সব, শুভ যাত্রা করি॥
গায়ে দেহ চাপকান, পায়ে চটি জুতি।
মাথায় পাগড়ি বাঁধ, পর সাদা ধুতি॥

দোবজা দোছুট করি, চোট কর মনে।
হোঁচোট না খাও যেন, ঘোরতর রণে॥
সাইনের অগ্রভাগে, দেওনাকো রুকে।
চোট চাট কাট কাট, মালসাট মুখে॥

যুদ্ধের জয়

থ্যাঙ্ক লাড় ধন্য তুমি, ফিরোজপুরের ভূমি,
শিখ-রক্তে প্রবাহিত নদী।
এক হস্তে এ প্রকার, না জানি কি হত আর,
দুই হস্ত প্রাপ্ত হতে যদি॥
যুদ্ধে-যুদ্ধে আপনার, সমতুল্য কোথা আর,
মহিমার নাহি হয় শেষ।
ডিউকের হয়ে পার্টি, বধ করি বোনাপার্টি,
রেখেছিলে ব্রিটেনের দেশ॥
তুলনা তোমার কাছে, তুল্য গুণ কার আছে,
বাহুবল বুদ্ধিবল ধরে।
প্রতিজ্ঞা মনের প্রিয়া, সাহসে সফল ক্রিয়া,
হস্ত দিয়া দেশ রক্ষা করে॥
ধিক ধিক শিখপক্ষ, কিসে হবে প্রতিপক্ষ,
কোনরূপে লক্ষণীয় নয়।
যুদ্ধ করি উপলক্ষ, এসেছিল কত লক্ষ
লক্ষ্য মাত্রে গেল সমুদয়॥
না জেনে বিশেষ হেতু, বান্ধিল নৌকার সেতু,
কালকেতু ধূমকেতু শিখ।
বলহীন হয়ে শেষে, ঢুকিয়া আপন দেশে,
আপনার যুদ্ধে দেয় ধিক॥
আমাদের সেনা সব, মেরে সবে করে শব,
ছেড়ে রব দিলে সব তেড়ে।
গুলি-গোলা নিলে কেড়ে, যত ব্যাটা চাপদেড়ে,
পলাইল পূর্ব পার ছেড়ে॥
গোরা সব রাগে রাগে, জোর করি তোপ দাগে,
কামানের আগে যায় উড়ে।
করে কোপ বুদ্ধি লোপ, মিছে হোপ খেয়ে তোপ,
দাড়ি-গোঁপ সব গেল পুড়ে॥

শিখ শত্রু পরাভব, মুখে আর নাহি রব,
সুখী সব ব্রিটিশের জয়ে।
সকল হইল ভুট, গো-টু-হেল ড্যাম হুট,
ফেলে উট দিলে ছুট ভয়ে॥
হুড়ু হুড়ু হুড় হুড়, দুড়ু দুড়ু দুড় দুড়,
গুড়ু গুড়ু গুড় গুড় গুম্।
কড় কড় চড় চড়, ঘড় ঘড় ফড় ফড়,
হড় হড় দড় দড় দুম্॥
গাড়া গাড়া গুম্ গুম্, ডাগা ডাগা ডুম্ ডুম্,
গুম্ গুম্ জয়ঢাক বাজে।
ভঁভঁ ভঁভঁ ভম্ ভম্, পঁপ পঁপ পম্ পম্,
ভম্ ভম্ ভেরি রাগ ভাঁজে॥
ভায়ের ফায়ের ফুট, ফাই ফাই ভুট হুট,
ড্যাম্ ড্যাম্ গোরাগণ ডাকে।
....কাঁহা যাগা, আবি তেরা শের লেগা,
সেফায়েরা এই রব হাঁকে॥
যুদ্ধের বিষম ধুম, গগনে উঠিল ধূম,
ঘুম নাই নয়ন নিকটে।
ঘুচিল শিখের শঙ্কা, বাজিল বিজয়-ডঙ্কা,
লঙ্কাজয়ী কাণ্ড ভাই ঘটে॥
ঘটায় ছটায় চলে, ভটায় হটায় বলে,
চকিতে চটায় শত্রুদল।
করে চোট দিয়ে জোট, ধর্‌চোট নিলে কোট,
শিখ গোট খেল রসাতল॥
জোরজার শোরসার ঘোরঘার ফেরফার,
নাহি আর বিপক্ষের দলে।
শ্বেত সৈন্য সবাকার, বৃদ্ধি হল অহংকার,
বার বার মার মার বলে॥
ধন্য লর্ড গবর্নর, ধন্য চিপ কমাণ্ডর,
ধন্য ধন্য অন্য সেনাপতি।
ধন্য ধন্য সৈন্য সব, ধন্য ধন্য ধন্য রব,
ধন্য ধন্য ব্রিটিশের রতি॥
শত্রুচর পেয়ে ভয়, রণে হয় পরাজয়,
সমুদয় হল ছারখার।
শতদ্রু সলিল অঙ্গে, রুধির তরঙ্গ রঙ্গে,
বিভূষিত শিখশবহার।

স্রোতে সব শব ভাসে, বাতাসে পুলিনে আসে,
কি কহিব ভয়ানক কথা॥
গৃহপাল ফেরুপাল, শকুনি গৃধিনীজাল,
শবাহারে সব হারে তথা॥
আজ্ঞা পেয়ে আপনার, হল সব নদী পার,
অধিকার করিতে লাহোর।
বিপক্ষের ঘোর দুর্গ, লুটিল সকল দুর্গ,
ব্রিটিশের ভাগ্য বড়ো জোর॥
মহারানী শিখেশ্বরী, শিশু সুত ক্রোড়ে করি,
দারুণ দুঃখিত অহরহ।
নানক বাবার ঘরে, এই অভিলাষ করে,
সন্ধি হৌক ইংরাজের সহ॥
নিজে তেজ অতি হেজ, কিসে তার এত তেজ,
গন্ধহীন গোলাব সে কাট।
কোন্ তুচ্ছ রণজোর, নহে তার রণ জোর,
মিছামিছি করে মালসাট॥
করে লাল চক্ষু লাল, ঠুকে তাল ধরে ঢাল,
সেনাজাল এনেছিল রণে।
ইস্মিথের দেখে যুদ্ধ, নিজ পক্ষ করি রুদ্ধ,
পলাইল ভয় পেয়ে মনে॥
লাহোরের দরবার, আশু হবে অধিকার,
দেখি তার অনুষ্ঠান নানা।
এবিল ইংলিশ যত, ডেবিল করিয়া হত,
টেবিল পাতিয়া খাবে খানা॥
চারিদিকে সেনাগণ, মধ্যভাগে চ্যাপ্লিন,
সরমন পড়িবেন জোরে।
যতেক গোরার ক্লাস, ধরিয়া সেরির গ্লাস,
কহিবেক হিপ্‌হিপ্ হোরে॥

ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম

বীররসে বিভাসে, জুড়িয়া জোর তান।
ছাড়িতেছে সেনা সব, রণজয়ী গান।
হইল বিবাদ-বহ্নি, বড় বলবান।
না হয় নির্বাণ আর, না হয় নির্বাণ॥

কত দূর ছুটে অগ্নি, নাহি পরিমাণ।
করুন ধরণী সুখে, নররক্ত পান॥
এক গাড়ে গাড়িতে, মগের বাচ্ছা জান।
শ্বেত সেনাপতি যত, জলযানে যান॥
কলে চলে জলে তরি, ধূম্রযোগে টান।
এক এক জাহাজেতে, হাজার কামান॥
হয়েছেন কমডোর, সবার প্রধান।
কোনরূপে বিপক্ষের, নাহি আর ত্রাণ॥
জলে স্থলে আগে তিনি, হলে আগুয়ান।
কোথা রবে মগেদের, বগমারা বাণ?
লাফে লাফে বীরদাপে, শব্দ আন্ সান্।
পাতালেতে বাসুকির, দেহ কম্পমান॥
রেঙ্গুনের গবানর, হবে হতমান।
আসিবে শিকল পায়ে, হয়ে বঁদিয়ান॥
হোরা দিয়া গোরা সব, খেতে দিবে ধান।
অথবা করিবে তার, দেহ খান খান॥
কি করে আবার রাজা, যুবা জাম্বুবান।
ভাগ্যের দিবস তার, হয় অবসান॥
ইংরাজ সহিত রণে, পাইবে আসান।
ভেক হয়ে ধরিয়াছে, ভুজঙ্গের ভান॥
ক্ষণ মাত্র নাহি করে, মনে প্রণিধান।
কেমনে হইবে রক্ষা, জাতি কুল মান॥
শোভা পেতো হলে পরে, সমান সমান।
পর্বতের সহ কোথা, তৃণের প্রমাণ?
বন্দীরূপে রবে কিন্তু, যাবে নাকো প্রাণ।
"বেণ্ডিমেন্স লেণ্ডে" পাবে বসতির স্থান॥
সেখানে খ্রিস্টান হয়ে, ঢেঁকির প্রধান।
মেকির নিকটে লবে, ধর্মের বিধান॥
ধরাইয়া হাতে হাতে, করাইবে পান।
মেকাই একাই তারে, করিবেন ত্রাণ॥

অনল উঠিল জ্বলে, কে করে নির্বাণ।
সে অনলে অনেকেই, পাইবে নির্বাণ॥
ব্রিটিশ নিকটে তথা, মগের প্রতাপ।
জ্বলন্ত আগুনে যথা, পতঙ্গের ঝাঁপ॥

ফণি ফণা তুচ্ছ করি, কুচ্ছ বহুতর।
ভেক লয়ে ভেক ডাকে, গ্যাঙ্গর গ্যাঙ্গর।।
হতে চায় করী সম, সুরূপ শূকর।
তুরগের খরগতি, ইচ্ছা করে খর।।
দেখিয়া রবির ছবি, নাচিছে জোনাকি।
বকের বাসনা বড় বধিতে বাসকী।।
শূনীসুত মিছে কেন, করিছে আক্রম।
হরি কি ধরিতে পারে, হরির বিক্রম।।
ভীরু ফেরু রব করি, জয় করে হরি।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল হরি।।
ইংরাজে করিবে দূর, কদাকার মগে।
কোথায় লাগেন, "বগা বাঙালের লগে।।"
ধরে খাক পাখাভাঙা, মাচরাঙা খগে।
বাঁধুক আবার অজা, দোক্তা চুণ রগে।।
রাঙামুখা দল যদি, বল করে ভালো।
আঁকা বাঁকা কালামুখ, আরো হবে কালো।।

সন্ধিজলে রণানল, করিয়া নির্বাণ।
আবার ক্ষেপিল কেন, আবার প্রধান?
হীনবলে এত কেন, প্রকাশিছে রোষ।
বুঝিলাম ধরিয়াছে, কপালের দোষ।।
নিয়তে টানিলে পরে, নাহি যায় রাখা।
মরণের হেতু উঠে, পিঁপিড়ার পাখা।।
দ্বিজরাজে দর্প করে, হইয়া শালি।
অবোধ বগের প্রভু, মগের মালিক।।
সকল শরীর চিত্র, বিচিত্র ব্যাভার।
সাক্ষাৎ দ্বিপদ পশু, মানব আকার।।
সেনা আর সেনাপতি, সম সমুদায়।
কেবা রাজা, কেবা প্রজা, বুঝা অতি দায়।।
শ্রীরামকাটারি হস্তে, সমরে নামিয়া।
মাঝে মাঝে ছাড়ে ডাক, খামিয়া খাদিয়া।।
ইরেস্তা বুকুলি ভুলু, কামিয়া কামিয়া।
নাচে আর গান গায়, থামিয়া থামিয়া।।
কর্মের উচিত ফল, অবশ্যই পাবে।
আবাপতি হাবা অতি, বুঝিলাম ভাবে।।

জ্ঞানহত, পশু যত, আর কত জ্বালাবে?
ভূতবেশে, যুদ্ধে এসে, মিছে কেন চলাবে?
শ্বেতবীর, বাসুকীর, উচ্চ শির টলাবে।
রাজপুর, হয়ে চুর, রসাতলে তলাবে॥
কোপে কোপে, তোপে তোপে, গিরিদেশ হেলাবে।
জলে স্থলে, শত্রুদলে, কাটচেলা চেলাবে॥
তীরে উঠে, ছুটে ছুটে, দুই হাতে ঠেলাবে।
ডাকছাড়ি, তুলে আড়ি, গোঁপদাড়ি ফেলাবে॥
করে রাগ, ধরে ভাগ, বাঁকা ডগ লেলাবে।
ভুরি দিয়া, মাঠে নিয়া, কত খেলা খেলাবে॥
হত দিশে, বুঝে নিশে, কানে সীসে ঢালাবে।
মগাই পগাই সোনা, কামানেতে গালাবে॥
সেফায়েরা, বেঁধে ডেরা, রাজধানী জ্বালাবে।
বোকারাজে, চোরসাজে, সিন্ধুপথে চালাবে॥
যত গোরা, মেরে হোরা, ভালো ঝাল ঝালাবে।
আবাপতি, হাবা ভূপ, বাবা বলে পালাবে॥

বিদ্রোহী নানা সাহেব

নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে ধন?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে জন?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে মন?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে পণ?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে ডাক?
নানার কি, নানাকেলে, আজো আছে জাঁক?
প্রকাশিছে পাপপন্থা হয়ে পন্থী "ঢুঢু"।
ঢু, মারিতে জানে শুধু ঘটে তার "ঢুঢু"॥
নানা পাপে পটু নানা নাহি শুনে না না।
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা॥
ভাল-দোষে ভালো তুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ॥

দিল্লীর যুদ্ধ

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিশের জয়॥
জয় জয় জগদীশ করুণা-নিধান।
কৃপাময় কেহ নয় তোমার সমান॥
কু-জনের কদাদেশে কুবুদ্ধি লইয়া।
সেনা যারা ক্ষেপেছিল বিপক্ষ হইয়া॥
ধরেছিল রণবেশ হয়ে বলবান।
হরেছিল প্রজাদের ধন আর প্রাণ॥
ঘেরেছিল চারিদিকে দিল্লীর ভিতর॥
মেরেছিল সেনাপতি বিস্তারিয়া কর॥
বিশাল বিদ্রোহ দেখে করি হায় হায়।
কাতর হইয়া কত ডেকেছি তোমায়॥
অপার কৃপার নিধি তুমি কৃপাময়।
আমাদের দুঃখ দেখে হইলে সদয়॥
তোমার কৃপায় হল শত্রু পরাজয়।
কিছু নাই ভয় আর কিছু নাই ভয়॥
পুড়ুক বিপক্ষ দল মনের অনলে।
উড়ুক ব্রিটিশ ধ্বজা সমুদয় স্থলে॥
ঝুড়ুক দুষ্টের মাথা যারে যথা পাবে।
ফুড়ুক ফুড়ুক করি গুড়ুক কে খাবে?
ধুড়ুক ধুড়ুক কোরে তোপ দিলে দেগে।
ভুড়ুক ভুড়ুক সব লয়ে গেল ভেগে॥
সিংহনাদ শুনে গেল একে একে সরে।
ঘেউ ঘেউ, ফেউ ফেউ কেঁউ কেঁউ করে॥
শরতের মেঘ সম ডাক-ড়োক সার।
প্রভাকর প্রভাবেতে কিছু নাই আর॥
ইংরাজের পরাক্রম, রবির প্রকাশ।
অত্যাচার অন্ধকার হইল বিনাশ॥
নিজ নিজ কার্য-তরু করিয়া ঘর্ষণ।
দাবানলে দগ্ধ হল বিপক্ষের বন॥
"হোরা" মেরে গোরাগণ ছুটিল যখন।
সামাল সামাল রব উঠিল তখন॥
পালাতে না পথ পায় নাহি সয় ব্যাজ।
উঠে ছুটে পলাইল মুখে করে ল্যাজ॥

মেও মেও ডাক ডেকে বিল্লীর সমান।
দিল্লীর প্রদেশ ছেড়ে করিল প্রস্থান॥
পূর্ব্ববৎ পুনর্বার নাহি আর দায়।
প্রণাম তোমায় প্রভু প্রণাম তোমায়॥
প্রতিফল পেলে ভালো হাতে হাতে।
ঠেকাঠেকি হয়ে গেল পাতে পাতে॥
উড়ে গেল কত সেনা গোলাঘাতে।
বনে বনে ফিরিতেছে খোলা হাতে॥
ধরে ধরে ভয় পেয়ে মরে ত্রাসে।
সাধ্য কিবা লোকালয়ে পুন আসে?
করিয়াছে মছলন্দ দূর্বঘাসে।
পশুসহ পশু হল বনবাসে॥
ওরে তোরা নরাধম যত দুষ্ট।
কার বলে হয়েছিলি এত পুষ্ট?
যত মূঢ় নিজ পদে নহে তুষ্ট।
চিরকাল তাহাদের বিধি রুষ্ট॥

কানপুর যুদ্ধে জয়লাভ

বাজী রাও পাসা যিনি,
বাজী রাও পাসা যিনি, সাধু তিনি,
মান্য নানা মতে।
মহারাষ্ট্র, মহা রাষ্ট্র, পূজ্য এ জগতে॥
ছেড়ে সে নিজ দেশ,
ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,
বাঁচিবার তরে।
আত্ম-সমর্পণ করে, ব্রিটিশের করে॥
হয়ে সে পুত্রহত,
হয়ে সে পুত্র-হত, ক্রমাগত,
করে কত দান।
আঁটকুড়ো-কপালে তবু, হল না সন্তান॥
কোথাকার মহাপাপ,
কোথাকার মহাপাপ, বলে বাপ,
পুত্র হল, 'নানা'।
কাকের বাসায় যথা, কোকিলের ছানা॥

সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে,
সেটা তো পুষ্যি এঁড়ে, দস্যি ভেড়ে,
নস্যি কর তারে।
উঠে ধানে পত্তি যেন না করিতে পারে॥
নানা কি, নানাকেলে,
নানা, কি নানাকেলে, রাজ্য পেলে,
তাইতে এত জারি?
যাহা স্বেচ্ছা, তাহা করে, হয়ে স্বেচ্ছাচারী॥
হলে সে পাসার ছেলে,
হলে সে পাসার ছেলে, চাষার ছেলে,
কেন তবে চলে?
হয়ে কাল, বামা, বাল নাশে নানা ছলে॥
হল সে হলই হিন্দু,
হল সে হলই হিন্দু, দোষের সিন্ধু,
দ্বেষানলে দহে।
গলে দোলে পাপের সূত্র, বাপের পুত্র নহে॥
সেটা তো একা নয়,
সেটা তো একা নয় দুরাশয়,
ভাই তার ভোলা।
পথে পথে মেগে খাবে, হাতে করে খোলা॥
বড় সে ধূর্ত হাঁদা,
বড় সে ধূর্ত হাঁদা, ফেরে গাধা,
বড়ো দাদার হিতে।
"একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তার মিতে॥"
জুটেছে সমান দুটো,
জুটেছে সমান দুটো, দাঁতে কুটো,
করতে হবে শেষে।
গলে দড়ি, খেয়ে ছড়ি, ফিরবে দেশে দেশে॥
কোথাকার হরির খুড়ো,
কোথাকার হরির খুড়ো, মেরে হুড়ো,
গুঁড়ো করে দেহ।
বংশে যেন বাতি দিতে, নাহি থাকে কেহ॥
তারা যে পাখী টুটু,
তারা, যে পাখী টুটু, ঘরে টুটু
গেল ছারেখারে।
হাড়ে মাটি, বাড়ে দূর্ব, হল একেবারে॥

বিদুরে আর কি আছে?
বিদুরে আর কি আছে, নানার কাছে,
নাইকো কানাকড়ি।
অতঃপরে অন্নাভাবে, যাবে গড়াগড়ি।।
ছিল যার বস্ত্র যত,
ছিল যার বস্ত্র যত, ক্রমাগত,
গোরা নিলে লুটে।
কোঁৎকা খেয়ে, হোঁৎকা এঁড়ে হাম্বা বলে ছুটে।।
হয়েছে হতভোম্বা,
হয়েছে হতভোম্বা, অষ্টরম্ভা
নাহি মাত্র চাকি।
সবে কলির সন্ধ্যা এই, কত আছে বাকি।।
করেছে যেমন মতি,
করেছে যেমন মতি, তেমনি গতি,
শাস্তি আঁতে আঁতে।
অধর্ম বৃক্ষের ফল, ফলে হাতে হাতে।।
ছেড়ে দাও বামুন বলে,
ছেড়ে দাও বামুন বলে, টোলে টোলে,
ধরি পদতলে।
থাবড়া মেরে, হাবড়া পথে চালান দেহ জলে।।
যদি ভাই আমরা ছাড়ি,
যদি ভাই আমরা ছাড়ি, মারামারি,
করবে গোরা সবে।
বাঘেরে গোহত্যা ভয়, কে শুনেছে কবে?
নানা, না, পাপী নানা,
নানা, না পাপী নানা, কথা নানা,
কয়ো না রে কেহ।
যথা তথা নানা-কথা, ছেড়ে সবে দেহ।।
লেখনী থাকো থেমে,
লেখনী থাকো থেমে, নিত্য প্রেমে,
. মত্ত হতে হবে।
কুমারসিংহের কথা, লিখি কিছু তবে।।
সেটা তো কতক ভালো,
সেটা তো কতক ভালো, ধর্ম-আলো,
কিছু আছে ঘটে।
নারীহত্যা শিশুহত্যা, করিনেকো বটে।।

তবু তো অত্যাচারী,
তবু তো অত্যাচারী, হত্যাকারী,
বলতে তারে হবে।
রাজদ্বেষী মহাপাপী, কবেই কবে সবে॥
হয়ে সে রাজ্যছাড়া,
হয়ে সে রাজ্যছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া,
রক্ষা কিসে পাবে?
কর্ম দোষে ধর্ম দোষে, অধঃপাতে যাবে॥
ছোটো তার সিংহ অমর,
ছোটো তার সিংহ অমর, সে কি অমর?
গোমর করে কিসে?
চামর হয়ে কোমর বেঁধে সমর করে কিসে।
হবে তার মুখের মতো,
হবে তার মুখের মতো, গোরা যত,
শাস্তি দেবে কষে।
এক চাপড়ে অন্ত যাবে, দন্ত যাবে খসে॥
যেতেছে মান সিং,
যেতেছে মান সিং, নেড়ে সিং,
কিং হবে বলে।
কূর্ত হয়ে ধূর্ত যান, অভিমানে গলে॥
হবে শেষ মান সিংহ,
হবে শেষ মানসিংহ, গ্রাম-সিংহ,
বনে বনে থেকে।
হন্যা হয়ে মরে যাবে ঘেই ঘেই ডেকে॥
থেকে সে অনুগত,
থেকে সে অনুগত, পাপে রত,
বুদ্ধি-দোষে মরে।
খানা কেটে বেনো জল, ঢুকাইল ঘরে॥
এই ভাই বড় মজা,
এই ভাই বড় মজা, হয়ে অজা,
বাঘের মুখে চরে।
পিঁপিড়া ধরেছে ডানা, মরিবার তরে॥
হ্যাদে কি শুনি বাণী?
হ্যাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রানী,
ঠোঁটকাটা কাকি।
মেয়ে হয়ে, সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে নাকি?

নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা আর ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকি,
গোয়ালের দলে।
এত দিনে, ধনে জনে, যাবে রসাতলে॥
হয়ে শেষ নানার নানী,
হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রানী,
দেখে বুক ফাটে।
কোম্পানির মুলুকে কি, বর্গিগিরি খাটে?
বড় সব খেড়ে খেড়ে,
বড় সব খেড়ে খেড়ে, ছাগলদেড়ে,
নেড়ে পানে রুকে।
চড়ে ঘাড়ে কোসে দাও, হাড়ে হাড়ে ঠুকে॥
পশ্চিমে মিয়া-মোল্লা
পশ্চিমে মিয়া মোল্লা, কাচাখোল্লা,
তোবাতাল্লা বলে।
কোপে পোড়ে, তোপে উড়ে, যাবে সব জ্বলে॥
কেব্বলি মর্জ্জি তেড়া,
কেব্বলি মর্জ্জি তেড়া, কাজে ভেড়া,
নেড়া মাথা যত।
নরাধম নীচ নাই, নেড়েদের মতো॥
যেন ঝাল লঙ্কাপোড়া,
যেন ঝাল লঙ্কাপোড়া, আগাগোড়া,
নষ্টামিতে ভরা।
টেনি পরে চটে বসে, ধরা দেখে সরা॥
তারা তো হয়ে ঢোঁড়া,
তারা তো হয়ে ঢোঁড়া, যেন ঘোড়া,
দিতে এলো টক্কর।
একরত্তি বিষ নেইকো, কুলোপানা চক্কর॥
সাজরে যত গোরা,
সাজরে যত গোরা, মেরে হোরা,
তেড়ে ধরো নেড়ে।
তক্ত লুটে, শক্ত হয়ে রক্ত খাও ফেঁড়ে॥
যত পাও, খেয়ে সেরি,
যত পাও খেয়ে সেরি, হয়ে মেরি।
পাত্র হাতে ধরে।
নেচে নেচে মুখে বল, "হিপ হিপ হোরে"॥

এ শীতে বড় ঠাণ্ডি,
এ শীতে বড় ঠাণ্ডি, রম ব্রাণ্ডি,
কিছু কিছু খেয়ে।
মনের আনন্দে দাও, ঈশু-গুণ গেয়ে॥
ঘুচিল শত্রু-ভয়,
ঘুচিল শত্রুভয়, যুদ্ধে জয়,
জয় সেনাপতি।
করিলেন বাহুবলে, অগতির গতি॥
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড,
রাখিলেন র‍্যাঙ্ক গড, থ্যাঙ্ক লর্ড,
কলিন কাম্বেল।
সাধু সাধু, সাধু তুমি, বিপক্ষের শেল॥
কোথা মা ভগবতী
কোথা মা ভগবতী, করি নতি,
প্রকাশিয়া দয়া।
একেবারে শত্রুকুলে, করে দাও গয়া॥

এলাহাবাদের যুদ্ধ

প্রয়াগেতে ছিল যত, সিফায়ের দল।
একেবারে সকলেতে, হল হতবল॥
অধিকার করেছিল তরণীর সেতু।
হয়েছে তাদের তায় মরণের হেতু॥
ঝুসিঘাটে ঘুষি খেয়ে মারা যায় প্রাণে।
ছারখার হইয়াছে অনলের বাণে॥
এখন গোরার মুখে এইমাত্র কথা।
প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, যাও যথা তথা॥

আগরার যুদ্ধ

আগরায় নাগরায়, মারিয়াছে কাটি।
বীরদাপে দাপিয়াছে কাঁপিয়াছে মাটি॥
চক্রযোগে ষড়যন্ত্র, করিয়াছে যারা।
ভয় পেয়ে কোনখানে ভাগিয়াছে তারা॥

হেল্লা করে কেল্লা লুঠে দিল্লীর ভিতরে।
জেল্লা মেরে বেড়াইত, অহংকারভরে॥
এখন সে কেল্লা কোথা জেল্লা কোথা আর?
জেল্লা মেরে কেবা দেয় দাড়ির বাহার?
ছেড়ে পাল্লা বলে আল্লা, পড়েছি বিপাকে।
কাছাখোল্লা যত মোল্লা তোবা তাল্লা ডাকে॥
সবার প্রধান হয়ে যে তুলেছে খড়ি।
দিল্লীর দুর্গেতে থেকে গুণিয়াছে কড়ি॥
হইয়া হুজুর আলী হাতে নিয়ে ছড়ি।
করেছে হুকুম জারি তাজি ঘোড়া চড়ি॥
নিদয় স্বভাব ধরি ধনাগারে পড়ি।
লুঠিয়া করেছে জড়, যত ধন কড়ি॥
মনে মনে লঙ্কা ভাগ, আঁক দিয়া খড়ি।
তাকায়েছে চারিদিক পাকায়েছে দড়ি॥
মনোরাজ্য করি আগে যে বাজালে দামা।
রণরঙ্গ দেখাইল ছুড়ে ঢিল ঝামা॥
ধরিয়াছে রাজবেশ পরে টুপি জামা।
কোথা সেই কালনিমে রাবণের মামা?

যুদ্ধ শান্তি

ভয় নাই আর কিছু, ভয় নাই আর।
শুভ সমাচার বড়, শুভ সমাচার॥
পুনর্বার হইয়াছে, দিল্লী অধিকার।
"বাদশা বেগম" দোঁহে ভোগে কারাগার।
অকারণে ক্রিয়া-দোষে করে অত্যাচার।
মরিল দুজন তাঁর, প্রাণের কুমার॥
ছেলে মেয়ে আদি করি, যত পরিবার।
দিবানিশি করিতেছে, শুধু হাহাকার॥
কোথা সেই আস্ফালন কোথা দরবার?
হাড়ে মাটি বাড়ে দুর্বা হয়ে গেল সার॥
একেবারে ঝাড়ে বংশে, হল ছারখার।
শিশু সব মারা যাবে বিহনে আহার॥
দূরে থাক সমুদয় সম্পদ সঞ্চার।
পড়িয়া ব্রিটিশ-কোপে প্রাণে বাঁচা ভার॥

করেছিল যে প্রকার, বিষম ব্যাপার।
হাতে হাতে প্রতিফল ফলে গেল তার॥
অদ্যাপিও রবি, শশী, হতেছে প্রচার।
অদ্যাপিও হয় নাই, সত্যের সংহার॥
অদ্যাপিও ধর্ম্ম এক, করেন বিহার।
তিনি কি কখনো স'ন, এত পাপভার?
কোথা দীনদয়াময়, সর্ব্বমূলাধার।
আহা আহা মরি কিবা, করুণা তোমার॥
অন্তরীক্ষে থেকে সব, করিছ বিচার।
তোমা বিনে জয় দানে, সাধ্য আছে কার?
সমুচিত শাস্তি পেলে, যত দুরাচার।
অতএব তব পদে, করি নমস্কার॥

যমুনার জল আর পূর্ব্ববৎ নাই রে।
হয়েছে রুধিরে ভরা, কেমনেতে নাই রে?
তৃষ্ণায় সে জল আর, কেমনেতে খাই রে?
ভাসিছে তাহাতে সব, শব ঠাই ঠাই রে॥
ঝাঁপ দিয়ে মরিতেছে, সকল সিপাই রে।
এ-কূল ও-কূলে তার, ভস্ম আর ছাই রে॥
কুকুর শৃগাল হেরি যে দিকেতে চাই রে।
শকুনি গৃধিনী উড়ে, শব্দ সাঁই সাঁই রে॥
শা-জাদার শোণিতেতে, মিটে গেল খাঁই রে।
খেয়ে সব পরাভব, মেনেছে সবাই রে॥
স্থানে স্থানে মৃতদেহ, পর্বতের চাঁই রে।
পচাগন্ধে নাক জ্বলে, কোথায় দাঁড়াই রে?
মলহীন একটুকু স্থান নাহি পাই রে।
কোথা খেয়ে, কোথা শুয়ে, সুখে নিদ্রা যাই রে॥
সবদিকে সম দশা কোন দিকে চাই রে?
এ দেশেতে নাহি দেখি, হিংসাহীন ঠাই রে॥
যমুনার তটে এসে, যমুনার ভাই রে।
বিকট-বদনে এক, বিস্তারিল হাই রে॥
সাধু সাধু ধর্ম্মরাজ, বলিহারি যাই রে।
ঘুচাইল যত কিছু, আপদ বালাই রে॥
ব্রিটিশের জয় জয়, বল সবে ভাই রে।
এস সবে নেচে কেঁদে বিভুগুণ গাই রে॥

রাজনীতি

অনুগত রাজা যত, অধীনেতে রয়।
তাদের বিষয়ে যেন, লোভ নাহি হয়॥
করুণা-তরুর তলে, বাস করে যারা।
নিতান্ত আশ্রিত অতি, নিরুপায় তারা॥
ইঙ্গিত করিলে যারা, উঠে আর বসে।
নত হয়ে সন্ধি করি, সদা আছে বশে॥
তাদের নিগ্রহ করা, উচিত কি হয়?
রাজধর্ম নয়, সে তো রাজধর্ম নয়॥
রাজা হয়ে এ-রূপ, অন্যায় যেই করে।
ভবের ভাণ্ডার তার, অপযশে ভরে॥
রাজ-বল, বড় বল, তুল্য যার নাই।
শাস্ত্রবল, শস্ত্রবল, দুই বল চাই॥
ক্ষিতিপতি হইবেন পণ্ডিত-মণ্ডিত।
করিবেন সুমন্ত্রণা মন্ত্রীর সহিত॥
মন্ত্রী হবে ধর্মশীল, সাধু সুভাজন।
মন্ত্রণা করিবে দান, ধর্মে রেখে মন॥
সভাসদ কুলীন পণ্ডিতগণ যত।
সেইমতে সকলে দিবেন অভিমত॥
তবে করিবেন রাজা সে মতো চলিত।
রাজা প্রজা উভয়ের হবে তায় হিত॥
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি শুকো আর হাজা।
এ সকল বিবেচনা করিবেন রাজা॥
যেবার যেমন হবে শস্যের সঞ্চার।
সেবার লবেন কর সে-রূপ প্রকার॥
চাষার আশার ধন না ফলিলে ক্ষেতে।
কেমনে রাজস্ব দিবে নাহি পায় খেতে?
কর নেয়া বিধি হয় এ-রূপ বিধানে।
চাষা আর ভূমিস্বামী যাহে বাঁচে প্রাণে।
কর পেতে কর পেতে থাকুন ভূপাল।
সেবক না হয় যেন বিষম বিশাল॥
পাইতে বিলম্ব হলে কররূপ নিধি।
প্রচার না হয় যেন রবি অস্ত বিধি॥
কৃষির কুশল যাহে নিরন্তর হয়।
সেই দিকে নৃপতির নেত্র যেন রয়।

ভূমিতে হইলে শস্য গাছে হলে ফল।
নানারূপে হয় তার দেশের মঙ্গল॥
অভাব থাকে না কিছু দূর হয় দুখ।
সকলি সুলভ হয় কত তার সুখ॥
রাজার রাজস্ব লাভে ব্যাঘাত না হয়।
প্রজা আর কৃষকেরা স্থির হয়ে রয়॥
বণিক বাণিজ্যে করে বিশেষ ব্যাপার।
শ্রমজীবি জনেদের আনন্দ অপার॥
পরস্পর বিনিময়ে বেড়ে যায় ধন।
সে ধনেতে হয় কত কল্যাণ সাধন॥
কতজন পেয়ে ধন ধনী হতে চায়।
ধনেতেই ধন বাড়ে কৃষির কৃপায়॥
যে ফসলে কুশলের সীমা নাই আর।
খুলে যায় অনেকের ভাগ্যের ভাণ্ডার॥
স্বদেশের লোক সব বাহু তুলে নাচে।
বিনিময়ে পরস্পর কত দেশ বাঁচে॥
বাণিজ্য ব্যাপার তায় বেড়ে যায় কত।
অনুরাগে সব হয় পরিশ্রমে রত॥
রাজ্য হলে ধনশালী অপার কুশল।
প্রজার মঙ্গলে হয় রাজার মঙ্গল॥
কৃষিকার্য করি ধার্য প্রথমে ভূপতি।
পরে করিবেন দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি।
বাণিজ্যবিহীন রাজ্য শোভা নাহি পায়।
বৃদ্ধি হলে বাণিজ্যের কত সুখ তায়॥
যে দেশে বাণিজ্য নাই সে দেশ কি দেশ?
সে দেশে না হয় কভু লক্ষ্মীর প্রবেশ॥
যে দেশেতে বণিকের ব্যবসা না চলে।
লক্ষ্মীছাড়া দেশ তারে সকলেই বলে॥
কতরূপে উপকার একরূপে নয়।
"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী" শাস্ত্রে এই কয়॥
বিদেশে বিনোদ বস্তু বিরাজিত যত।
দেশে বসে সে সকল হয় হস্তগত॥
পরস্পর দ্রব্য যত করি বিনিময়।
কোনোরূপ জিনিসের অভাব না রয়॥
কোন্ দেশ কত দূর কিরূপ প্রকার।
কি রূপেতে প্রজাগণ চালায় সংসার॥

রীতি-নীতি ধর্ম-কর্ম আচার-বিচার।
কিরূপ স্বভাব ভাব কিরূপ ব্যাভার॥
কিসেতে নির্ভর করি কাল করে গত।
আমাদের সহ তার ভেদাভেদ কত॥
এইরূপে সমুদয় হয়ে অবগত।
বল বুদ্ধি সাহস সভ্যতা বাড়ে কত॥
কতরূপ দেশভাষা করিয়া প্রচার।
বিধিমতে বহুবিধ বিদ্যার বিস্তার॥
বিদেশের সবিশেষ জেনে ইতিহাস।
স্বদেশে করিবে সুখে পুস্তক প্রকাশ॥
যে দেশের ভালো যাহা করিয়া সংগ্রহ।
ব্যবহার দূর হবে দেশের নিগ্রহ॥
এ দেশের যে সকল উত্তম হইবে।
উপদেশে সে দেশেতে প্রচার করিবে॥
এইরূপে কুশলের না রহিবে সীমা।
দিন দিন বৃদ্ধি হবে রাজার মহিমা॥
করিবেন বণিকেরে বিশেষ সাহায্য।
রাজা যেন আপনি না করেন বাণিজ্য॥
বাণিজ্য করিবে সাধু সর্বশাস্ত্রে কয়
রাজার বাণিজ্যবিধি কখনই নয়॥
সাধুর সন্তান সবে রাজার আদেশে।
ব্যবসায় রত হবে স্বদেশে-বিদেশে॥
জলে-স্থলে রক্ষা করি, অভয় প্রদানে
নৃপতি লবেন দান বিধান প্রমাণে॥
প্রজার প্রতুলপথে করে প্রতিষেধ।
রাজার বাণিজ্য তাই নিয়মে নিষেধ॥
পৃথিবীর চারিদিক চেয়ে দেখি ভাই।
ভূপালের সদাগর কোনো দেশে নাই।
যে দেশের রাজা করে বাণিজ্য-ব্যাপার।
সে দেশের প্রজাগণ করে হাহাকার।
প্রমাণ প্রত্যক্ষ তার এ দেশে এখন।
কোম্পানির একচেটে আফিম লবণ॥
রাজার অন্যায় লোভে প্রজা যায় মারা।
নীরদ নয়নে ফেলে দর-দর ধারা॥
"মলঙ্গীরা" যেখানেতে করিতেছে লুণ।
সেইখানে গিয়া দেখ নৃপতির গুণ॥

পাটনা প্রদেশে গেলে দেহ হবে হিম।
কেমন করিয়া রাজা নিতেছে আফিম॥
এইমতো ভয়ংকর রাজ-অত্যাচারে।
দুঃখী প্রাণী প্রজা আর বাঁচিতে না পারে॥
আহার ঔষধ যাহা স্বভাবে সম্ভব।
তাই হল নৃপতির নিজের বিভব॥
একবার প্রজার নিকটে পেতে কর।
রীতিমতো লয়েছেন যে ভূমির কর॥
সে ভূমির জাত বস্তু লয়ে পুনর্বার।
করিলেন কররূপে ভাণ্ডারে সঞ্চার॥
যাহার আহার বিনা প্রজা যায় মরে।
রাখিলেন সেই দ্রব্য "মনাপুলি" করে॥
ভূতে-ভূতে যোগ হয়ে জন্ম হয় যার।
তাহারে বলিতে হবে ভৌতিক ব্যাপার॥
স্বভাবে উদ্ভব যাহা ভৌতিক ব্যাপার।
সকল প্রাণীর তায় সম অধিকার॥
চমৎকার সুবিচার রাজার আমার।
করেন "রাজস্ব" বলে নিজে অধিকার॥
আমার বাড়িতে মাটি ঘাড়িতেই জল।
আকাশের রবিকর, বাড়ির অনল॥
পরস্পর যোগাযোগে যদি করি নুণ।
হাতে দড়ি দিয়ে রাজা মেরে করে খুন॥
ঝুলি কাঁথা লুটে লয় যেখানে যা থাকে।
খাটুনি আঁটুনি করে কারাগারে রাখে॥
তখনই পাড়ে টান জমিদার ফেরে।
জমিদারি বেচে লয় জরিমানা করে॥
লোভের অধীন হয়ে অন্যায় আচার।
এই কি উচিত হয় ধার্মিক রাজার?
কিছুই উপায় নাহি শাসনের জোর।
আপনি আপন ধনে সাধু হয় চোর॥
অনুগত আশ্রিত যে সব লোক থাকে।
তাদের আশ্রয় দিয়া অধীনেতে রাখে॥
এইরূপে উচ্চপদে কর্তাপক্ষগণে।
কর্ম দিয়া পালিতেছে শত শত জনে॥
রাজার নিকটে যেই পরিচিত নয়।
ক্ষমতায় নাহি পায় রাজার আশ্রয়॥

তার আর নাহি হয় সম্পদের সুখ।
আপনার কর্মফলে ভোগ করে দুঃখ॥
পদেতেই মান হয় পদেতেই যশ।
পদে না থাকিলে তার কেবা হয় বশ?
ক্ষমতায় রাজপদ পাবার কারণ।
পরস্পর করে তাই সমান যতন॥
করিবেন দেশে রাজা সুরীতি স্থাপন।
সকলের হয়ে তার স্বভাব-শোধন॥
করিবেন সবিশেষ বিদ্যার বিধান।
বিদ্যাবান হয়ে সব প্রজার সন্তান॥
প্রজায় শিখিলে বিদ্যা ভাবনা কি আর।
পরস্পর করে সবে প্রিয় ব্যবহার॥
বিদ্যা আর নীতি-গুণে সাধুভাব ধরে।
কারো প্রতি কেহ নাহি অত্যাচার করে॥
রাজ্যের মঙ্গল তায় অশেষ প্রকার।
কোনোমতে নাহি হয় শান্তির সংহার॥
শান্তি হলে সঞ্চারিত না রহে জঞ্জাল।
প্রণয়-প্রভাবে সবে সুখে কাটে কাল॥
সুরীতির সমাগমে সুখ কব কত।
কুরীতি কুনীতি হয় একেবারে হত॥
যে রাজার প্রজাগণ নীতিতে নিপুণ।
শিল্প আদি আর আর ধরে বহু গুণ॥
বিবিধ ব্যাপারে করে বিহিত বিশেষ।
স্বর্গের সমান হয় সে রাজার দেশ॥
নীতি আদি বিদ্যা দান করিয়া প্রথমে
বিজ্ঞানের উপদেশ ক্রমে যথা ক্রমে॥
ভূগোল খগোল আর পদার্থ নির্ণয়।
জ্যোতিষ প্রভৃতি আর শাস্ত্র সমুদয়॥
বিশেষত বৈদ্যশাস্ত্র সকলের সার।
যার চেয়ে শুভংকর কিছু নাহি আর।
অনুরত হয়ে রাজা খুলিয়া ভাণ্ডার।
করিবেন এ সকল শাস্ত্রের প্রচার॥
প্রজাদের জাতি-ধর্ম আর কুলাচার।
চিরদিন চলিতেছে যেমন যাহার॥
স্থিরভাবে শান্তিযোগে সেইরূপ রয়।
তাহে যেন কোনোরূপ ব্যাঘাত না হয়॥

যার যাহা ধর্ম হয় ভালো তার তাই।
পরধর্মে পীড়া দেওয়া প্রয়োজন নাই॥
আপনি পালুন রাজা ধর্ম আপনার।
নিজ নিজ ধর্ম প্রজা করুক প্রচার॥
পরিত্রাণ তায় তার যে ধর্মে যে থাকে।
সকলেই একভাবে এক ব্রহ্মে ডাকে॥
ধিক্ ধিক্ অধীনতা ধিক্ তোরে ধিক্।
কুকুরে কাঁদিতে হয় লিখিতে অধিক॥
বোধ আর কোনোরূপে প্রবোধ না ধরে।
হৃদয় বিদীর্ণ হয় মনে হলে পরে॥
মনের যাতনা আর ফুটে বলি কারে?
এরূপ না হয় যেন কোনো অধিকারে॥
কোথায় করুণ প্রভু করুণানিধান।
করুন রাজার মনে করুণা প্রদান॥
ইঙ্গিতে আদেশ কর রাজমন্ত্রীগণে।
যাতনা না দেন যেন অধীনের মনে॥
করুন করুণ হয়ে প্রজার কুশল।
হরুন বাণিজ্য আদি কুরীতি সকল॥
ধরুন তরুণ ভাব ন্যায়ের হয়ে রত।
করুন উচিত দয়া অরুণের মতো॥
তরুণ কলঙ্ক হতে করি সুবিচার।
যথারীতি কর লয়ে ভরুন ভাণ্ডার॥
সমুদয় বিষয়েতে আছি পরিতোষে।
কেবল কাঁদিতে হয় গোটাকত দোষে॥
সেইগুলি পেলে পরে রামরাজ্য হয়।
মুক্তমুখে সবে করে ইংরাজের জয়॥
প্রজাদের ব্যবহারে করিয়া ব্যাঘাত।
জাতি আর ধর্মনাশে কেন দেন হাত?
যথা ধর্ম সকলেই করিবে আচার।
সে বিষয়ে কেন হয় আইন প্রচার?
পূর্বকার অঙ্গীকার করিয়া বিনাশ।
যম সম "লেক্সলোসী" নিয়ম প্রকাশ॥
যদ্যপি করেন রাজা অন্যায় আচার।
কিরূপে প্রজার তবে রক্ষা থাকে আর?
মনেরে বুঝাব আর কাহারে বলিয়া?
রক্ষক ভক্ষক হল "তক্ষক" হইয়া॥

রাজায় বিরত হলে প্রতিজ্ঞা পালনে।
তাহার উপায় আর হইবে কেমনে?
কে আর শুনিবে সব মনের বচন?
কার কাছে ডাক ছেড়ে করিব রোদন?
ধর্মধন মহাধন সকলের সার।
যার চেয়ে মহামূল্য বস্তু নাই আর॥
যার যাহা ধর্ম তার তাহাই প্রধান।
ধন প্রাণ বড় নহে ধর্মের সমান॥
কোটি কোটি প্রজাগণ কেন নহে সুখী।
মরমে পরম ব্যথা চিরদিন দুঃখী॥

নীলকর

প্রথম গীত
(কবির সুর)
মহড়া

কোথা রইলে মা, ভিক্টোরিয়া মাগো মা,
কাতরে কর করুণা।
মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখো আর নাহি পর্শে,
প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে।
এমন সোনার বর্ষে খাসের বর্ষে
কেবল বর্ষে যাতনা।
"আসিয়া" আসিয়া মাগো করুণাময়ী,
করুণাচক্ষে দেখ না॥
নামেতে নীলের কুটি, হতেছে কুটি কুটি,
দুখীলোক প্রাণে মারা যায়।
পেটে খেতে নাহি পায়।
কুটেল সব সাহেবজাদা, ধপধপে বাইরে সাদা,
ভিতরে পচা কাদার ভড়ভড়ানি,
পেঁকো গন্ধ তায়।
ওমা একে মলার ফোঁসফুঁসুনি,
ধুনের গন্ধ তায়।
হলে চোরের কাছে ধর্ম-কথা,
মর্ম কভু বোঝে না॥

চিতেন

হেলো নীলকরের্‌দের অনররি
মেজস্টরি ভার।
কুইন মা, মা, মাগো।
হেলো নীলকরেরদের অনররি
মেজেস্টরি ভার।
পড়েছে সব পাথর বক্ষে, অভাগা প্রজার পক্ষে,
বিচারে রক্ষে নাইকো আর।
নীলকরের হৃদ্দ নীলে, নীলে নিলে সকল নিলে,
দেশে উঠেছে এই ভাষ।
যত প্রজার সর্বনাশ।
কুটিয়াল বিচারকারী, লাটিয়াল সহকারী,
বানরের হাতে হল কালের খোন্তা,
সোঁন্তাজলে চাষ।
হলো ডাইনের কোলে ছেলে সোপা,
চিলের বাসায় মাছ।
হবে বাঘের হাতে ছাগের রক্ষে,
শুনেনি কেউ শুনবে না॥

অন্তরা

প্রজা ধরছে আর সারছে তারা এককালে,
পিঠেতে মারছে খুব কোড়া।
কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া,
যেন গোদের উপর বিষফোঁড়া॥

চিতেন

হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা, ঘটে সর্বনাশ।
কাল সাপ কি কোনোকালে, দয়াতে ভেকে পালে,
টপাটপ অমনি করে গ্রাস॥
বাঙালি তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না?
হয়েছি চিরকেলে দাস।
করি শুভ অভিলাষ।
তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখিনি সিং বাঁকানো,
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস॥

যেন রাঙা আমলা, তুলে মামলা,
গামলা ভাঙে না,
আমরা ভুবি পেলেই খুশি হব,
ঘুষি খেলে বাঁচব না॥

অন্তরা

জমি চুনছে, দিন গুনছে, কেবল বুনছে বীজ,
দোহাই না শুনছে একটি বার।
নীলের দাদন, ঠেঙার গাদন, বাঁধন চমৎকার,
করে ভিটে মাটি চাটি সার॥

চিতেন

তোমার সাধের বাঙলা, হলো কাংলা,
সয়না অত্যাচার।
বেগারে হয় রোয়েৎ সারা, জমিদার পড়ে মারা,
লাটের দিন খাজনা হয় না আর।
কাঙালি বাঙালি যত চিরদিন অনুগত,
জানিনে মন্দ আচরণ।
পূজি তোমার শ্রীচরণ।
আমাদের বাইরে কালো, ভিতরে বড় ভালো,
মনেতে রাঙা আলো,
টুকটুকে টুক সিঁদুরে বরণ।
রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি,
তোমার জয়ের বাসনা॥

দ্বিতীয়গীত

কবির সুর

মহড়া

ভালো কার্যটি ধার্য করে যদি গো,
এই রাজ্যটি করেছ মা খাস।
এসে এ দেশেতে বসত কর, অন্নপূর্ণা মূর্তি ধর,
অন্নদানে বাঁচাও প্রজার প্রাণ।
সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের চাষ।
কোথা মা পায়ে ধরি, হয়ে রাজ-রাজেশ্বরী,
সন্তানের পুরাও অভিলাষ॥

হল রান্নাঘরে কান্নাকাটি, ধন্না পড়ে লাঠালাঠি,
উদরে অন্ন কারো নাই।
দোহাই, মা, তোমার দোহাই।
কেহ রয় নীরাহারে, কেহ রয় নিরাহারে,
যদি বিপদে শ্রীপদে রাখ, ওগো মা,
তবেই রক্ষা পাই।
নাই উনুন জ্বালা, একি জ্বালা,
জালায় নাইকো জল।
আবার পোড়া ভাগ্গি, সকল মাগ্গি,
উপবাসে উপবাস॥

চিতেন

তুমি বিশ্বমাতা ভিক্টোরিয়া থাক বিলাতে।
আমরা মা সব তোমার অধীন, দীন চিরদিন,
শুভদিন দিন মা ভারতে॥
কোম্পানির রাজ উঠিয়ে নিলে,
কে বুঝে তোমার লীলে?
নিলে মা এই ভারতের ভার।
পেয়ে শুভ সমাচার।
মা তোমার হবে ভালো, আশাতে দিলেম আলো,
সুখে রেখে সমভাবে, সাদা কালো,
ভেদ রবে না আর॥
যত নীলের সাদা, মুলুকচাঁদা, সাদা কেহ নয়,
করো না নীলের কর্ম, কি অধর্ম,
মনে কালী হয় প্রকাশ॥

অন্তরা

না বুনলে নীল, মেরে কিল,
"কিল্" করে, নীলকরে!
দেশের ছোটকর্তা, দিলেন তাদের,
হর্তা কর্তা করে।
জোরে বেঁধে আনে ধরে।

চিতেন।

যমন কাজীরে সুধালে পরে, হিঁদুর পরব নাই,
তেম্‌নি সব নীলকরের আচার, বিষম বিচার,
গোস্বামী ভক্ষণের গোঁসাই।

একে তো মাগ্‌গি গণ্ডা, লুটেল তায় কুটেল যণ্ডা,
তারা তো ঠাণ্ডা কেহ নয়।
লুঠে এণ্ডা বাচ্চা লয়।
গিয়েছে পুঁজিপাটা, ভিটেতে শ্যাকুল কাঁটা,
আমার ধন গিয়েছে, মান গিয়েছে,
এখন মা, প্রাণ নিয়ে সংশয়।
গেল গরু জরু, তৃণ তরু, কিছু নাহি আর।
করে হাকিম হয়ে সাকিম নষ্ট,
সমান কষ্ট বারোমাস।

তৃতীয় গীত

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি

"বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবি হয়ে"—সুর।
ওমা কুইন তোমার, ইণ্ডিয়া ধাম,
রুইন করেনাকো।
যদি সোনার ভারত, খাস করেছ,
বাস করে, মা, থাকো থাকো।
শাস্ত্রে বলে পরামর্শে,
আপন চক্ষে সোনা বর্ষে,
তুমি এলে ভারতবর্ষে,
হর্ষে রবে সব।
চারিদিকে উঠছে শুধু জয় জয় জয় রব॥
প্রজাগণে কোলে টেনে,
ছেলে বলে ডাকো ডাকো॥
বঙ্গবাসী আমরা যত,
অনুরত অনুগত,
অবিরত করি কত,
শুভ বাসনা।
জয় জয় জয় ভিক্টোরিয়া, মুখে ঘোষণা।
"চোরে খেকো দোয়া গরু"
এমন কোথাও পাবেনাকো॥
অন্নবিনে ঘরে ঘরে,
অন্নহারে প্রাণে মরে,
পরস্পরে উচ্চস্বরে,
করে হাহাকার।

দিনান্তরে উদরপুরে, অন্ন মেলা ভার
দুখী যারা, পড়ে মারা,
প্রাণে কেহ বাঁচেনাকো॥
যে আগুন লেগেছে চেলে,
চলে না কেউ নিজ চেলে,
চেলে চেলে জাহাজ ঠেলে,
ভাসয়ে দিচ্ছে চাল।
কপাল নষ্ট, তাতেই কষ্ট,
কারে দিব গাল?
কিছু দিস মা! দয়া করি,
রপ্তানিটি বন্ধ রাখো॥
বঙ্গবাসী শত শত,
বিদ্রোহেতে হল হত,
পরিবার ছিল যত,
ধনেপ্রাণে হল কাঙালি,
ভাত বিনে বাঁচিনে, আমরা ভেতো বাঙালি।
চাল দিয়ে মা বাঁচাও প্রাণে,
চেলের জাহাজ চেলোনাকো॥
নূতন চেলে হবে শস্তা,
ঘটিল তার কি অবস্থা,
রাজব্যবস্থা-দোষে চেলের,
কাঁটা হয় না রোধ।
চার মণের দাম এক মণে লয়,
মণের মনে ক্রোধ।
মনের চেলে মন ভেঙেছে,
ভাঙা মন আর গড়েনাকো।
পেয়ে নব রাজাদেশ,
নীলকরেতে শাসে দেশ,
নাহি মানে উপদেশ,
না করে উদ্দেশ।
বিদেশ ভেবে এ দেশেতে করে সদা দ্বেষ।
কালো বলে বাঙালিদের,
ভালো দেখতে পারেনাকো॥
যেখানেতে বাঘের ভয়,
সেই খানেতেই সন্ধ্যা হয়,
নীলকরের করেতে হল,
মাজিস্টরি ভার।

এর বাড়া মা, প্রজা লোকের, বিপদ নাইকো আর।
খেদাইনে তোর উঠান চসি,
বাস্তুবৃক্ষ রাখেনাকো।।
কতক নীলের কর্মকার,
কাজে যেন চর্মকার,
নাহি ধারে ধর্মধার,
মর্ম বোঝা ভার।
ঠিক ধর্মহীন ধর্মতলার, ধর্ম-অবতার।
কটু কথার কল্পতরু, বামুন গরু, বাছেনাকো।
চাষার হাতে খোলা দিলে,
নীলে সকল জমি নিলে,
জমিদার সব কাচা ঢিলে,
চিলের মুখে মাছ।
ঘণ্টাগরুড় খাড়া থাকেন, কাচেন কাপের কাচ।
সাপের কাছে কেঁচো যেন,
সাত চড়ে 'রা' ফোটেনাকো।।
তুমি সর্বশুভকরী,
বিলাত—ভারতেশ্বরী,
বিপদে শ্রীপদে ধরি,
কর করুণা।
রয় না দিন প্রজার তোমার, সয় না যাতনা।
কৃপাকরী, কৃপা করি, শ্রীচরণে রাখো রাখো।।
কি পাপেতে এমন হল
অকালে অকালে মোলো
বৃষ্টি বিনে, সৃষ্টি পুড়ে,
গেল ছারেখার।
বর্ষাকালে ফর্সা আকাশ, ভরসা কিসে আর
এ দেশের দুর্দশা এমন,
হয়নিকো আর হবেনাকো।।
কুটিয়ালের মেজেস্টরি,
লাঠিয়ালের রেজেস্টরি,
এ আইন হয়েছে জারি
মারতে আমাদের।
আইনকর্তার পেটের বার্তা, পেয়েছি মা টের,
যাতে অবিচারে প্রজা মরে,
এমন আইন রেখোনাকো।।

চতুর্থ গীত

মহড়া

চার টাকা মণ দর উঠেছে, নূতন চেলে।
কত আর চলবো নূতন চেলে?
যাদের নাহি পুঁজিপাটা, গিয়ে বেলেঘাটা,
বাড়ির পাটা বেচে, পেটে খেলে॥

অন্তরা

ওমা ভিক্টোরিয়া, "আসিয়া" আসিয়া,
দেখ মা! বসিয়া, নয়ন মেলে।
বল কে করে পালন, কে করে শাসন,
একেবারে সব, মোরে গেলে॥
দুঃখে থেকে অনাহার, দেখে অন্ধকার,
করে হাহাকার, মেয়ে ছেলে।
ঘরে গিন্নি পাড়ে গাল, ফুরাইলে চাল,
কিসে রাখি চাল, চেলে চেলে?
যারা খেতো সরু চাল, চালে মোটা চাল,
সিদ্ধ পক্ক করে, আড়ে গেলে।
আমরা খাই শুধু মোটা, নাহি ঘর কোটা,
বেঁচে যাই মোটা, খেতে পেলে॥
শুধু চাল বলে নয়, দ্রব্য সমুদয়,
বিকাতেছে সব অগ্নিমূলে।
দর বেড়েছে চার গুণ, বিধাতা বিগুণ,
খাবার দ্রব্যে দিলে আগুন জ্বেলে॥
তেল, ঘৃত, দুগ্ধ, চিনি, কেমনেতে কিনি,
সস্তাদরে নাহি কিছুই মেলে।
যত পেটের দরকারি, মাছ তরকারি,
কিনে খাই টাকা হাতে এলে॥
শুনে জিনিসের দর, গায়ে আসে জ্বর,
ছুটে যাই ঘর বাড়ি ফেলে।
ভয়ে কথা নাহি কই, অবাক হয়ে রই,
কাটের মুকুন্দ বনি হাটে গেলে॥
ঘরে না থাকিলে কাট, করি কাট কাট,
নিজে হই কাট, চক্ষু তুলে।
ছেলের বস্ত্র নাহি গায়, শীতে মারা যায়,
চাপড় মারি বুকে, কাপড় চেলে॥

যেতাম যেখানে সেখানে, কেবা কারে মানে,
হত না যাতনা, একলা হলে।
দেখে দুখের বাড়াবাড়ি, ফিরি বাড়ি বাড়ি,
মাথায় পড়ে বাড়ি, কুটুম এলে॥
দরে হল গঙ্গাজল, জ্বলন্ত অনল,
দু-পয়সাতে ভার নাহি মেলে।
কিসে খাব ভাতে পোড়া, পোড়া কপাল পোড়া
টাকায় আড়াই সের দর সর্ষে তেলে॥
যারা ছিল মুটে মজুর, তারা হল হুজুর,
চলে যায় পথে পায়ে ঠেলে।
যত ঘাটের দাঁড়ি মাঝি, কামে নহে রাজি,
কাজির মেজাজ ধরে, ধরজী ঠেলে।
থেকে নদী নদে, ঝিল বিল হ্রদে,
মাছ ধরে খায়, মালা, জেলে।
তাদের কাছে গেলে পর, কাঁপে কলেবর,
দুনো দরে বেচে চুনো বেলে॥
হোক চাইনে বাবুয়ানা, গরিবানা খানা,
ধরি প্রাণ শুধু চেলে ডেলে॥
শুনে চেলের বুকে কাঁটা, বুকে বেঁধে কাঁটা,
জাহাজেতে চাল, দিচ্ছে ঢেলে।
ওমা এত দুখে মরি, তবু রাজেশ্বরি!
পালাইনেকো কেউ রাজ্য ফেলে।
হল গোড়ার সর্বনাশ, বোড়ার সঙ্গে বাস,
কেমনেতে বাঁচে, ঢোঁড়া ছেলে?
যত নীলের কর্মকার, করে অত্যাচার,
মেজেস্টরি-ভার, তারাই পেলে।
বাঘের গোবধে কি ভয়? প্রজা নাহি রয়,
তারা খেলে খেলে সব, ধরে খেলে॥
শুন ওগো কৃপাময়ী, মনের দুখ কই,
ওমা, আমরা কি কেউ নই, তোমার ছেলে॥
জপি দিবস রজনী, জননী জননী,
ঠেলো না চরণে, কেলে বলে॥
মাগো, করি সুবিচার, সুত সবাকার,
ঘুচাও হাহাকার, কয়ে বলে।
দেশে বড় ডামাডোল, উঠেছে এই বোল,
নিলে, নীলে নিলে, সকল নিলে॥

পঞ্চম গীত

(রামপ্রসাদী সুর)

সেথা, ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে।
আছে আছে গো, সেই বিলাতে, মা!
ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে।
হেথা আস্‌বিনি কি তাদের ফেলে?
এই জগৎ শুদ্ধ সবাই তোমার,
দেখতে হয় মা নয়ন মেলে।

অন্তরা

থাকো থাকো থাকো তুমি,
রাঙা ছেলে কয়ে কোলে।
ওমা, আমাদের মুখ দেখবিনে কি,
কালামুখো কাঙাল বলে?
কালো ছেলে যত আছে,
"কেলেসোনা" তোমার কাছে, মা গো!
এই কালোর ভিতর আলো আছে,
ভালো করে দেখ জ্বেলে।।
দেহ কালো, কালো নই,
ভিতরেতে কালো কই?—মাগো!
যারা কালোমনের মানুষ, তারা,
হিংসে করে কালো বলে।
কুপুত্র যদ্যপি হই,
তোমা ছাড়া কারো নই, মা গো!
তবু দয়া করি দয়াময়ী,
রাখতে হবে চরণতলে।
কুপুত্র অনেকে হয়,
কুমাতা তো কেহ নয়, মা গো!
তুমি জগতের মা, আমাদের মা,
ডাকব জগদম্বা বলে।
"ইণ্ডিয়া" করেছ খাস,
পুরাও গো মা অভিলাষ, মা গো!
ওমা, নষ্ট করি কষ্ট পাশ,
রক্ষা কর ভাতে জলে।
অন্নপূর্ণা নাম ধর,
অন্নদৃষ্টি বৃষ্টি কর, মা গো,
যেন আকালেতে অকালে মা।

কাল-কুটিরে যাইনে চলে।
যাতনা সহেনা আর,
ঘুচাও প্রজার হাহাকার, মা গো,
যেন নামের নৌকা ডোবে না মা!
কলঙ্ক-সাগরের জলে।
ভারতের কর্তা ব্যাস,
ভারত ছাড়া নাহি চলে,
তোমার এই ভারতের এমন দশা,
ভারতে না খুঁজে মেলে।
সেফায়ে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে,
দিয়ে উদোর পিণ্ড বুদোর ঘাড়ে,
বাঙালিকে কাটতে বলে!
রাজভক্ত অনুরক্ত,
তোমার সব বাঙালি ছেলে,
এরা ধর্ম-পথে সদাই রত,
অধর্ম করে না মোলে।
বাজে সাহেব দ্বেষী যারা,
কত কটু কহে তারা মা গো!
কেবল তোমার চরণ, করে স্মরণ,
ভাসতে থাকি নয়নজলে।
বলে যত গো-বানর,
গবর্নরে গবানর, মা গো!
ওমা "কেনিং" কভু "কনিং" নন,
বলী তিনি ধর্মবলে।
"হ্যালিডে" আর, "বিডন" আদি,
ধর্মবাদী সত্যবাদী, মা গো!
ওমা, আমরা কেবল বেঁচে আছি,
এরা দেশে আছে বলে।
দয়াদানে বাঁচয়েছেন সব,
পাপের কথা পায়ে ঠেলে।
আমরা তো নইলে পর এত দিনে,
কোথায় যেতেন রসাতলে।
এঁদের গুণে আছে রাজ্য,
এঁদের গুণে চলছে কার্য, মা গো।
এখন এমন বিধি কর ধার্য,
রাজ্যে যেন সোনা ফলে।

সম্প্রতি এক বিষম বিধি,
পাশ হয়েছে ছলে কলে,
এক কলসি দুধে ঘোলের ছিটে,
নীলকরে রাজত্ব পেলে!
মরে প্রজা, মরে চাষা,
বেজির গর্তে সাপের বাসা, মা গো!
থেকে বনের মাঝে বাঘের সঙ্গে
বাদ করে মা! কদিন চলে?
বলে রাজা জবরদস্ত,
তাদের ঘরে লাভের গস্ত, মা গো!
যেন মস্তপদের মানুষ হয়ে,
হেলিডের পদ নাহি টলে।
বাঙলা দেশের কর্তা যিনি,
কুটি কুটি ফেরেন তিনি, মা গো!
তাই দেখে শুনে ভয় পেয়ে মা!
কত লোকে কত বলে।
কেহ বলে অংশধারী,
কেহ বলে ধ্বংসকারী, মা গো!
নিতে অত্যাচারের গূঢ়তত্ত্ব,
চক্র করে বেড়ান ছলে।
যার মনে যা উদয় হয়,
সেই কথাটি সেই তো কয় মা গো!
আমি জানি তিনি ধর্মময়,
ধর্ম আছে করতলে।
দাঁতে কুটো করে মা গো!
বলি বস্ত্র দিয়ে গলে।
দিয়ে দয়াদৃষ্টি বৃষ্টিধারা
দৃষ্টি রাখো সুমঙ্গলে!
মা! তোমার শুভ হোক,
শত্রু সব ক্ষয় হোক মা গো!
তারা একেবারে হবে ধ্বংস,
বংশ না রয় ধরাতলে।
ভারতের ভার দিবে যারে,
এই কথাটি বলো তারে, মা গো!
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে,
কার্য করে কুতূহলে।

দুর্ভিক্ষ

প্রথমগীত
বাউলচাঁদি সুর
রাগিণী দেশমোল্লার—তাল আড়খেমটা

হয় দুনিয়া ওলট্ পালট্,
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
আর কিসে ভাই! রক্ষে হবে?
পোড়া আকালেতে নাকাল করে,
ডামাডোল পেড়েছে ভবে।
আমরা হাটের নেড়া, শিক্ষে ধরে,
ভিক্ষে করে বেড়াই সবে।
হল সকল ঘরে ভিক্ষে মাগা,
কে এখন আর ভিক্ষে দেবে?
যত কালের যুব, যেন সুবো,
ইংরেজি কয় বাঁকা ভাবে।
ধরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিখারি কি অন্ন পাবে?
যদি অনাথ বামুন হাতপেতে চায়,
ঘুষি ধরে ওঠেন তবে!
বলে, গতর আছে, খেটে খেগে,
তোর পেটের ভার কেটা ববে?
যাদের পেটে হেড়া, মেজাজ টেড়া,
তাদের কাছে কেটা চাবে?
বলে, ড্যৌ বাঙালি, ড্যাম গো টু হেল,
কাছে এলেই কোঁৎকা খাবে।
আমি স্বপনে জানিনে বাবা,
অধঃপাতে সবাই যাবে।
হয়ে হিঁদুর ছেলে, ট্যাসের চেলে,
টেবিল পেতে খানা খাবে।
এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না,
খেদ করে আর কে বোঝাবে?
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে,
জুতো পায়ে দেখতে পাবে।
হল কর্মকাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড,
হিঁদুয়ানি কিসে রবে?

যত দুধের শিশু,   ভজে ঈশু
    ডুবে মোলো ভবের টবে।
আগে মেয়েগুলো,   ছিল ভালো,
    ব্রত ধর্ম্ম করতো সবে।
একা "বেথুন" এসে, শেষ করেছে,
    আর কি তাদের তেমন পাবে?
যত ছুঁড়িগুলো, তুড়ি মেরে,
    কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন "এ, বি," শিখে, বিবি সেজে,
    বিলাতি বোল কবেই কবে।
এখন আর কি তারা সাজি নিয়ে,
    সাঁজ সেঁজোতির ব্রত গাবে?
সব কাঁটা চামচে   ধরবে শেষে,
    পিঁড়ে পেতে আর কি খাবে?
ও ভাই! আর কিছু দিন, বেঁচে থাকলে,
    পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে   হাঁকিয়ে বগি,
    গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে॥
আছে গোটাকত বুড়ো যদিন,
    তদিন কিছু রক্ষা পাবে।
ও ভাই! তারা মোলেই দফা রফা,
    এককালে সব ফুরয়ে যাবে।
যখন আসবে শমন, করবে দমন,
    কি বলে তায় বুঝাইবে?
বুঝি "হুট" বলে, "বুট" পায়ে দিয়ে,
    "চুরুট" ফুঁকে স্বর্গে যাবে।
    ঘোর পাপে ভরা, হল ধরা,
    রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে।
তার নীলকরেরদের মেজেস্টরি,
    কেমন করে ধর্ম্মে সবে?
ও ভাই! ততো দিন তো খেতে হবে,
    যত দিন এ দেহ রবে।
এখন কেমন করে পেট চালাবো,
    মরে গেলেম ভেবে ভেবে।
    রোজ অষ্ট প্রহর কষ্ট ভুগে,
    ভাতে পোড়া জোড়ে সবে।

তায় তেল জোড়ে তো নুন জোড়ে না,
কেঁদে মরি হাহা রবে।
যে চিরটা কাল মাছ খেয়েছে,
কেমনে সে শুকনো খাবে?
মরি মেগে মেগে, • •
মাছ বিনে প্রাণ বেরিয়ে যাবে।
এই সবে কলির সন্ধ্যা রে ভাই!
কতক্ষণে রাত পোয়াবে?
হল নিরামিষে শরীর শুদ্ধ,
আমিষের মুখ দেখব কবে?
ওরে "উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ"
এই ব্যবস্থা ধরি সবে।
এস "অক্ষয় দত্তে" গুরু কেড়ে,
"বাহ্য বস্তু" পড়ি তবে।
যত জাত কুটুম্ব বেয়ারা হয়ে,
খাটে করে ঘাটে লবে।
দেশের কর্তা যত কালা হলেন,
কান পাতেন না কান্না রবে।
গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করি,
বিলাতধামে চল সবে॥

দ্বিতীয় গীত
বাউলের সুর
রাগিণী ভৈরবী
তাল পোস্তা

ওগো মা, ভিক্টোরিয়া, কর্‌গো মানা,
কর্‌গো মানা।
যত তোর রাঙা ছেলে, আর যেন মা!
চোখ রাঙে না, চোখ রাঙে না॥
প্রজা লোকের জাতি ধর্মে,
কেহ যেন জোর করে না।
যেন সেই প্রতিজ্ঞা বজায় থাকে,
দিয়েছ মা, যে ঘোষণা।
ওমা, জাতিভেদে, ভজন সাধন,
ধর্মমতে আরাধনা।
মহা অমূল্য ধন, ধর্মরতন,
এমন ধন তো আর পাব না।

যত মিশনরি এ দেশেতে,
এসে করে কি কারখানা।
তারা ঈশুমন্ত্র কানে ফুঁকে,
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণা!
ফেরে হাটে, ঘাটে, বাটে, মাঠে,
নানা ঠাটে, ফন্দি নানা।
বলে দিশি কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা,
ঈশুখ্রীষ্ট কর ভজনা!
ওমা হেদো বনে কেঁদো চবে,
তার ভয়েতে প্রাণ বাঁচে না।
তার পাশে "হুমো" হুতুমথুমো,
ঘুমো ছেলের জাত রাখে না।
যত সাদা জুজু জোটেবুড়ি,
"ছেলেধরা" প্রতি জনা।
এরা জননীর কোল শূন্য করে,
কেড়ে নিচ্ছে দুধের ছানা।
সদা ধর্ম ধর্ম করে মরে,
ধর্ম-মর্ম কেউ বোঝে না।
হরে পরের ধর্ম, ধর্ম হবে,
এইটি মনে বিবেচনা।
যেন আপন ধর্ম আপনি পালে,
পরের ধর্ম নাশ করে না।
এদের ধর্ম-পথের স্বাধীনতা,
রেখো না মা, আর রেখো না।
কেমন কুহক জানে এরা,
উপদেশে করে কানা।
ওমা বংশ পিণ্ড ধ্বংস করে,
কত ছেলে খেলে খানা।
নয় তোমার অধীন, স্বাধীন এরা,
কেমন করে করবে মানা?
ওমা, আমরা সেটা বুঝতে পারি,
খোট্টা লোকে তা বোঝে না
তুমি সর্বেশ্বরী যদি তাদের,
চোখ রাঙায়ে কর মানা।
তবে টুপি খুলে, আড্ডা তুলে,
পালিয়ে যাবার পথ পাবে না।

নগর কমিশনর যাঁরা
তাঁদের একি বিবেচনা।
একি প্রাণে সহে ষাঁড় দিয়ে মা,
ময়লাফেলার গাড়ি টানা।
ওমা দুগ্ধ বিনে মরি প্রাণে,
হিঁদু লোকের প্রাণ বাঁচে না।
যত সাদা লোকের অত্যাচারে,
গরু বাছুর আর বাঁচে না।
যত দেশের গরু ভুট করেছে,
টেবিল পেতে খেয়ে খানা।
এরা খাড়ি শুদ্ধ দিচ্ছে পেটে,
আস্ত ভগবতীর ছানা।
একে রামে রক্ষে নাইকো,
সুগ্রীম তার হল সেনা।
যত দিশি ছেলে কোপচে উঠে,
চাল চেলেছে সাহেবানা।
কারে কব দুঃখের কথা,
কান পেতে মা কেউ শোনে না।
যারে দেবতা বলে পূজা করি,
তাতেই হল বিড়ম্বনা।
যারা লাঙল চষে, গাড়ি টানে,
করে কত হিত সাধনা।
আর দুগ্ধ দিয়ে জীবন বাঁচায়,
তৃণ খেয়ে প্রাণধারণা।
"গরু তরু" কল্পতরু,
এমন তরু আর হবে না।
ফলে "গরুগাছে" দধি, দুগ্ধ,
সর, নবনী, ঘৃত, ছানা।
মনের দুঃখে বুক ফাটে মা,
বলতে গেলে মুখ ফোটে না।
যে গাছের ফলে সৃষ্টি চলে,
এমন গাছে দিচ্ছে হানা।
ওমা, গোহত্যাটি উঠ্যে দেহ,
অভয় পদে এই বাসনা।
মাগো সকল গরু ফুর‌্যে গেলে,
দুগ্ধ খেতে আর পাব না॥

খাবার দ্রব্য অনেক আছে
তাই নিয়ে মা চলুক খানা।
ওমা এমন তো নয় গরুর মাংস
না খেলে পর প্রাণ বাঁচে না॥
সোনার বাঙাল, করে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,
কানে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা॥
এরা না "হিঁদু" না "মোছোলমান",
ধর্মধনের ধার ধারে না।
নয় "মগ", "ফিরিঙ্গি", বিষম "ধিঙ্গি",
ভিতর বাহির যায় না জানা।
ঘরের ঢেঁকি, কুমির হয়ে,
ঘটায় কত অঘটনা।
এরা নোনা জল, ঢোকালে ঘরে,
আপন হাতে কেটে খানা।
অগাধ বিদ্যার বিদ্যাসাগর,
তরঙ্গ তায় রঙ্গ নানা।
তাতে বিধবাদের "কুলতরী",
অকূলেতে কূল পেলে না।
কূলের তরী থাকলে কূলে,
কূলের ভাবনা আর থাকে না॥
সে যে অকূল-সাগর, দারুণ ডাগর
কালা পানি বড় নোনা।
যখন সাগরে ঢেউ উঠেছিল,
তখনই গিয়েছে জানা॥
এর দফ্‌রা খেয়ে নফ্‌রা যত,
করে বসে কি একখানা।
তখন কর্তারা কেউ শুনলেন না তো,
লক্ষ-লক্ষ হিঁদুর মানা॥
এরা বাঘেরে করিলেন শিকার,
কাঁধে করি ইঁদুর ছানা॥
তদবধি রাজ্যে তোমার,
উঠেছে এক কু-রটনা।
ওমা, আমরা বুঝি মিছে সেটা,
অবোধে প্রবোধ মানে না॥

"কালবিল" কাল্ বিল্ করেছেন,
    ইঁদুর তাতে ঘোর যাতনা।
তুমি ষাঁড়ের বিয়ে তুলে দিয়ে,
    ছিঁড়ে ফেলো আইনখানা॥
ওমা, যে পাপে হোক প্রজা মরে,
    চার টাকা দর, চাল মেলে না।
দেখ অনাহারে, প্রজা মরে,
    না খেয়ে আর প্রাণ বাঁচে না॥
ওমা, যত বাবু, হল কাবু,
    আর চলে না বাবুয়ানা।
যারা আঙুর পেস্তা দিত ফেলে,
    তারা এখন চিবোয় চানা!
বড়মানষী, দূরে থাকুক,
    ভালো করে পেট চলে না।
এখন কেমন করে চড়বে গাড়ি,
    জোটেনাকো ঘোড়ার দানা!
শাসন পালন করেন যাঁরা,
    হলেন তাঁরা কালা কাণা।
ওমা, না খেয়ে সব প্রজা মরে,
    নাইকো সেটি দেখা শোনা।
কত বার মা পড়েছিল,
    দরখাস্ত কত খানা।
বলেন "ফিরি টেরড" বন্ধ করতে,
    কোন কালে কেউ পারে না॥
চেলের বাজার শস্তা কর,
    পূরাও গো মা সব বাসনা।
তবে দুঃখী লোকের আশীর্বাদে,
    আপদ বিপদ আর রবে না॥
শিব সন্তেন করছি তোমার,
    মহামন্ত্র আরাধনা।
আছে মহারথী সেনাপতি,
    ভগবতীর উপাসনা॥
দুর্গানামের দুর্গ গেঁথে,
    রেখেছি মা "সেলেখানা"।
তাতে গুলি গোলা, সকল তোলা,
    ভক্তি অস্ত্র আছে শানা॥

আছে মনশিবিরে সজ্জা করে,
সংখ্যা হয় না কত সেনা।
আছে জোড়া ঘোড়া সত্য, ধর্ম,
উড়ে যাবে ধরে ডেনা॥
এই ভারত কিসে রক্ষা হবে,
ভেবো না মা, সে ভাবনা।
সেই "তাঁতিয়া তোপির" মাথা কেটে,
আমরা ধরে দেব "নানা॥"

ইংরাজি নববর্ষ

চাঁদ ছিল বাণ ধরি, দীপ্তি গেল তার।
বিনিময়ে হয় তথা, পক্ষের সঞ্চার*॥
এই অবনীর করি, কত হিতাহিত।
একান্ন একান্নে ছিল, সবার সহিত॥
নিরন্ন বায়ন্ন দেব, ধরিয়া বিক্রম।
বিলাতীয় শকে আসি করিল আশ্রম॥
খ্রীষ্টমতে নববর্ষ, অতি মনোহর।
প্রেমানন্দে পরিপূর্ণ, যত শ্বেত নর॥
চারু পরিচ্ছদযুক্ত, রম্য কলেবর।
নানা দ্রব্যে সুশোভিত, অট্টালিকা ঘর॥
মানমদে বিবি সব, হইলেন ফ্রেস।
ফেদরের ফোলোরিস ফুটিকাটা ড্রেস॥
শ্বেত পদে শিলিপর, শোভা তায় মাখা।
বিচিত্র বিনোদ বস্ত্রে গলদেশ ঢাকা॥
চিকন চিরুণি চারু, চিকুরের জালে।
ফুলের ফোহারা আসি, পড়িতেছে গালে॥
বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী, মুখে গন্ধ ছুটে।
আহা তায় রোজ রোজ, কত রোজ ফুটে॥
সুপ্রকাশ্য কিবা আস্য, মৃদুহাস্যভরা।
অধরে অমৃত সুধা, প্রেমক্ষুধাহরা॥
গোলাপের দলে বিবি, গড়িয়াছে চিক।
অনঙ্গ ভ্রমররূপে, মাগে তথা ভিক্॥

---

* চাঁদ ১, বাণ ৫, পক্ষ ২।১৮৫১ সালের পর ১৮৫২ সালের নববর্ষ।

মনোলোভা কিবা শোভা, আহা মরি মরি।
রিবিণ উড়িছে কত, ফর্ ফর্ করি॥
ঢল ঢল টল টল, বাঁকা ভাব ধরে।
বিবিজান চলে যান, লবেজান করে॥
ধন্য ধন্য ক্ষুদ্র জীব, ধন্য তুই মাছি।
তোর মতো গুটি দুই, পাখা পেলে বাঁচি॥
সুখে ভাসি শুভ্রকান্তি, দম্পতি হেরিয়া।
ভন্ ভন্ ডাক ছাড়ি, বদন ঘেরিয়া॥
উড়ে গিয়া ফুঁড়ে বসি, বগির উপরে।
সঙ্গে সঙ্গে ছুটে যাই, গিরিজার ঘরে॥
খানার টেবিলে বসি, করি খুব তুল।
এঁটো করা সেরির, গেলাসে দিই হুল॥
কখনো গাউনে বসি, কভু বসি মুখে।
মাঝে মাঝে ভিজে গায়, পাখা নাড়ি সুখে॥
নববর্ষ মহাহর্ষ, ইংরাজটোলায়।
দেখে আসি ওরে মন, আয় আয় আয়॥
শিবের কৈলাসধাম, আছে কত দূর।
কোথায় অমরাবতী, কোথা স্বর্গপুর॥
সাহেবের ঘরে ঘরে, কারিগুরি নানা।
ধরিয়াছে টেবিলেতে, অপরূপ খানা॥
বেরিবেস্ট, সেরিটেস্ট, মেরিরেস্ট যাতে।
আগে ভাগে দেন গিয়া শ্রীমতীর হাতে॥
কট্ কট্ কটাকট্, টক্ টক্ টক্।
ঠুনো, ঠুনো ঠুন্ ঠুন, ঢক্ ঢক্ ঢক্॥
চুপু চুপু চুপ্ চুপ্, চপ্ চপ্ চপ্।
সুপু সুপু সুপ্ সুপ্, সপ্ সপ্ সপ্॥
ঠকাস্ ঠকাস্ ঠক্, ফস্ ফস্ ফস্।
কস্ কস্ টস্ টস্, ঘস্ ঘস্ ঘস্॥
হিপ হিপ হুর্‌রে, ডাকে হোল ক্লাস।
ডিয়ার ম্যাডাম, ইউ টেক দিস গ্লাস॥
সুখের সখের খানা, হলে সমাধান।
তারা রারা রারা রারা, সুমধুর গান॥
গুড়ু গুড়ু গুম গুম, লাফে লাফে তাল।
তারা রারা রারা রারা, লালা লালা লাল॥
আয় লোভ চল যাই, হোটেলের সপে।
এখনি দেখিতে পাবি, কত মজা চপে॥

গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, কত শত কেক।
যত পার কোষে খাও, টেক টেক টেক॥
সেরি চেরি বীর ব্রাণ্ডি, ওই দেখ ভরা।
একবিন্দু পেটে গেলে, ধরা দেখি সরা॥
করি ডিম আলুফিস, ডিসপোরা কাছে।
পেট পুরে খাও লোভ, যত সাধ আছে॥
গোরার দঙ্গলে গিয়া, কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বসো গিয়া, বিবিদের ঘেঁসে॥
রাঙামুখ দেখে বাবা, টেনে লও হ্যাম।
ডোন্ট ক্যার হিন্দুয়ানী, ড্যাম ড্যাম ড্যাম॥
পিঁড়ি পেতে ঝুরোলুসে, মিছে ধরি নেম।
মিসে নাহি মিশ খায়, কিসে হবে ফেম?
শাড়ি পরা এলোচুল, আমাদের মেম।
বেলাক নেটিব লেডি, শেম শেম শেম!
সিন্দুরের বিন্দু সহ, কপালেতে উল্কি।
নসী, জশী, ক্ষেমী, বামী, রামী, শামী, গুল্কি॥
ঘরে থেকে চিরকাল, পায় মহাদুখ।
কখনো দেখে না পর পুরুষের মুখ॥
এইরূপে হিন্দুরামা, শুদ্ধাচার রেখে।
না পায় সুখের আলো, অন্ধকারে থেকে॥
কোথায় নেটিব লেডি, বলি শুন সবে।
পশুর স্বভাবে আর, কত কাল রবে?
ধন্য রে বোতলবাসি, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের, সভ্যতার বল॥
দিশি কৃষ্ণ মানিনেকো, ঋষিকৃষ্ণ জয়।
মেরিদাতা মেরিসুত, ভেরিগুড বয়॥
ঈশ্বর পরম প্রেম, স্পর্শ করে যাকে।
ধর্মাধর্ম ভেদাভেদ, জ্ঞান নাহি থাকে॥
যা থাকে কপালে ভাই, টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ডবের টবে, চ্যাপেলেতে যাব॥
কাঁটা ছুরি কাজ নাই, কেটে যাবে বাবা।
দুই হাতে পেট ভরে, খাব থাবা থাবা॥
পাতরে খাব না ভাত, গো-টু-হেল কালো।
হোটেলে টোটেল নাশ, সে বরং ভালো॥
পুরিবে সকল আশা, ভেবো না রে লোভ।
এখনি সাহেব সেজে, রাখিব না ক্ষোভ॥

বড়দিন

খ্রীষ্টের জনমদিন, বড় দিন নাম।
বহু সুখে পরিপূর্ণ, কলিকাতা ধাম॥
কেরানি, দেয়ান আদি, বড় বড় মেট।
সাহেবের ঘরে ঘরে, পাঠাতেছে ভেট।
ভেটকি কমলা আদি, মিছরি বাদাম।
ভালো দেখে কিনে লয়, দিয়ে ভালো দাম॥
এই পর্বে গোরা সর্বে, সুখী অতিশয়।
বাঙালির বিদিতার্থ, লিখি সমুদয়॥
"কেথলিক" দল সব, প্রেমানন্দে দোলে।
শিশু ঈশু গড়ে দেয়, মেরিমার কোলে।
বিশ্বমাঝে চারুরূপ, দৃশ্য মনোলোভা।
যশোদার কোলে যথা, গোপালের শোভা॥
স্বপ্নযোগে হল গর্ভ, ব্যক্ত এই শেষে।
ঈশ্বরের-পুত্র বলে, পরিচয় দেশে॥
ও গড্ ও গড্ গড্, লেখে বাইবেলে।
ঈশু কি তোমার শিশু, ঔরসের ছেলে?
এ বড় গোপন ভাব, আপন হারায়ে।
বপন করেছে বীজ, স্বপন দেখায়ে!
নিজের বীজের ফল, ঈশু যদি হয়।
দোষের তো নয় তবে, ঘোষের তনয়॥
দিশি কৃষ্ণ, রিসি কৃষ্ণ, এ দেশ ও দেশ।
উভয়ের কার্য আছে, বিশেষ বিশেষ॥
বিলাতের ব্রহ্ম যদি, মেরিমার যাদু।
এ দেশের ব্রহ্ম তবে, যশোদার যাদু॥
খুলিয়া পুরাণ গীতা, ভাবে ঢলে ঢলে।
কব তার সব গুণ, অবতার বলে॥
কুমারীর গর্ভে শিশু, হয়ে অবতার।
করিলেন পৃথিবীর, পাতকী উদ্ধার॥
বিভুরূপে খ্যাত হন, নানারূপ কলে।
ভুলালেন রোম দেশ, কুহকের বলে॥
ধর্মের বিস্তার করি, দেন উপদেশ।
ভূতরূপী ভগবান, ঘুঘু আর মেষ॥
শিষ্যগণ সঙ্গে সদা, যুগি জোলা জেলে।
সবে বলে এই প্রভু, ঈশ্বরের ছেলে॥

নাম জারি করিলেক, চেলা সব ঠাই।
শিষ্টবেশে দেশে দেশে, ফেরেন গোঁসাই।।
পাপী পরিত্রাণ হেতু, করুণানিধান।
জুশের ক্রুশের ঘায়ে, তেজিলেন প্রাণ।।
তদবধি শিষ্যদের, ভক্তির প্রভাব।
প্রভুপ্রেম প্রাপ্ত হয়ে, কতরূপ ভাব।।
সেরূপ খ্রিস্টানগণ, ভাবে ঢল ঢল।
গোরাপ্রেমে মত্ত যথা, নেড়ানেড়ী দল।।
প্রভুর শোণিত মাংস কাল্পনিক করি।
আহারে আহ্লাদ পান, যত মিশনরি।।
টেবিল সাজায়ে সব, ভাবে গদ গদ।
মাংস বলে রুটি খান রক্ত বোলে মদ!
ভুবন করেছে বন্ধ, কুহকের ডোরে।
হায় রে "কুমারীপুত্র" বলিহারি তোরে।।
যে প্রকার খ্রিস্টানের, পূর্ব প্রকরণ।
কেথলিক চার্চে গিয়া, দেখে এস মন।।
দেখিলে তাদের ভাব, রাগে মন রোকে।
ধন্যবাদ দিতে হয়, বঙ্গবাসী লোকে।।
ওল্ড এক টেস্টমেন্ট, গোল্ড তায় বাঁধা।
কোল্ড করে মানুষেরে, লাগাইয়া ধাঁধা।।
রিফরম প্রোটেস্টান্ট, বিশপের দল।
বড়দিন পেয়ে মুখে, হাস্য খল খল।।
মিলিটারি, সিবিল, বণিক আদি যত।
ছুটি পেয়ে ছুটাছুটি, আস্ফালন কত।।
জমকে পোষাক করি, গাড়ি আরোহণে।
চার্চে যান সুরূপসী, শ্রীমতীর সনে।।
বিশপের অগ্রভাগে, ঘাড় হেঁট করি।
ক্ষণ মাত্র অবস্থান, টেস্টমেন্ট ধরি।।
ভজনা হইলে পর, উঠে দেন ছুট।
সহিস বোলাও বগী, ড্যাম ড্যাম হুট্।।
আলয়েতে আগমন, মনের খুশিতে।
অঙ্গুলির অগ্রভাগ, চুষিতে চুষিতে।।
পরস্পর নিমন্ত্রণ, কতরূপ খানা।
টেবিলের উপরেতে, কারিগুরি নানা।।
বেষ্টিত সাহেব সব, বিবিরূপ জালে।
আনন্দের আলাপন, আহারের কালে।।

শক্তি সহ ভক্তিভাবে, খেয়ে মাংস মদ।
হাতে হাতে স্বর্গলাভ, প্রাপ্ত ব্রহ্মপদ॥
রসে মত্ত ছেড়ে তত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব লাভে।
হয়ে প্রীত, নৃত্য গীত, বিপরীত ভাবে॥
রণবেশী মিলিটারি, যত সব গোরা।
মাটে, ঘাটে, হাটে, বাটে, মারিতেছে হোরা॥
হুকুম জাহির করে, দাঁড়িয়া দাঁড়িয়া।
বিবির লিবির ঝাঁক, শিবির গাড়িয়া॥
চোট পাট জোট পাট আয়োজন করে।
শ্রীমতীর শ্রীমুখেতে, আগে দেন ধরে॥
বড় বড় সাহেবেরা, এইরূপ ভোগে।
পেয়েছেন বড় সুখ, বড়দিন যোগে॥
ইচ্ছা করে ধরা পাড়ি, রান্নাঘরে ঢুকে।
কুক হয়ে মুখখানি, লুক করি সুখে॥
বিধাতা যদ্যপি করে, গাড়ির সহিস।
আগে ভাগে ছুটে যাই, পহিস্ পহিস্॥
সাজিয়া কউচ্‌ম্যান, উপরে উঠিয়া।
ঘোড়া জুড়ে উড়ে যাই, জুড়ি হাঁকাইয়া॥
আল্‌দ্রুস্, পিদ্রুস্ আদি, ডিক্রুস্, মেণ্ডিস্।
ডিকোস্টা, ডিরোজা, জোনা, ডিসোজা, গমিস।
জেসু, নেসু, কেসু আর, টেঁসুগণ যত।
ঝাঁকে ঝাঁকে, মহা জাঁকে, চলে শত শত॥
পরে ড্রেস, হন ফ্রেস, দেখা যায় বেড়ে।
বাঁকাভাবে কথা কন, কালামুখ নেড়ে॥
পুঁইখাড়া চিংড়ির, করে তুষ্টিনাশ।
ম্যাম সঙ্গে, নানা রঙ্গে, গরিমা প্রকাশ॥
চুনাগলি অধিবাস, খোলার আলয়।
তাহাতেই কতরূপ, আড়ম্বর হয়॥
ছাড়েন বাঙালি দেখি, বিলাতের বুলি।
লিছু যাও কেলাম্যান, নেটিব বেঙালি॥
জুতা গোড়ে প্রাণ যায়, করে হেই ঢেই।
রূপি বিনা রূপিভাব, কড়ামাত্র নেই॥
বড়দিনে বাবু সেজে, কতরূপ খেই।
জাহাজ হইতে যেন, নামিলেন এই॥
তেঁতুলে-বাগদি যেন, ফিরিঙ্গির ঝাঁক।
বাঁচিনেকো দেখিয়া, তাদের ফোতো জাঁক॥

আনাক্যাস্ট কনবর্ট, গৃহত্যাগী যারা।
কত সুখ যাচিতেছে, নাচিতেছে তারা॥
নীলু, বিলু, কালু, লালু, দলু, ঝলু, হিরু।
গনু, খনু, হনু, তনু, হারু আর ছিরু॥
এদিকে দুঃখের দায়, মনে ঝোলে ফাঁসি।
বাহিরে প্রকাশ করে, চডুকীর হাসি॥
ছেঁড়া পচা কামেজ, তাহার নাই হাথা।
তাই পরে বাবু হন, খালি করে মাথা॥
ভাঙা এক টেবিলেতে, ডিস সাজাইয়া।
ঈশু-ভাবে খানা খান, বাহু বাজাইয়া॥
মনে মনে খেদ বড়, কান্না হয় রেতে।
পরমান্ন পিটাপুলি, নাহি পান খেতে॥
যে সকল বাঙালির, ইংলিশ ফ্যাসন।
বড়দিনে তাঁহাদের, সাহেব ধরন॥
পরস্পর নিমন্ত্রণে, সুখের সঞ্চার।
ইচ্ছাধীন বাগানেতে, আহার বিহার॥
বাবুগণ কাবু নন, নাহি যায় ফ্যালা।
চুপি চুপি, বহুরূপী, লুকাচুরি খ্যালা॥
দিশি সহ বিলাতির, যোগাযোগ নানা।
কত শত আয়োজন, ইয়ারের খানা॥
ফ্রেস-ডিস-ভরা ডিস, মধ্যে ভাতে ভাত।
সে পাত সুপাত নয়, নিপাতের পাত॥
অখিল ভরিয়া সুখে, করে জলসেবা।
যেতে যেতে, মেতে উঠে, খেকে পারে কেবা?
উরি মধ্যে দুঃখিতর, বঙ্গি সব ভেয়ে।
তত্ত্বহত, মত্ত যত, বড়দিন পেয়ে॥
তেড়া হয়ে তুড়ি মারে, টপ্‌পা গীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হয়, পচা শাল চেয়ে॥
কোনোরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটো কাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হন ধেনো গাহে, বেনোজলে নেয়ে॥
"এ, বি" পড়া ডবি ছেলে, প্রতি ঘরে ঘরে।
সাজায়েছে গাঁদা-গাদা, ডেস্কের উপরে॥
পড়েনিকো উচ্চ পাঠ, অন্তে মারে তুড়ি।
তাকায় ওদিগে বটে, পাকায় খিচুড়ি॥
শাসনের ভয়ে নাহি, যায় উপবনে।
পায়েস আয়েস রাখি, তুষ্ট হয় মনে॥

ধনের অভাবে যেই, বড় দীন হয়।
বড়দিন পেয়ে আজ, বড় দীন নয়॥
সাহেবের হুড়াহুড়ি, জাহ্নবীর জলে।
করিতেছে "বোটরেস"সেলের সকলে॥
হায় রে সুখের দিন, শোভা কব কায়?
ইংরাজটোলায় গেলে, নয়ন জুড়ায়॥
প্রতি গেটে গাঁদা-হার, কারিগুরি তাতে।
বিরচিত ছটা চারু, দেবদারু-পাতে॥
হোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয় হিঁদুয়ানি, রাখিব না আর॥
জেতে আর কাজ নাই, ঈশু-গুণ গাই।
খানা সহ নানা সুখে, বিবি যদি পাই॥
চারিদিকে দেখ মন, অতি বেড়ে বেড়ে।
তোতে মোতে থাকি আয়, হিঁদুয়ানি ছেড়ে॥
ছেড়ো না ছেড়ো না আর, বিপরীত বাণী।
থাকো থাকো থাকো বাপু, রাখো হিঁদুয়ানি॥
এবার কি বড়দিন, বড় দিন আছে?
আমোদের কাব্য পাঠ, করি কার কাছে?
কালভেদে কত ভেদ, খেদ করি তাই।
পূর্বকার লেখা ছেপে সকলে দেখাই॥
পরিহাস ছলে ইথে, কাব্য আছে যত।
সে কেবল ব্যঙ্গমাত্র, নহে মনোগত॥
অতএব কেহ তার, ধরিবে না দোষ।
কবিরে করিয়া কৃপা, হও আশুতোষ॥

পৌষ-পার্বণ

সুখের শিশির কাল, সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গভরা॥
ধনুর তনুর শেষ, মকরের যোগ।
সন্ধিক্ষণে তিন দিন, মহা সুখ ভোগ।
মকর সংক্রান্তি স্নানে, জন্মে মহাফল।
মকর মিতিন সই, চল্ চল্ চল্॥
সারানিশি জাগিয়াছি, দেখ সব বাসি।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজল, অঙ্গ ধুয়ে আসি॥

অতি ভোরে ফুল নিয়ে গিয়াছেন মাসি।
একা আমি আসিয়াছি, সঙ্গে লয়ে দাসী॥
এসেছি বাপের কাছে, ছেলে মেয়ে ফেলে।
রাঁধাবাড়া হবে সব, আমি নেয়ে এলে॥
ঘোর জাঁক বাজে শাঁক, যত সব রামা।
কুটিছে তণ্ডুল সুখে, করি ধামা ধামা॥
বাউনি আউনি ঝাড়া, পোড়া আখ্যা আর।
মেয়েদের নব শাস্ত্র, অশেষ প্রকার॥
তুক্ তাক্ মন্ত্রতন্ত্র, কতরূপ খ্যাল্।
পাঁদাড়ে ফুলিচে শ্যাল্, শ্যাল্ শ্যাল্ শ্যাল্॥
খোলায় পিটুলি দেন, হয়ে অতি শুচি।
ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হয়, ঢাকা দেন মুচি॥
উনুনে ছাউনি করি, বাউনি বাঁধিয়া।
চাউনি কর্তার পানে, কাঁদুনি কাঁদিয়া॥
চেয়ে দেখ সংসারেতে, কতগুলি ছেলে।
বল দেখি কি হইবে, নয় রেখ্ চেলে?
ক্ষুদকুঁড়া গুঁড়া করি, কুটিলাম ঢেঁকি।
কেমন চালাই সব, তুমি হলে ঢেঁকি।
আড় করি পাড় দিতে, সিকি গেল গড়ে।
লেখা করি নাহি হয়, আদ্ পোয়া গড়ে॥
ছাঁই করে রাখিলাম, অর্ধভাগ কেটে।
হাতে হাতে গেল তিল, তিল তিল বেটে॥
ঝোলাগুড় তোলা ছিল, শিকের উপরে।
তোলা তোলা খেতে দিয়া ফুরাইল ঘরে॥
পোয়া কাঁচ্চা কি করিবে, নহে এক মণ।
বাড়ির লোকের তাহে, নহে এক মন॥
একমনে খায় যদি, আদ মণে সারি।
একমনে না খাইলে, দশ মণে হারি॥
ভাঙামণে পুরোমণ, মন যদি খোলে।
পুরোমণে কি হইবে, ভাঙামন হলে॥
তুমি ভাব ঘরে আছে, কত মণ তোলা।
জান না কি ঘরে আছে, কত মন তোলা?
কারে বা কহিব আর, বোঝা হল দায়।
খুলে দিলে, মন কিহে, তুলে রাখা যায়?
বিষম দুরন্ত ওটা, মেজোবোর ব্যাটা।
কোনোমতে শুনেনাকো, ছোঁড়া বড় ঠ্যাটা॥

না দিলে, ধমক দেয়, দুই চক্ষু রেঙে।
ঘটি বাটি হাঁড়ি কুঁড়ি, সব ফ্যালে ভেঙে॥
পুলি সব উঠে গেল, কিছু নাই ছাঁই।
নারিকেল তেল গুড়, ফের সব চাই॥
অদৃষ্টের দোষ সব, মিছে দেই গালি।
চর্বণে উঠিয়া গেল, পার্বণের চালি॥
আমি লই মোটা চাল, সরু চেলে চেলে।
বুঝিতে না পারি তুমি, চল কোন্ চেলে॥
ও বাড়ির মেয়েদের, বলিয়াছি খেতে।
নূতন জামাই আজ, আসিবেন রেতে॥
তোমার কি ঘর পানে, কিছু নাই টান।
হাবাতের হাতে যায় অভাগীর প্রাণ॥
কি বলিব বাপ মায়, কেন দিলে বিয়ে।
এক দিন সুখ নাই, ঘরকন্না নিয়ে॥
কোনো দিন না করিলে, সংসারের ক্রিয়ে।
দিবানিশি ফেরো শুধু, গোঁপে তেল দিয়ে॥
সবে মাত্র দুই গাছা খাড়ু ছিল হাতে।
তাহাও দিয়াছি বাঁধা, মেয়েটির ভাতে॥
সুদে সুদে বেড়ে গেল, কে করে খালাস?
বাঁচিবার সাধ নাই, মলেই খালাস॥
রাত্রিদিন খেটে মরি, এক সন্ধ্যা খেয়ে।
এত জ্বালা সহ্য করি, আমি যাই মেয়ে॥
এইরূপ প্রতি ঘরে, দৃশ্য মনোহর।
গিন্নির কাঁড়ুনী হয়, কর্তার উপর॥
মাগীদের নাহি আর, তিন রাত্রি ঘুম।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি, রন্ধনের ধুম॥
সাবকাশ নাই মাত্র, এলোচুল বাঁধে।
ডাল ঝোল মাচ ভাত, রাশি রাশি রাঁধে॥
কত তার কাঁচা থাকে, কত যায় পুড়ে।
সাধে রাঁধে পরমান্ন নলেনের গুড়ে॥
বধূর রন্ধনে যদি, যায় তাহা এঁকে।
শাশুড়ি ননদ কত, কথা কয় বেঁকে॥
হ্যালো বউ, কি করিলি, দেখে মন চটে।
এই রান্না শিখেছিস, মায়ের নিকটে?
সাতজন্ম ভাত বিনা, যদি মরি দুখে।
তথাচ এমন রান্না, নাহি দিই মুখে॥

বধূর মধুর ধ্বনি, মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায়, চক্ষু ছল ছল॥
আহা তার হাহাকার, বুঝিবার নয়।
ফুটিতে না পারে কিছু মনে মনে রয়॥
ভাগ্যফলে রান্না সব, ভালো হয় যাঁর।
ঠ্যাকারেতে মাটিতে পা, নাহি পড়ে তাঁর॥
হাসি হাসি মুখখানি, অপরূপ আড়া।
বেঁকে বেঁকে যান গিন্নী, দিয়ে নথ নাড়া॥
হ্যাঁগা দিদি এই শাক, রাঁধিয়াছি রেতে।
মাথা খাও সত্যি বল, ভালো লাগে খেতে॥
দিব্বি দিস কেন বোন, হেন কথা কয়ে?
ষাট্ ষাট্ বেঁচে থাক, জন্মএয়ো হয়ে॥
পুরুষেরা ভালো সব, বলিয়াছে খেয়ে।
ভালো রান্না রেঁধেছিস ধন্য তুই মেয়ে॥
এইরূপ ধুমধাম প্রতি ঘরে ঘরে।
নানা মতো অনুষ্ঠান, আহারের তরে॥
তাজা তাজা ভাজাপুলি, ভেজে ভেজে তোলে।
সারি সারি হাঁড়ি হাঁড়ি, কাঁড়ি করে কোলে॥
কেহ-বা পিটুলি মাখে, কেহ কাই গোলে।

*   *   *

আলু তিল গুড় ক্ষীর নারিকেল আর।
গড়িতেছে পিটেপুলি, অশেষ প্রকার॥
বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ, কুটুম্বের মেলা।
হায় হায় দেশাচার, ধন্য তোর খেলা॥
কামিনী যামিনীযোগে, শয়নের ঘরে।
স্বামীর খাবার দ্রব্য, আয়োজন করে॥
আদরে খাওয়াবে সব, মনে সাধ আছে।
ঘেঁসে ঘেঁসে বসে গিয়া, আসনের কাছে॥
মাথা খাও, খাও বলি, পাতে দেয় পিটে।
না খাইলে বাঁকামুখে, পিটে দেয় পিটে॥
আকুলি বিকুলি কত, চুকুলির লাগি।
চুকুলি গড়িয়া হন, চুকুলির ভাগী॥
প্রাণে আর নাহি সয়, ননদের জ্বালা।
বিষমাখা বাক্যবাণে, কান হল কালা॥
মেজো বউ মন্দ নয়, সেই গোড়ে গোড়।
কুমারের পোনে যেন, পোড়ে পোড়ে পোড়॥

মনোদুখে প্রাতে আজ, কুটি নাই থোড়।
এখনো রয়েছে তাই, কোন্দলের তোড়॥
শাশুড়ি আলাদা রেখে, ছাঁই তিন হাঁড়ি।
চুপি চুপি পাঠালেন, কন্যাটির বাড়ি॥
ঠাকুঝির ছেলেগুলো, খায় ঠেসে ঠেসে।
আমার গোপাল যেন, আসিয়াছে ভেসে॥
মরি মরি ষাট্ ষাট্, কেঁদেছিল রেতে।
বাছা মোর পেটপুরে, নাহি পায় খেতে॥
শক্তিভক্তিপরায়ণ, হন যেই নর।
তখনি এ-সব বাক্যে, ভেঙে দেন ঘর॥
উপাদেয় দ্রব্য সব, গড়িয়াছে চেলে।
সদ্য হয় কর্ম শেষ, গোটা দুই খেলে॥
কামিনী-কুহকে পড়ি, খায় যেই ভাবা।
নিজে সেই হাবা নয়, হাবা তার বাবা॥
বুকে পিটে গুড়পিটে, গুড় পিটে গড়ে।
হিঁদুর দেবতা সম, ঠাট তার ধড়ে॥
ভিতরে পুরিয়া ছাঁই, আলু দেয় ঢাকা।

* * *

লোভ নাহি থেমে থাকে, খাই তাই চোটে
পিটে পুলি পেটে যেন, ছিটে গুলি ফোটে॥
পায়েস পিটুলি দিয়া, করিয়াছে চুসি।
গৃহিণীর অনুরাগে, শুষ্ক তাই চুষি॥
যুবো সব সুবো প্রায় থুবো নাহি নড়ে।
কাছে বসে খায় কোষে, রোষে নাহি পড়ে॥
ধন্য ধন্য পল্লীগ্রাম, ধন্য সব লোক।
কাহনের হিসাবেতে, আহারের ঝোঁক॥
প্রবাসী পুরুষ যত পোষড়ার রবে।
ছুটি নিয়া ছুটাছুটি, বাড়ি এসে সবে॥
শহরের কেনা দ্রব্যে, বেড়ে যায় জাঁক।
বাড়ি বাড়ি নিমন্ত্রণ, মেয়েদের ডাক॥
কর্তাদের গালগল্প, গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়ি প্রায়, ভুঁড়ি এলাইয়া॥
দুই পার্শ্বে পরিজন, মধ্যে বুড়া বসে।
চিটে গুড় ছিটে দিয়ে, পিটে খান কোষে॥

তরুণী রমণী যত, একত্র হইয়া।
তামাশা করিছে সুখে, জামাই লইয়া॥
আহারের দ্রব্য লয়ে কৌশল কৌতুক।
মাজে মাজে হাস্যরবে, সুখের যৌতুক॥

পৌষপার্বণ (২)

রাগিনী আড়ানাবাহার
—তাল আড়াখেমটা

এবারে বছরকার দিন, কপালে ভাই,
জুটলোনাকো পুলি পিটে।
যে মাগ্‌গিব বাজার, হাজার হাজার,
মোর্তেছে লোক, কপাল পিটে।
ভাত না পেয়ে উদর ভরে,
কত দুঃখী গেল মরে,
চেলের বাজার সস্তা করে,
দেয় না রাজা ঢেঁড়া পিটে॥
ঘরে হাঁড়ি ঠন্‌ঠনাস্তি,
মশা মাচি ভন্‌ভনাস্তি,
শীতে শরীর কন্‌কনাস্তি,
একটু কাপড় নাইকো পিটে॥
দারা পুত্র হন্‌হনাস্তি,
অস্তি, নাস্তি, ন জানস্তি,
দিবে-রাত্রি খেতে চাস্তি,
আমি ব্যাটা মরি খেটে॥
আদপেটা ভাত কদিন খাব,
দু-দিনেই তো মরে যাব,
পেটের জ্বালায় জ্বলে বুঝি
বেচতে হল কোটা ভিটে॥
ভিটে গেলে যথা তথা,
'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা',
রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ
কাঁদ্দে হবে বসে ঘাটে॥

ফস্কে গেল, 'আস্কে' খাওয়া,
'চেলে'র পানে যায় না চাওয়া
তিল নারকেল, তেলের দাওয়া
টাকায় দু-খান নাগড়ি চিটে॥
গিন্নি মাগীর বদন বাঁকা,
হাতে মাত্র দু-গাছ্ শাঁকা,
সময়ে না পেলে টাকা,
কপাল ভাঙে আস্ত ইঁটে॥
রুক্ষু হাতে গিয়ে ঘরে,
কাছেতে দাঁড়ালে পরে,
'ড্যাকরা বুড়ো ন্যাকড়া করিস'
বলে দেবে খ্যাংড়া পিটে॥
পৌষপার্বণ গেল সাদা,
হলনাকো বাঁউনি বাঁদা
ঘরে বসে মিছে কাঁদা,
মলেই যাবে সকল মিটে॥
যার কাছে যাই মাথা খোঁড়ে,
দুটো পয়সা নাহি জোড়ে,
পায়ে গেল জামড়ো পড়ে,
বাড়ি-বাড়ি হেঁটে-হেঁটে॥
জ্ঞাত্কুটুম্ব দুঃখে মরে,
চাল কোটা নাই কারো ঘরে,
ঢেঁকির পাড়ে ঢেঁকি হয়ে
মরে কেবল মাথা কুটে॥
মেয়েগুলো বেঁধে খোঁপা,
তবু মুখে করে চোপা,
পুরুষগুলো তাদের কাছে,
পারেনাকো কথায় এঁটে॥
রান্নাঘরে কান্নাকাটি
তথাচ না বাক্যে আঁটি,
একেবারে হলেম মাটি,
কাঁদিয়ে দিলে কথার চোটে॥
ভিক্ষে করি চুরি করি,
ঘাড়ে বোঝা বয়ে মরি,
খাবার কুমির কেবল তারা,
তাদের তো না * *।

কাঁসারি পসারি কত,
ছুতোর ধোবা 'মামা' যত
ধোপা খাচ্চে রাজার মতো,
দিয়ে নূতন গুড়ের সিটে॥
নিত্তি আনে নূতন কড়ি,
ভেটকি মাচে, কুমড়োবড়ি,
জ্ঞাত্‌কুটুম্ব ছড়াছড়ি,
গড়াগড়ি দিচ্ছে গেটে॥
তাজা ভাজাপুলি দিয়ে,
আয়েস পুরে পায়েস খেয়ে,
হেঁকুর হেঁকুর, ঢেঁকুর তুলে,
শুচ্ছে সুখে ছাপর খাটে॥
জন্ম পেয়ে ভদ্রজেতে,
কার কাছে না পারি যেতে,
বিষ হারানো ঢোঁড়ার মতো,
অভিমানে মরি ফেটে॥
পেট পুড়ে যায় অনাহারে,
ফুটে নাহি বলি কারে,
ধ্যান করে সেই বিধাতারে,
লুকিয়ে কাঁদি এসে মাটে॥
মাজে মাজে উপবাসী,
পোড়ার মুখে তবু হাসি,
বেড়াই যেন খোদার খাসি,
দিবানিশি হাটেবাটে॥
হাসিও পায়, কান্না ধরে,
এবারে ভাই অনেক ঘরে,
বউ, শ্বাশুড়ি, ননদ ভেজের,
চুক্‌লি করা গেল উঠে॥
পূবের বাড়ির সেজোদাদা,
দু-খান গয়না দিয়ে বাঁধা,
এনে দিলেন কিছু কিছু,
ধামা নিয়ে গিয়ে হাটে॥
তাই দেখে 'বউ' রেগে মরে,
কোন কিছু থাকলে ঘরে,
বেচে খেতেম, বাঁধা দিতেম,
শোধ যেত শেষ খেটে খুটে॥

যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে,
বেড়িয়ে এলেম তাদের কাছে,
নানা মতো গড়ে তারা,
খাচ্চে সবাই বেঁটে চেটে॥
মুখের পানে ছিলেম চেয়ে,
'দুখান একখান যাও না খেয়ে',
একটি বারও এমন কথা,
বললে না কেউ মুখটি ফুটে॥
হলে পরে মুচি হাঁড়ি,
গিয়ে সব বাবুর বাড়ি,
সাপুর সুপুর জুব্‌ড়ে দাড়ি,
মেরে দিতেম পাৎড়া চেটে॥
বামুনবাড়ি গেলে পরে,
ডেকে না জিজ্ঞাসা করে,
শহর শুদ্ধ ঘরে ঘরে
বেড়িয়ে এলেম ঘুঁটে ঘেঁটে॥
পাতের এঁটো যাহা ছিল,
একটি বামুন দিয়েছিল,
ঘাঁটা ঘোঁটা কাঁটা চাটা,
খেয়ে গেল বমি উঠে॥
ডেকে নিয়ে সমাদরে,
শ্রদ্ধা করে দিলে পরে,
এঁটে উঁটে খেবড়ে বসে,
পেটে পুরি সেঁটে সুঁটে॥
যদি আনি মেগে পেতে,
পেট ভরে পাব না খেতে,
মিছে কেবল গন্ধ করা,
মুখে দিয়ে একটু ছিটে॥
দেখতে পেলে চৌকিদারে,
ধরে দিবে কারাগারে,
নইলে ঢুকে ওদের ঘরে,
আনতে যেতাম লুটেপুটে॥
শান্ত্রী খাড়া রাজার বাড়ি,
গেলে পরে মারে বাড়ি,
ধাক্কা খেয়ে অক্কা পেয়ে
যেতে হবে কলের ঘাটে॥

এ পাড়ার কর্তা বুড়ো,
নিত্তি মারেন পাঁটার মুড়ো,
খুড়ো আমার ভাইপো বলে
একটি দিন না দিলেন বেঁটে॥
দয়ালবাবু কোথায় আছে,
পূরে আশা গেলে কাছে,
দয়াল নয় সব কয়াল বাবু
হাড়ে টোকো মুখে মিঠে॥
গোরাচাঁদের মেলায় যাব
মেলায় গেলেই হেলায় পাব
দুঃখী দেখে দয়া করে,
অমনি দেবে চিটি কেটে॥
পূজা করে ভক্তি ভরে
পূজা করায় ঘরে ঘরে,
দুশো, পাঁশ্শো, সাতশো, হাজার,
কত দিলে লিখে চিটে॥
এমন দাতা আছে কেবা,
সুখে করায় উদর সেবা,
পিটে পুলির ছিটে গুলি,
মারবে কসে আমার পেটে॥
ভালো ঘরে জন্ম লয়ে
একেবারে গেলাম বয়ে,
দিন-মজুরি খেটে খেতেম
হলে পরে নগ্দা মুটে॥
শুনে ছেঁকছেঁকানি শব্দ কানে,
তবু কতক বাঁচি প্রাণে,
কেবল ভেক্ভেকানি সার হয়েছে,
কার কাছে বলব ফুটে॥
নিমন্ত্রণে যাচ্ছে যারা,
আমার হয়ে খাবে তারা,
মনকে আমি প্রবোধ দেব,
হাত বুলায়ে তাদের পেটে॥

দুর্গা পূজা

ধর্ম হেতু কর্মযোগে পৌত্তলিক পূজা।
নির্মাণ করহ সুখে দেবী দশভূজা॥
প্রথমত মৃত্তিকায় প্রতিমা করিয়া।
অর্চনা করহ যাঁরে ঈশ্বর স্মরিয়া॥
অন্তরে অচলা ভক্তি করিয়া ধারণ।
ধূপ দীপ দেহ যারে মুক্তির কারণ॥
নিজমতে শাস্ত্রমত করিয়া খণ্ডন।
তাঁর কাছে কর কেন ম্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ॥
পূজাস্থলে বিপরীত আয়োজন নানা।
মন্দিরের মধ্যভাগে কেন দেহখানা॥
ধর্মমতে পাপকর্ম মনেতে জানিয়া।
মিছে জাঁক কেন কর সাহেব আনিয়া॥
হায় হায় মিছে খেদ মর্ম হয় ভেদ॥
হিন্দুমতে পূজা করি নষ্ট কর বেদ॥
পূজাস্থলে কালীকৃষ্ণ শিবকৃষ্ণ যথা।
ঈশুকৃষ্ণ নিবেদিত মদ্য কেন তথা॥
রাখ মতি রাধাকান্ত রাধাকান্ত পদে।
দেবী পূজা করি কেন টাকা ছাড় মদে॥
বিকট প্রকট ভঙ্গি ধর্ম সব গায়ে।
দেবীর সমীপে আছ তা দিয়া পায়ে॥
ভবানী ভাবিয়া যাঁর ভাবনা প্রকট।
ভাঁড়ে মা ভবানী কেন তাহার নিকট॥
ভবানী কোথায় আছ ধর্ম সত্য নিয়া।
তোমার সাক্ষাতে হয় এই সব দিয়া॥
পূজা করি মনে মনে ভাব এই ভাবে।
সাহেবে খাইলে মন মুক্তি পদ পাবে॥
যতনে প্রণয়ে আন আপনার পুরি।
সে নয় প্রণয় শুধু প্রণয়ের ছুরি॥
যতক্ষণ বর্ত্তমান মর্ত্তমান খেয়ে।
ততক্ষণ থাকে বটে প্রেম গুণ গেয়ে॥
মুখ মুছে যায় শেষ বিদায় হইয়া।
ফুলিস্ ফুলিস্ ড্যাম্ নিগার বলিয়া॥
অতএব নৃপগণ এই নিবেদন।
পূজায় করো না আর ম্লেচ্ছ নিমন্ত্রণ॥

বর্ষায় লোকের অবস্থা

রান্নাঘরে কান্নাকাটি, ভিজে কাট ভিজে মাটি,
কোনোমতে নাহি জ্বলে চুলো।
নাকে চোকে জল সরে, সেই দণ্ডে ইচ্ছা করে,
চুলোশুদ্ধ চোলে যায় চুলো॥
ধনির সুখের ধ্বনি, নিয়ত নিকটে ধনী,
নাহি মাত্র মনের বিকার।
ভালো গাড়ি, ভালো বাড়ি, প্রতি হাতে মারে আড়ি,
মনোমত আহার বিহার॥
স্থিরভোগে স্থিরবুদ্ধি, স্থির যোগে স্থির শুদ্ধি,
পাত্রে-পাত্রে পাত্রের বিচার।
সদা তায় সদাচার, আচারে কি কদাচার,
লোকাচারে মিছে ব্যভিচার॥
দীন তাহা কোথা পান, শুধুমাত্র জলপান,
তুড়ি সার মুড়ি নাই মুখে।
টাকা বিনে হতবুদ্ধি, কিসে বল হবে শুদ্ধি,
ঘাস কাটি ধান বোনে ঢুকে॥
বিদেশী ধর্ম্মের ষাঁড়, ভরসা কেবল ভাঁড়,
ভাগ্য দোষে তাও যায় ভেঙে।
বহু রাত্রে পেয়ে ছুটি, ছুটে আসে ছেড়ে কুটী,
চৌকিদার ধরে চক্ষু রেঙে।
যত সব বিলসাধা, সকল শরীরে কাদা,
জামা পাগ ভিজিল উদকে।
বহুকেলে ছেঁড়া জুতা, পাইয়া বৃষ্টির ছুতা,
একেবারে উঠিল মস্তকে॥
আমরা টোলের ছাত্র, নাহি জানি পাত্রাপাত্র,
জানি শুদ্ধ এক মাত্র পাঠ।
বাবুদের গেয়ে গুণ নাহি মাচ তেল নুন,
ভট্টাচার্য দেন চাল কাট॥
মরি এই বাদলায়, কেহ নাহি বাদলায়,
পুঁতি পাঁতি সব যায় ভেসে।
তিন মাস রুদ্ধপাঠ, ফিরে হাট ঘাট মাঠ,
দেখে শুনে মরি হেসে হেসে॥
আমাদের সৃষ্টিধর, চিরজীবি অড়হর,
আদসিদ্ধ তাই হয় পাক।

পৈত্রিক সম্পত্তি বাদা, তাহার চিংড়ি দাদা,
তাহে যুক্ত করি নটে শাক॥
দুই সন্ধ্যা তাই খাই, মাঝে মাঝে গীত গাই,
ধোবা বেটা ঘটায় প্রমাদ।
রাত্রিকালে হাত বুকে, নিদ্রা যাই মহাসুখে,
মিত্রজরে করি আশীর্বাদ॥
বরষা তোমার গুণ, কি কহিব পুনঃ পুনঃ,
বারিবাক্যে চরাচর ভাসে।
কি আর তোমার ব্যঙ্গ, দোসর হয়েছে ব্যঙ্গ,
দেখে রঙ্গ রাঢ় বঙ্গ হাসে॥
আমরা বিপ্রের পুত্র, ধরিয়াছি যজ্ঞসূত্র,
শুন ওহে ঋতুরাজ বাপা।
জাতিধর্মে ভিক্ষা করি, প্রাণে হেন নাহি মরি,
চাল ভেঙে পড়ে ঘর চাপা॥

ছুটি

শুনিয়া ছুটির কথা কুঠিয়াল যত।
গালে হাত চিৎপাত প্রাণ ওষ্ঠাগত।
বিশেষত দূরবাসী পাড়াগেঁয়ে যারা।
দমফেটে সারা হয় মারা যায় তারা॥
ধরিয়াছে ছটাফটি যায় মাত্র কুঠি।
বারোমাস কষ্ট ভুগে অষ্ট দিন ছুটি॥
বাটি আসা আশা মনে কত দিন জাগে।
পুরাবে মনের সাধ কত অনুরাগে॥
কে করে বাজার হাট মুখে নাই রব।
আটদিন ছুটি শুনে কাঠ হল সব॥
পড়িল মাথায় বাড়ি বাড়ির ব্যাপারে।
আর কারো বাড়ি নাই কর্মী একেবারে॥
চোখে দেখে অন্ধকার হারাইল দিশে।
যেতে যেতে আশা যায় আসা যায় কিসে॥
যাব বটে রকনাকো পূরিবে না আশা।
শ্রীপদে প্রণামী দিয়া শুধুমুখে আসা॥
কারো কারো ভাগ্যে হবে মিছে ছুটাছুটি।
যেতে যেতে পথে পথে ছুটে যাবে ছুটি॥

নাহি রবে প্রবাসে নিবাসে নহে যোগ।
হরিশচন্দ্র রাজার যেমন স্বর্গভোগ।।
দেবতা ব্রাহ্মণ মেনে হয় লুটালুটি।
কুঠি গিয়া দুঃখে করে মাথা কুটাকুটি।।
একদৃষ্টে আছে কেহ নয়ন মেলিয়া।
থেকে থেকে হাঁপ ছাড়ে নিশ্বাস ফেলিয়া।।
কেহ বলে বাপ কত করিয়াছি পাপ।
সর্বনাশ হোক বলে কেহ দেয় শাপ।।
কলমের সহ নাহি যোগ করে কালি।
ভেবে ভেবে কালি হয় বলে কোথা কালি।।
হায় হায় এই ভাগ্যে ছিল কি আমার।
ওমা দুর্গে ঘোর দুর্গে ফেলিলে এবার।।
তোমার পূজার কালে ঘটিল প্রমাদ।
বিফল হইল সব বছরের সাধ।।
তবে বল দয়াময়ী বেঁচে কিবা সুখ?
দেখিতে পাব না আর স্ত্রী-পুত্রের মুখ।।
বুঝিতে না পারি কিছু বিশেষ কারণ।।
কঠিন করিলে কেন কোম্পানির মন।
বিলাতি বণিক যত এতে নয় মেল।
মেল মেল বলে সবে করেছে বেমেল।।
সে মেলে সে মেলে কি না আসে যে ফিমেল
মেল হয়ে এবার কি পাব না ফিমেল?
ফিমেল রাজ্যের কর্ত্রী এই দেশ তাঁর।
অতএব মেলের কি ধারি বল ধার?
কেহ বলে মেলের কি দোষ আছে তাতে।
পড়েছে রাজ্যের ভার পিসিমার হাতে।।
সাহস ভরসা নাই দৃশ্য বটে নর।
কোনোদিকে ছোটো নন, ছোটো গবানর।।
ছোটো বড়ো দুই তুল্য কেহ নয় লঘু।
একজন বনবিবি আর জন ঘুঘু।।
কেহ কয় শুন ভাই আমার বচন।
বড়ো বড়ো শ্বেতকান্তি আছে যত জন।।
তাদের নিকটে গিয়া করি নিবেদন।
তবেই হইবে গ্রাহ্য এই আবেদন।।
চেষ্টায় দেখিতে হয় যেমন বিহিত।
দেবী যদি দিন দেন হয়ে যাবে জিত।।

আর জন বলে ভাই এরূপে কি পারিবি?
যেয়ো না রে বাপ বাপ সেখানেতে হারবি॥
আপনি মরিবি প্রাণে আমাদের মারবি।
চাকরির দফাটি কি একেবারে সারবি?
কাঁচা-খেকো বোঁচা সেটা কাছে যেতে নারবি
হারবি রে হারবি রে, হারবি রে হারবি॥
কেহ বলে হারবি কি হারবি ধরিনে।
"ডরিনে" ডরিনে আমি "ডরিনে" ডরিনে॥
ডালহৌসি তারে বলে ডালে হৌস যার।
কতদিকে কত আছে ডালপালা তার॥
এ ডাল ও ডাল দেখ যত ডাল আছে।
কলমে কলম মাত্র মূল রাখে গাছে॥
অমূল বুঝিয়া যদি মূল যায় ধরা।
ধরা ঘাৎ বাজিমাত ধরা আছে ধরা॥
কথোপকথন কত এরূপ প্রকার।
হেনকালে পাইল সঠিক সমাচার॥
শ্রীগোপাল পক্ষ হয়ে পক্ষ লক্ষ করি।
করিল বিপক্ষ জয় এক পক্ষ ধরি॥
এক পক্ষ ছুটি পেয়ে দূরে গেল ধাঁদা।
শুক্ল পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষে শাদা॥
আশার অতীত লাভ এমন কি হয়।
হয় নাই হইবে না হইবার নয়॥
আশীর্বাদ করে সবে মুক্তমুখে কয়।
জয় জয় জয় রামগোপালের জয়॥

স্নানযাত্রা

গুণে বলি হারি যাই, সাধু সাধু সাধু ভাই,
ধরাবাসী যত ধুতিপরা।
আমাদের এই বঙ্গ, কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ,
নানা রাগ-রঙ্গ-রসভরা॥
বৃষপূর্ণিমার দিবা, অপার আনন্দ কিবা,
মাহেশে সুখের মহামেলা।
স্নানযাত্রা প্রতি বর্ষে, এই দিন মহা হর্ষে,
মেলা পেয়ে করে সবে খেলা॥

কিবা ধনী কিবা দীন, সবার সুখের দিন,
আয়োজন কত দিন আগে।
সবিশেষ দেখি বেশ, ইচ্ছামতো করে বেশ,
যাহার যেমন মনে লাগে॥
বদ্ধ হয়ে আশার্ফাদে, কত ছাঁদে কত সাধে,
গত নিশি করিয়াছে গত।
মুখে আমোদের রব, অধিক আমোদী সব,
বিশেষত ছোটেলোক যত॥
চরণে বিলাতি জুতি, পরিলেন ধোপ্ ধুতি,
হরিলেন পৈতৃক তসর।
চাঁপাতলা শূন্য করি, যান যত নরহরি,
ঘস্ ঘস্ ঘসর্ ঘসর্॥
ঘাটে গিয়া কত চোট, সুখেতে সাজান্ বোট,
বাঁধে ফোঁট তাহার ভিতর।
দলে দলে গলাগলি, দলে দলে দলাদলি,
বলাবলি হয় পরস্পর॥
ধুতির কিনারা কালা, গলায় পরিয়া মালা,
রোঘোখেকো রোঘো সব সাজে।
চুল করে প্যানচিট, হয় ফিট কত চিট,
মাঝে মাঝে চিট তার মাঝে॥
একমাত্র, * * জলধর প্রেমছাত্র,
শত শত আছে তাই ঘেরে।
রঙ্গিণীর ঘোর ঘটা, হেরিয়ে রূপের ছটা,
লক্ষ্মীপ্রিয় পক্ষী যায় হেরে॥
চোপার কে পারে আর, খোঁপায় ফুলের হার,
কোপায় কথায় হেন কাঠ।
কত হাসে কত ভাষে, ঘুরে ঘুরে চারি পাশে
একা মাগী লাগেয়েছে হাট॥
রঙ্গরস ঠারে ঠারে, সাজায় সাজায় তারে,
পুড়ে মরে দৃষ্টিপোড়া বিষে।
মনে এই দুখ লাগে, পড়িয়াছে নানা তাগে,
গঙ্গালাভ হবে তার কিসে।
যাবার কিঞ্চিৎ আগে, খাবার তল্লাশ লাগে,
আবার কে ভূমে দেয় পদ।
আম্র তুলে কত গণ্ডা, কেহ আনে লুচি মণ্ডা,
মণ্ডা সব ভাবে গদগদ॥

'নোচন্ গিয়াছে ঘর,   নক্ষীর হঁয়েছে জ্বর,
নৌকা চড়ি আমরা সবাই।
নিতাই নারাণ ওই,   নৈতুন ইয়ার কই,
বল্‌সিস নবীন নবাই॥'
এ ওরে ফর্মাস করে,   এক জন রাগভরে,
কহিতেছে করি খচো মচো।
বোতলের করি নাম,   'নড়ওম মোড় নাম,
নল বওয়া নৈবচো নৈবচো॥'
খুলে তরী কত ধুম,   ধুম করে উঠে ধুম,,
দেখে ঘুম করিল শ্রীহরি।
কেহ বলে 'বাবা ভাই,   আমি এক গীত গাই,
নাচ তোরা নাগর নাগরী॥'
আর আর নীচ জাতি,   বাবু হয়ে রাতারাতি,
মাতামাতি করে কত রূপ।
ফুলায়ে বুকের ছাতি,   যেন নবাবের নাতি,
হাতি কিনে হয়ে বসে ভূপ॥
সম্ভব যেমন যার,   ব্যয় করে সে প্রকার
কেহ কেহ শুদ্ধ হন ধারে।
ধোবার আনন্দময়,   পরধনে বাবু হয়,
ভাড়া দিয়া সব কর্ম সারে॥
মাতুল-নন্দন যারা,   ধনের কুবের তারা,
জলে জলে, জলে শোভা পায়।
জলে উপার্জন কত,   সাহা নয় সাহা যত,
সাহালম বাদশার প্রায়॥
হাড়ি মুচি যুগি জোলা,   কত-বা শেখের পোলা,
জাঁকে জাঁকে ঝাঁকে ঝাঁকে চলে।
ঠেলাঠেলি চুলোচুলি,   কাঁকে কাঁকে ঝুলোঝুলি,
লোকারণ্য জলে আর স্থলে।
স্থলে উঠে দেখি চেয়ে,   কত মন্দ কত মেয়ে,
পথ ছেয়ে গান গেয়ে যায়।
আগে পাছে পাকাপাকি,   আঁকাআঁকি তাকাতাকি
ঝাঁকা ঝাঁকি স্থান নাহি পায়॥
এসে বাড়ি যত রাঁড়ি,   কাঁকে করি কেলে হাঁড়ি,
হাতে পাখা কাঁটাল মাথায়।
কথা কয় ইলিবিলি,   মুখেতে পানের খিলি,
গল বয়ে পিক পড়ে গায়॥

ভদ্র যত মন শাদা, পরস্পর করি চাঁদা,
রুচির তরণী লয়ে ভাড়া।
যাহাতে আসক্তি যাঁর, সেই শক্তি সঙ্গে তাঁর,
গরবেতে গোঁপে দেন চাড়া॥
যথাশক্তি শক্তি-সেবা, শক্তি বিনা আছে কেবা,
শক্তি-ভক্তি সকলের সার।
ভক্তিভাবে যত জীব, শক্তি-যোগে হন শিব,
শিব-শক্তি পূজে কেবা আর?
সকলেই ঘোর শাক্ত, কোন ক্রমে নহে ভাক্ত,
সেইরূপ আচার ব্যভার।
সহজে সুখের যোগ, রিপুর পঞ্চম ভোগ,
আদ্য তার করে সহকার॥
* * গায়ে গাটি, তবলার মুখে চাটি,
পরিপাটি খান কষে কষে।
পূর্ণ হল ইচ্ছা যেটা, স্নান আর দেখে কেটা,
স্নান পান এক ঠাঁই বসে॥
লম্পট যুবক যারা, বীচ করে ফেরে তারা,
ধীরে ধীরে তীরে চালে ডিঙে॥
যেখানে * *, সেই খানে গায় সারি,
· কাকের পশ্চাতে যেন ফিঙে।
আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবত ক্ষীণমতি,
কোনোকালে মাহেশ না যাই।
ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিভুর ধ্যান,
ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই॥

কৌলীন্য

মিছা কেন কুল নিয়া কর আঁটা-আঁটি?
এ যে কুল কুল নয় সার মাত্র আটি॥
কুলের গৌরব কর কোন্ অভিমানে?
মূলের হইলে দোষ কেবা তারে মানে?
ঘটকের মুখে শুধু কুলীনের চোপা।
রস নাই যশ কিসে কুল হলে টোপা?
আদর হইত তবে ভাঙিলে অরুচি।
পোকাধরা সোঁকা ভার দেখে যায় রুচি॥

অতএব বৃথা এই কুলের আচার।
ইথে নাহি রক্ষা পায় কুলের আচার॥
কুলের সম্ভ্রম বল করিব কেমনে?
শতেক বিধবা হয় একের মরণে!
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়া করে সেই।
দুধে দাঁত ভাঙে নাই শিশু নাম যার।
পিতামহী সম নারী দারা হয় তার।
নর নারী তুল্য বিনা কিসে মন তোষে?
ব্যভিচার হয় শুদ্ধ এই সব দোষে॥
কুলকর্মে নয় রূপ সুলক্ষণ যাহা।
অবশ্য প্রামাণ্য করি শিরোধার্য তাহা॥
নচেৎ যে কুল তাহা দোষের কারণ।
পাপের গৌরব কেন করিছ ধারণ?
হে বিভু করুণাময় বিনয় আমার।
এ দেশের কুলধর্ম করহ সংহার॥

বিধবাবিবাহ আইন

হিন্দুর বিধবার বিয়া আছে অপ্রচার।
বহুকাল হতে যার নাহি ব্যবহার॥
সে বিষয়ে ক্ষতাক্ষত না করি বিশেষ।
করিলেন একেবারে নিয়ম নির্দেশ॥
শত শত প্রজা তায় ব্যথা পায় প্রাণে।
তাদের আর্দাশ নাহি শুনিলেন কানে॥
গ্রান্ট করি গ্রান্টের সকল অভিলাষ।
কালবিল কাল বিল করিলেন পাস॥
না হইতে শাস্ত্রমতে বিচারের শেষ।
বল করি করিলেন আইন আদেশ॥
যাহাদের ধর্ম এই আর দেশাচার।
পরস্পর তারা আগে করুক বিচার॥
বিধি কি অবিধি তারা ঘরেতে বুঝিবে।
যা হয় উচিত তাই শেষেতে করিবে॥
করিছে আমার ধর্ম আমাতে নির্ভর।
রাজা হয়ে পরধর্মে কেন দেন কর?

আগে ভাগে রাজাদেশ করিতে প্রচার।
এত কেন মাথাব্যথা হইল রাজার?
যদ্যপি বিধান হয় বিধবার বিয়ে।
আপনারা করুক আপন দল নিয়ে॥
যুক্তি আর বিচারেতে যে হয় বিহিত।
দেশেতে চলিত করা তাই তো উচিত॥
অনিয়মে করি একি নিয়মের ছল।
ভূপতি তাহাতে কেন প্রকাশেন বল?
কোলে কাঁকে ছেলে ঝোলে যে সকল রাঁড়ি।
তাহারা সধবা হবে পরে শাখা শাড়ি।
এ বড় হাসির কথা শুনে লাগে ডর।
কেমন কেমন করে মনের ভিতর।
শাস্ত্র নয় যুক্তি নয় হবে কি প্রকারে?
দেশাচারে ব্যবহারে, বাধো বাধো কবে॥
যুক্তি বলে বিচার করুন শত শত।
কোনো মতে হইবে না শাস্ত্রের সম্মত॥
বিবাহ করিয়া তারা পুনর্ভবা হবে।
সতী বলে সম্বোধন কিসে করি তবে?
বিধবার গর্ভজাত যে হয় সন্তান।
"বৈধ" বলে কিসে তারা করিবে প্রমাণ?
যে বিষয় সর্ব্ববাদি-সম্মত না হয়।
সে বিষয় সিদ্ধ করা শক্ত অতিশয়॥
কলে আর ছলে-বলে যত পার কর।
ফলে সে কিছুই নয়, মিছে বকে মর॥
শ্রীমান ধীমান নীতি-নির্মাণকারক।
যাঁরা সবে হতে চান বিধবাতারক॥
নতভাবে নিবেদন প্রতি জনে জনে।
আইন-বৃক্ষের ফল ফলিবে কেমনে?
বিধবার বিয়ে দিতে যাহারা উদ্যত।
তার মাঝে বড় বড় লোক আছে যত॥
যারে ইচ্ছা তারে হয় ডাকিয়া আনিয়া।
ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া॥
গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে?
যদি পারে তবে তারে বলি বাহাদুর।
এখনই করিলে সব দুঃখ হয় দূর॥

সহজে যদ্যপি হয় এরূপ ব্যাপার।
কলিতে হবে না তবে আইন প্রচার॥
যদি কেহ নাহি পারে সাহস ধরিয়া।
বিফল কি ফল তবে আইন করিয়া॥
পরস্পর আড়ম্বর মুখে কত কয়।
কেহ আর মাথা তুলে অগ্রসর নয়॥
গোলেমালে হরিবোল গণ্ডগোল সার।
নাহি হয় ফলোদয় মিছে হাহাকার॥
বাক্যের অভাব নাই বদনভাণ্ডারে।
যত আসে তত বলে কে দুষিবে কারে?
সাহস কোথায় বল প্রতিজ্ঞা কোথায়?
কিছুই না হতে পারে মুখের কথায়?
মিছামিছি অনুষ্ঠানে মিছে কাল হরা।
মুখে বলা বলা নয় কাজে করা করা॥
সকলেই তুড়ি মারে বুঝে নাকো কেউ।
সীমা ছেড়ে নাহি খেলে সাগরের ঢেউ॥
সাগর যদ্যপি করে সীমার লঙ্ঘন।
তবে বুঝি হতে পারে বিবাহঘটন॥
নচেৎ না দেখি কোনো সম্ভাবনা আর।
অকারণে হই-হই উপহাস সার॥
কেহ কিছু নাহি করে আপনার ঘরে।
যাবে যাবে যায় শত্রু যাক পরে পরে॥
এখন এরূপ কবে হলে ব্যতিক্রম।
"ফাটায় পড়েছে কলা গোবিন্দায় নম।"
রাজার কর্তব্য কথা করিতে বর্ণন।
এরূপ লিখিয়া আর নাহি প্রয়োজন॥
এইমাত্র শেষ কথা কহিব নিশ্চয়।
এই বিষয়ে বিধি দেয়া রাজধর্ম নয়॥
মরুক মরুক বাদ প্রজায় প্রজায়।
কোন্ কালে রাজার কি হানি আছে তায়?

বিধবাবিবাহ

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ো আদি করি মাতিয়াছে সব॥
কেহ উঠে শাখাপরে কেহ থাকে মূলে।
করিছে প্রমাণ জড়ো পাঁজিপুঁথি খুলে॥
একদলে যত বুড়ো আর দলে ছোঁড়া।
গোঁড়া হয়ে মাতে সব, দেখেনাকো গোড়া॥
লাফালাফি দাপাদাপি করিতেছে যত।
দুই দলে খাপাখাপি ছাপাছাপি কত॥
বচন রচন করি কত কথা বলে।
ধর্মের বিচার পথে কেহ নাহি চলে॥
'পরাশর' প্রমাণেতে বিধি বলে কেউ।
কেহ বলে এ যে দেখি সাগরের ঢেউ॥
কোথা-বা করিছে লোক শুধু হেউ হেউ!
কোথা-বা বাঘের পিছে লাগিয়াছে ফেউ॥
অনেকেই এইমতো লতেছে বিধান।
"অক্ষতযোনির" বটে বিবাহ-বিধান॥
কেহ বলে ক্ষতাক্ষত কেবা আর বাছে?
একেবারে তরে যাক যত রাঁড়ি আছে॥
কেহ কহে এই বিধি কেমনে হইবে?
হিঁদুর ঘরের রাঁড়ি সিঁদুর পরিবে!
বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে ঝোলে কোলে
তার বিয়ে বিধি নয়, উলু উলু বোলে॥
গিলে গিলে ভাত খায় দাঁত নাই মুখে।
হইয়াছে আঁত খালি হাত চাপা বুকে॥
ঘাটে যারে নিয়ে যাব, চড়াইয়া খাটে।
শাড়িপরা চুড়ি হাতে তারে নাকি খাটে?
শুনিয়া বিয়ের নাম "কনে" সেজে বুড়ি।
কেমনে বলিবে মুখে "খুড়ি খুড়ি খুড়ি"?
পোড়ামুখ পোড়াইয়া কোন্ পোড়ামুখী।
দুখী 'সুখী' মেয়ে ফেলে কেঁচে হবে খুকি?
বেটা আছে যার তার বেল গাছ এঁচে।
তুড়ি মেরে খুড়ি বলে যে বসিবে কেঁচে?

গমনের আয়োজন শমনের ঘরে।
বিবাহের সাধ সে কি মনে আর করে?
যেখানে সেখানে শুনি এই কলরব।
বালার বিবাহ দিতে রাজি আছে সব॥
সকলেই এইরূপে বলাবলি করে।
ছুঁড়ির কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে॥
শরীর পড়েছে ঝুলে চুলগুলি পাকা।
কে ধরাবে মাছ তারে কে পরাবে শাঁখা?
জ্ঞানহারা হয়ে যাই নাহি পাই ধ্যানে।
কে পাড়িবে 'সৎবাপ' মায়ের কল্যাণে?

আচারভ্রংশ

কালগুণে এই দেশে, বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর, নাহি সরে রব॥
এক দিকে দ্বিজ তুষ্ট, গোল্লাভোগ দিয়া।
আর দিকে মোল্লা বসে, মুর্গি মাস নিয়া॥
এক দিকে কোষাকুষী, আয়োজন নানা।
আর দিকে টেবিলে, ডেবিলে খায় খানা॥
ভূতের সংসারে এই, হয়েছে অদ্ভুত।
বুড়া পূজে ভূতনাথ, ছোঁড়া পূজে ভূত!
পিতা দেয় গলে সূত্র, পুত্র ফ্যালে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী, ব্যাটা দেয় পেটে!
বৃদ্ধ ধরে পশু-ভাব, জশু-ভাব শিশু।
বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ, ছোঁড়া বলে ঈশু॥
হাসি পায় কান্না আসে, কব আর কাকে?
যায় যায় হিঁদুয়ানী, আর নাহি থাকে॥
ওহে কাল কালরূপ, করালবদন।
তোমার রদনযুক্ত, মরালবাহন॥
দেব-দেবী কত তুমি, করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা, করিলে আহার।
কিছু বুঝি নাহি পাও, চারি দিক চেয়ে।
এখন ভরাবে পেট, হিন্দুধর্ম খেয়ে?
দোহাই দোহাই কাল, শান্তিগুণ ধর।
উঠ উঠ পান লও, আচমন কর॥

বাবাজান বুড়োশিবের স্তোত্র

বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
      কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥
শ্রীধাম শ্রীরামপুর, কৈলাস শিখর।
বিশ্বমাঝে অপরূপ, দৃশ্য মনোহর॥
কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত, তুমি বুড়া শিব।
তথায় বিরাজ করি, তরাতেছ জীব॥
শুভ্রদেহ ভূতনাথ, ভোলা মহেশ্বর।
গঙ্গার তরঙ্গ তব, মাথার উপর॥
কখনো প্রখর বেগ, কভু থম্ থম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥
      কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥
"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" বৃষভে আরোহন।
অহংকার অলংকার, ভুজঙ্গ-ভূষণ॥
পক্ষপাত হাড়মালা, সদা সুশোভন।
মিথ্যা, ছল, তোষামোদি, ত্রিশূল ধারণ॥
ধূম্রপান ছল তব, কাগজের কল।
ঊর্ধ্বভাগে ধক্ ধক্, জ্বলিছে অনল॥
দমে দমে দমবাজি, নাহি খাও দম॥
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
      কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥
টাউন্সেণ্ড, রবিন্সন, নন্দী ভৃঙ্গী দুটো।
নিয়ত নিকটে আছে, দাঁতে করি কুটো॥
ছাই-ভস্ম-বিভূতির এটোকাঁটা খায়।
গালবাদ্য করি সদা, বগল বাজায়॥
"ডেবিল" দু-পাশে তারা, টেবিল ধরিয়া
"এবিল" হতেছে সুখে, তোমায় স্মরিয়া॥
কাজ ভালো, লাজহীন, রাজপ্রিয়তম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥
লাঞ্ছনার বাঘছাল, বঞ্চনার ঝুলি।
এক মুখে পঞ্চানন, সাধে বলি শূলী॥
তিরস্কার পুরস্কার, অতুল বিভব।
নিজ নিন্দা শ্রবণেতে, হয়ে থাক শব।
কালীরূপে কালী তব, হৃদয়ে বিহরে।
সৃষ্টির মড়ার কাঁথা, জমা আছে ঘরে॥
ত্রিভুবন জয় করে, তব পরাক্রম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম, বব, বম্ বম্ বম্॥
কাউন্সিল কোচের গৃহে, বড় সমাদর।
অনুরক্ত ভক্ত তব, যত গবানর॥
সিবিল শৈবের দল, স্তব পাঠ করে।
হরে হরে বাবাজান, বাবাজান হরে॥
ষোড়শোপচারে পূজা, ভক্তে করে যোগ।
মন্দিরে বসিয়া সুখে, খাও রাজভোগ॥
তোমার গুণের কেহ, নাহি পায় ক্ষম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম॥
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

"ধর্মতলা" ধর্মহীন, গোহত্যার ধাম।
"ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" সেরূপ তব নাম॥
বিশেষ মহিমা আমি, কি কহিব আর।
"ফ্রেণ্ড" হয়ে, ফ্রেণ্ডের, খেয়েছ তুমি আর (R)
কত ভাব ধর তুমি, কত ভাব ধর।
রাজায় করিলে খুন, গুণ গান কর॥
ভ্রমিতে অন্যায় পথে, কিছু নাহি ভ্রম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

কালো তুমি শাদা কর, শাদা কর কালো।
আলো কর অন্ধকারে, অন্ধকারে আলো॥
স্থলেরে আকাশ কর, আকাশেরে স্থল।
জলেরে অনল কর, অনলেরে জল॥
কাঁচারে বানাও পাকী, পাকা কর কাঁচা।
সাঁচারে বানাও ঝুঁটো, ঝুঁটো কর সাঁচা॥
কাঙালির দুখদাতা, বাঙালির যম।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্॥

শুনিতেছি বাবাজান, এই তব পণ।
সাক্ষ্য দিতে করিতেছ, বিলাত গমন॥
জোড়করে পশুপতি, করি নিবেদন।
সেখানে করো না গিয়া, প্রজার পীড়ন॥
ভূত-প্রেতসঙ্গীগুলি, সঙ্গে লয়ে যাও।
এখানে বসিয়া কেন মাথা আর খাও?
বাজাই বিদায়ী বাদ্য, টম্ টম্ টম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম্।
কিসে তুমি কম?
বাজাও ব্রিটিশ শিঙে, ভম্ ভম্ ভম্।
বম্ বম্ বম্, বব, বম্ বম্ বম॥

বিলাতের টোরি ও হুইগ

কিছুমাত্র নাহি জানি, রাম রাম হরি।
কারে বলে রেডিকেল, কারে বলে টোরি॥
হুইগ কাহারে বলে, কেবা তাহা জানে।
হুইগের অর্থ কভু, শুনি নাই কানে॥
টোরি আর হুইগের, যে হন প্রধান।
আমাদের পক্ষে ভাই, সকল সমান॥
গুণে করি গুণগান, দোষে দোষ গাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥

আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

* * *

নিতান্ত অধীন দীন, এ-দেশের লোক।
শক্তিহীন অতি ক্ষীণ, সদা মনে শোক॥
রাজ্যের মঙ্গল হেতু, ব্যাকুল সকল।
প্রতিক্ষণ প্রীতিক্ষণ, রাজার কুশল॥
চাতকের ভাব যথা, জলদেব প্রতি।
সেরূপ রাজার ভাব, আমাদের প্রীতি॥
যাহাতে দেশের সুখ, চিন্তা করি তাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

* * *

চারিদিকে যুদ্ধের, অনলরাশি জ্বলে।
নির্বাণ করহ বিভু, সন্ধিরূপ জলে॥
রণরঙ্গে প্রাণী নাশ, বিষাদের হেতু।
বিবাদ-সাগরে বান্ধ, ঐক্যরূপ সেতু॥
সন্ধিযোগে দান কর, শান্তিগুণ রস।
পৃথিবীর লোক যত, প্রেমে হবে বশ॥
প্রশংসা পুষ্পের গন্ধ, যাবে সব ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

* * *

পরিবর্ত্ত কর সব, নিয়মের দোষ।
যাহাতে হইবে বৃদ্ধি, প্রজার সন্তোষ॥
জন্ম কর্ম ধর্ম রীতি, জাতি আর দেশ।
কোনো রূপ কোনো পক্ষে, নাহি থাকে দ্বেষ॥
নির্মল নয়নে কর, কৃপাদৃষ্টি দান।
একভাবে ভাব মনে, সকল সমান॥
মাঙ্গলিক সব কার্যে, স্নেহ যেন পাই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

দুর্জ্জন তস্কর ভয়ে, ভীত লোক সব।
চারিদিকে উঠিয়াছে, হাহাকার রব॥
ধনীরূপে খ্যাতাপন্ন, জমিদার যারা।
নীলামের শক্ত দায়ে, মারা যায় তারা॥
শমনের সহোদর, নীলকর যত।
ধনে প্রাণে প্রজাদের, দুখ দেয় কত॥
অত্যাচার দেশে যেন, নাহি পায় ঠাঁই।
শুধু সুবিচার চাই, শুধু সুবিচার চাই॥
আমাদের মনে আর, অন্য ভাব নাই।
শুধু সুবিচার চাই॥

হেমন্তে বিবিধ খাদ্য

শরদের রাজ্য লয়ে হিম মহাশয়।
কু-আশার ধ্বজা তুলে, করিলেন জয়॥
উত্তরীয় বায়ু অশ্বে করি আরোহণ।
অধিকার করিল গগন-সিংহাসন॥
রজনীর পরিমাণ বৃদ্ধি করে অতি।
দিন দিন দীন দিন, দীন দিনপতি॥
বৃশ্চিকের দন্তাঘাতে হয়ে জরজর।
শীতভয়ে অগ্নিকোণে গেল দিবাকর॥
হিমের প্রভায় হেরি ভাস্করের দুখ।
নলিনী মলিনী হয়ে লুকাইল মুখ।
তুষারে তুষারকর কর গুপ্ত করে।
কুমুদিনী সরোবরে অভিমানে মরে॥
স্বজাতীয় বিজাতীয় শব্দ করি কাক।
শিশিরের শুভ হেতু বাজাতেছে ঢাক॥
কিছুমাত্র দুঃখ নাই মগ্ন সদা সুখে।
খাদ্যসুখে সুখী হয়ে বাদ্য করে মুখে॥

দ্বিজদল নিজদলে, পক্ষ পক্ষ ধরি।
লক্ষ্য করি বসে এসে বৃক্ষ পরিহরি॥
শূন্যচর সহচর সহ চরে চরে।
নানা সুরে গান গায় স্বভাবের স্বরে॥

রাজদণ্ডে ভয় নাই লয়ে সহচরী।
চঞ্চু পুরে শস্য খায় দস্যুবৃত্তি করি॥
কিছুমাত্র চিন্তা নাই আশা পুরে খায়।
ভালোবাসা ভালো বাসা আশামাত্র পায়॥
স্বভাবে অভাব নাই পূর্ণ ফুলে ফলে।
পুলকে পূরিত সব, নিজ নিজ দলে॥
পেয়ে শীত বিকশিত বাকসের ফুল।
মধুপানে হরষিত বিহঙ্গের কুল॥
পরস্পর লাগে যদি বিবাদের চোট।
শালিক মধ্যস্থ হয়ে ভেঙে দেয় ঘোঁট॥
দেখ দেখ বিহঙ্গম কিরূপ প্রকার।
শিশিরে কি সুখে করে আহার বিহার
ক্ষেতে পড়ে খেতে পায় কত তায় সুখ
সদাই স্বাধীন হয়ে করে দূর দুখ॥
অভিমানে অহংকার না হয় পতন।
প্রকৃতির গুণে করে সুকৃতি-সাধন॥
পাখি, পশু, কীট আদি যত যত প্রাণী।
মানুষের চেয়ে সবে ভালো বলে জানি॥
বড় বলে অভিমান কিসে করে নর?
নানারূপ দুঃখ যার মনের ভিতর॥
একে তো অভাব তার রিপু বলবান্।
কেমনে হইবে তারা প্রাণীর প্রধান?

স্বভাবে শোভিত সব অনুকূল ধাতা।
নানা শস্য পরিপূর্ণ বসুমতী মাতা॥
ব্রীহিব্যূহ পরিপক্ক হরিৎ আকার।
হেঁটমুখে অবনীরে করে নমস্কার॥
সকল শরীরে শোভে নিশির শিশির
ঋষির জটায় যেন মন্দাকিনী-নীর॥
প্রভাতে পবন চারু চামর ঢুলায়।
প্রকৃতির ভাবভরে মস্তক দুলায়॥
ফুর ফুর বাজে বাদ্য, বুঝি অনুভবে।
ঈশ্বরের গুণ গায় ঝুর ঝুর রবে॥
কৃষকের মহানন্দ আশার সুসার।
শস্য শিরে দৃশ্য ভালো উষার তুষার॥
বর্ষ যায় হর্ষ তায়, পরিপূর্ণ আশা।
ক্ষেত্র প্রতি নেত্রপাত সুখে করে চাষা॥

জীবের জীবিকা দিয়া রক্ষা করে অসু।
রত্নগর্ভা বসুমতী শস্য তায় বসু॥
যে করিল ধরণীরে ধনের ভাণ্ডার।
ফল মূল শাক আদি শস্যের আধার॥
ধরার ধারণা গুণ কত ভাব তায়।
ধরাধরে ধরা ধরে যাহার কৃপায়॥
হায় এই ধরাধামে যে দিয়েছেন ধান।
তাঁর পদে নত হয়ে কর গুণগান॥
অন্ন [সূর্য] যদি না করিত অন্নের সৃজন।
কিরূপে বাঁচিত তবে জীবের জীবন?
অন্নেতে হয়েছে এই শরীর-ধারণ।
যত কিছু করিতেছি অন্নের কারণ॥
জগতে অন্নের দাস হয়েছে সকল।
ছেলে বুড়া আদি সবে অন্নের পাগল॥
ওহে ভাই অন্ন বিনা, বল এ সংসারে।
কঠোর জঠর জ্বালা, কে জুড়াতে পারে?
অন্ন ব্রহ্ম অন্ন ব্রহ্ম এই জেনো সার।
স্বভাবে করেন বিভু অন্নেতে বিহার॥
অন্নের যে কত গুণ নাহি তার সীমা।
এক মুখে কত কব অন্নের মহিমা?
আমি নাই, তুমি নাই উনি আর ইনি।
তারে তুমি ব্রহ্ম বল অন্নদাতা যিনি॥
অন্নের দায়েতে দেখ হইয়া কাতর।
অগাধ জলধিজলে ডুবিতেছে নর॥
বাঘের মুখেতে হায় ভয় নাই মনে।
অনায়াসে হাত দেয় সাপের বদনে॥
সকল ধনের সার অন্ন মহামণি।
ভূমির ভিতরে ঢুকে প্রকাশিছে খনি॥
অন্নের যে অনুরাগ মনে মনে রাখো।
ভালো চেলে ভোগ পেয়ে ভালো চেলে থেকো॥

গোধূম পেকেছে মাঠে নাম যার গম।
তুলনায় তণ্ডুলের কাছে নন কম॥
অতিশয় গুণময় শস্যের প্রধান।
"বহুদুগ্ধ রসাল" হয়েছে অভিধান॥
হিন্দু, ম্লেচ্ছ যবনাদি যত জাতি আছে।
এ যবন [গম] প্রিয়তম সকলের কাছে॥

দেবতার প্রিয় খাদ্য সকলের আগে।
ময়দার কাছে আর কিছুই না লাগে॥
দুধেগমে ঘিয়ে ভাজা যার নাম লুচি।
ছেলে বুড়া সকলেরি ভোজনেতে রুচি॥
মনোহর রুচিকর দ্রব্য এই বটে।
শুচি নাই, মুচি নাই, লুচির নিকটে॥
যত খায় ততো মন, থাকে আরো ক্ষোভে।
গন্ধ পেয়ে নেচে ওঠে অন্ধ হয়ে লোভে॥
পেটুক যদ্যপি শুনে লুচির ফলার।
দড়ি ছিঁড়ে ছুটে যায় রাখে সাধ্য কার?
এই লুচি ব্রাহ্মণের পেটের সম্বল।
বিশেষত রাজপুরে, বৈদিকের দল॥
যত পায় ততো খায় ততো লয় তুলে।
কর্মীর কুলায় কিসে ভাবেনাকো ভুলে॥
আচার বিচার আর কিছুই না করে।
দইমাখা লুচিগুলা নিয়া যায় ঘরে॥
দেও দেও গোল করি ওঠে পাত ছেড়ে।
কোঁচড় পূরণ করে হাঁড়ি থেকে কেড়ে॥
রবাহূত রেয়ো-ভাট শত শত জন।
লুচির কৃপায় করে উদরপালন॥
গালি মেরে নাহি হয় মানের লাঘব।
কে দিলে "রাঘব" নাম রাঘব রাঘব॥
খাজা গজা আদি করি সুখের মিঠাই।
এই গমে জন্মলাভ করেছে সবাই॥
সুমধুর মিষ্ট অন্ন ভোজনের সার।
যে না পায় তার তার বৃথা জন্ম তার॥
ময়দার মহিমা কেমনে দিব গেয়ে।
খোট্টারা কেবল বাঁচে পুরি রুটি খেয়ে॥
সেঠ আর বসাক তাঁতির শ্রেষ্ঠ যাঁরা।
রুটি ঘণ্টে কত সুখ জেনেছেন তাঁরা॥
রুটি আর বিস্কুট সাহেবের খানা।
কেক নামে সুজিতে মেঠাই করে নানা॥
ভূমিতলে না হইলে যবনের চারা।
যবনের দেশে সবে প্রাণে যেতো মারা॥
একবার দেখে এস পৃথিবী ঘুরিয়া।
কতলোক বেঁচে আছে গোধূম খাইয়া॥

শস্যরূপে যে বাঁচায় জীবের জীবন।
"ব্রহ্মা" বলে সম্বোধন কর তারে মন॥
হিমকরে প্রভাকরে প্রেমভাব ধর।
অবনীরে একবার প্রণিপাত কর॥
গুণ দেখে বুঝে লও, গোধূমের গোড়া।
নিদানে লিখেছে দেখ ভাঙা হাড় জোড়া॥
বলবীর্যরুচিকর দেহ হিতকর।
স্বভাবে সারক বাত-পিত্ত দাহহর॥
শীতল অথচ স্বাদু মন স্থির করে।
গুরু হয়ে পাকভেদে লঘু গুণ ধরে॥
ভোগীর ভোগের ধন সুখের আহার।
রোগীর সুপথ্য হয়ে করে উপকার॥

শিশিরে যবের শিষ কিবা মনোহর।
ধান্যরাজ নাম তার দেখিতে সুন্দর॥
বাতাসে দুলিছে ডগা করি ঝরঝর।
মরি কত অপরূপ শোভা মনোহর॥
চুমকিজড়িত চারু পীতাম্বর চেলি।
কেলি [পৃথিবী] যেন তাই পরে করিতেছে কেলি॥
এ-সব দোষের নয় গুণের কেবল।
মেহ পিত্ত কফ হরে মধুর শীতল।
নানা কর্মে হিতকর নানা গুণনিধি
নানারূপ রোগে হয় যবমণ্ড বিধি॥
যব-ছাতু খেয়ে বাঁচে পশ্চিমের দীনে।
বঙ্গদেশে বাড়ে মান চড়কের দিনে॥
দেখহ যবের গুণ কেমন প্রধান।
যে তারে পোষণ করে রাখে তার প্রাণ॥
এখন তখন নাই, বুঝে যদি খায়।
যবে বল যবে বল চিরকাল পায়॥

সুখের শিশিরকালে কৃষির কৃপায়।
অড়কির তরু চারু কিবা শোভা পায়॥
শাখা নেড়ে দুলিতেছে বায়ুর বিক্রমে।
জটাধারী যোগী যেন চলেছে আশ্রমে॥
আহারেতে পূর্ণ হয় প্রাণীর উদর।
কতরূপ ঘোর ঘটা জটার ভিতর॥

মনোহর "অড়হর" বীর-প্রিয়তম।
সকলের বলদাতা অবলের যম॥
কাছে যেন নাহি আনে পেটরোগা দলে।
খেতে সুখ কিন্তু দুখ, বুক বড় জ্বলে॥
এ প্রকার মুখপ্রিয় ডাল নাই আর।
নিত্য যেন খায় সেই, অগ্নি আছে যার॥
পশ্চিমের পালোয়ান লোক সমুদায়।
অড়হর বিনা তারা কিছুই না খায়॥
ভীমের সমান তারা বলে ও আহারে।
ডাল রুটি যত পারে কোসে কোসে মারে॥
কফ পিত্ত বাত শ্লেষ্মা যে করে সংহার।
বায়ু বৃদ্ধি করে সেই এই দোষ তার॥
এ দোষ দোষের মাঝে করিনে গ্রহণ।
আপনার দেহ বুঝে করিব ভোজন॥
যার স্বাদে শত শত মানব মোহিত।
অবশ্যই তাতে আছে নানারূপ হিত॥

খেত-ভরা খেঁসারি পেকেছে এই শীতে।
কাটিছে ছাঁটিছে সব হাসিতে হাসিতে॥
মাড়িছে ঝাড়িছে ধূলা কাড়িছে গোলায়।
কত বা ছাড়িছে কত নাড়িছে তলায়॥
গরিবের গুণনিধি অশেষ বিশেষে।
অতিশয় সমাদর বাঙালের দেশে।
পূর্বদেশী বড় বড় যত জমিদার।
কেবল খেঁসারি ডাল করেন আহার॥
ইহাতে বিশেষ গুণ যদি নাহি রবে।
সে দেশেতে এত প্রিয় কেন হবে তবে?
আস্বাদ উত্তম বটে দেখিয়াছি খেয়ে।
এই হেতু মোটামুটি গুণ যাই গেয়ে॥

মাঠে এসে শোভায় সকল যাই ভুলে।
কনকের নিভা হরে, চণকের ফুলে॥
ফুলেতে ধরেছে ফল গুটি গুটি গুটি।
ইচ্ছা করে দিবানিশি নখ দিয়া খুঁটি॥
ছাল খুলে মুখে তুলে কচি কচি খাই।
এমন মুখের স্বাদ আর নাহি পাই॥

কাঁচার খিচুড়ি তার সুধাব অধিক।
প্রতি গ্রাসে গ্রাসে হয় রসনা রসিক॥
পাকাছোলা গুণ ধরে অশেষ প্রকাব।
বিশেষ করিয়া সব লিখে উঠা ভার॥
অগ্নির দীপন করে ভিজে হলে পর।
বল-বর্ণ-রুচিকর বাতপিত্তহর॥
সে ছোলার জল হয় অতি উপকারী।
চন্দ্রকরবৎ শীত পিত্তরোগহারী॥
ভিজে ছোলা ভেজে খেলে কত উপকার।
পিত্ত কফ হরে করে বলের সঞ্চার॥
শুষ্ক ছোলা ভাজা অতি সুখের আহার।
সেই জানে তার মজা দাঁত আছে যাব॥
খোট্টারা এ ছোলা লয় পরম আদরে।
ভাজা খেয়ে ছাতু খেয়ে দিনপাত করে॥
স্বভাবে গরম বীর্য বহুগুণ ধরে।
অগ্নি জোর না থাকিলে বিপরীত করে॥
অগ্নিবল না বুঝিয়া যে করে আহার।
সে ছোলা আছোলা হয় পেটে ঢুকে তার॥
বিধবার পক্ষে ইনি, অতি গুণময়।
সকল ব্যঞ্জনে মিশে করেন প্রণয়॥
ছোলার ডেলের রস অতি গুণকর।
পাকে মধু বাত-কফ-শ্বাস-কাশহর॥
বলবৃদ্ধি করে করি উদরে প্রবেশ।
মহারোগে পথ্যবিধি পীনসে বিশেষ॥
শাক অতি মুখপ্রিয় দন্তশোথ হরে।
ফলের আদর ভারী ঠাকুরের ঘরে॥
চণকের খোসা খুলে দেখ দেখ নর।
কিরূপ পদার্থ আছে তাহার ভিতর॥
আত্মা আর জ্যোতি দেহে চণকের প্রায়।
নিয়ত রয়েছে ঢাকা মায়ার খোসায়॥
আর কেন? সার লও ছাড়ো নিদ্রাযোগ।
খোসা খুলে কর কর বস্তু কর ভোগ॥

'রাজমাষ' নাম তাঁর, বরবটি যিনি।
ছোলা আর মটরের, গোষ্ঠীপতি তিনি॥
সারক যে রুচিকর অতি মনোহর।
কফ শুক্র আম পিত্ত চেরের আকর॥

পূজার নৈবিদ্যে তাঁর আগে আগমন।
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের ভোজন॥
ইথে যদি না হইত কুশল সাধন।
কখনই হইত না বীজের সৃজন॥

মাঠে গিয়া দেখ সব মুগের আকার।
শরীর হয়েছে কিবা শোভাব ভাণ্ডার॥
জটিল সে তরু বটে কুটিল তো নয়।
এমন সরল বীজ আর নাকি হয়॥
সূপশ্রেষ্ঠ ভক্তিপ্রদ রসোত্তম আর।
সুফল বলিয়া নাম হয়েছে প্রচার॥
দেবতার প্রিয় খাদ্য মুগের অঙ্কুর।
জলপানে প্রকাশিত প্রতিষ্ঠা প্রচুর॥
ঔষধ পথ্যের স্থলে সবার প্রধান।
জ্বরহর, শুভকর, বল করে দান॥
সকলেরি শোনা আছে 'সোনামুগ' ভাই।
এ সোনার নিকটেতে সোনা হয় ছাই॥
মুগের ডেলের গুণ কি লিখিব আর?
সর্বরোগ হরে করে রক্ত পরিষ্কার॥
স্বভাবে সারক মুগ, পিত্ত করে ক্ষয়।
সদাকাল সমভাবে রুচিকর হয়॥
লাউ দাও মূলা দাও থোড় দাও ফেলে।
সকলি অমৃত হয় মিশে এই ডেলে॥
এই শীতে মুগের খিচুড়ি যেই খায়।
সে জন ভোজনে আর কিছুই না চায়॥
মুগের মগধ লাড়ু মেঠায়ের রাজা।
সেই জানে তার তার যে খেয়েছে তাজা॥
এ মুগের ভাজাপুলি মুগ্ধ করে মুখ।
বাসি খাও তাজা খাও কত তাম সুখ॥
ইহার কনিষ্ঠ যিনি কৃষ্ণমুর্গ নাম।
দ্রব্যগুণে শ্রেষ্ঠ তিনি বহু গুণধাম॥
যুগে যুগে আছে এই মুগের গৌরব।
মনে জ্ঞান যোগ কর ভোগ কর সব॥

কড়াই বড়াই করে নিজ অনুরাগে।
তার কাছে কেবা আছে কেবা কোথা লাগে॥
চাষার আশার ধন তেমন কি আছে?
অপরূপ কিবা ফল ফলিয়াছে গাছে॥

সুচারু শ্যামল রূপ ধরিয়া কলাই।
দূর করে উদরের সকল বালাই॥
আদা দিয়া হিঙ দিয়া, রাঁধো যদি ঝোল।
থাবা থাবা মেরে দাও কিছু নাই গোল॥
গরীবের গুণনিধি মধুর ভোজন।
মুখে দিতে উলে যায়, খুলে যায় মন॥
দীন লোক যারা তারা এই ভাবে সার।
কলাই থাকিলে ঘরে বালাই কি আর?
কাঁচা খায় ভাজা খায় রুচি যার যাতে।
কোঁৎ কোঁৎ গেলে ভাত যত দেও পাতে॥
গঙ্গার পশ্চিম পারে যত সব রেড়ো।
সমভাবে সকলেই কলায়ের ভেড়ো॥
অতিশয় দুখ সয় বায়ু বাড়ে টানে।
কলাই না খেলে তারা মারা যায় প্রাণে॥
কলাই মালায়ে কত কচুরি মেঠাই।
পাকে লঘু সমুদয় পেটভরে খাই॥
সকলের মুখপ্রিয় কলায়ের বড়ি।
কুমড়া যাহার পায় যায় গড়াগড়ি॥
সহজে ধরেছে গুণ কিঞ্চিৎ শীতল।
বায়ু হরে মেহ হরে, বৃদ্ধি করে বল॥
কলায়ের দেহ দেখে নাহি যায় জানা।
বাহিরেতে খোশাভরা ভিতরেতে দানা॥
সেইরূপ ভাব ধরে সমুদয় নরে।
ভিতরে সুন্দর হও বাহিরে কি করে?
মসুর অসুরভোগী সুর-প্রিয়তম।
রূপে গুণে দুই দিকে নাহি তার সম॥
'গুড়বীজ' নাম ধরে গেলে পরে ভাঙা
তরুণ অরুণ তনু টুক্‌টুক্ রাঙা॥
ভাতে দাও ডাল রাঁধো ব্যয়ের সুসার।
খাঁড়ির খিচুড়ি খেলে ভুলিব না আর॥
যূষের গুণেতে হয় মেহের সংহার।
কফ পিত্ত জ্বর নাশে নাশে অতিসার॥
কর ভাই মমরির গুণের বিচার।
অসারের মাঝে দেখ কত আছে সার॥

সরু সরু তরু সব চারুকলেবর।
নবঘন শ্যামরূপ দৃশ্য মনোহর॥

জটিল রামের ন্যায়, শিরে শোভে জটা।
মোক্ষপদ দেয় তারা পেটে যায় যটা॥
নিজে বটে ছোট কিন্তু, দানাদার ছেলে।
কণ্ঠ হয় স্বর্গ সম, ঘন্ট করে খেলে॥
আনাজেতে তুল্য আর জুটি নাই দুটি।
বলিহারি যাই তোরে মটরের সুঁটি॥
সুঁটির খিচুড়ি করি খেয়েছে যে জন।
ভুলিতে না পারে আর তার আস্বাদন॥
কাঁচার নিকটে নয়, পাকার আদর।
বৈদ্যকে 'হরেণু' নাম, পেয়েছে মটর॥
ভাজা যেন খাজা খায় তাজা বীর যারা।
পেটরোগা যারা তারা প্রাণে যায় মারা॥
মেঠো গাঁয়ে চলে যারা কাঙালের ছেলে।
অনেকেই পেট পালে মটরের ডেলে॥
কষা আর রুক্ষ বটে ফলত মধুর।
পাকে গুরু বটে করে, পিত্ত কফ দূর॥
পীড়িতের পক্ষে যদি, শুভকর নয়।
তথাপিও অনেকের, উপকারী হয়॥
শিশিরসময়ে দেখ কৃষির কুশল।
তিসির তরুতে কিবা ফলেছে ফসল॥
অতসীর ফুল-শোভা, যাই বলিহারি।
হেরিলে নয়ন আর ফিরাতে না পারি॥
ফলের ভিতরে বীজ সমুদয় সার;
হেরে হয় সুখোদয় আলোর আঁধার॥
বীজের নিজের গুণ উষ্ণভাব ধরে।
কফ-পিত্তকারী বটে বায়ু নাশ করে॥
মদগন্ধী, মধু স্বাদু, পাকে কটু খেলে।
বায়ু, কফ, কাশদোষ নাশে এর তেলে॥
কত মতে বিলাতে হতেছে প্রয়োজন।
যেখানে সেখানে দেখি তিসির ওজন॥
আগুন হয়েছে দর বিলাতের খাঁই।
দিশি হয়ে তিসি আর, আমরা না পাই॥
মসিনার ক্ষুদ্র বীজে যে দিয়েছে রস।
একবার মুক্তকণ্ঠে গাও তার যশ॥
সে বীজের তরু এই অখিল সংসার।
মনে কর সেই বীজ কিরূপ প্রকার॥

বসুমতী রসবতী যাঁহার কৃপায়।
হায় হায়, কি কহিব কত রস তায়?
সে বীজের তেলগুণ কহে সাধ্য কার?
রবি, শশী, তারা আদি আলো হয় যার॥

নয়ন প্রফুল্ল হয়, গেলে পরে মাঠে।
পরিপূর্ণ নানা শোভা স্বভাবের হাটে॥
শরদ পড়িল সরি, সারফুল ছেড়ে।
সরিষার ফুল তার শোভা নিল কেড়ে॥
মনোলোভা কিবা শোভা ছটা তার ছলে।
দামিনীর হার যেন জলদের গলে॥
ফুল ফল অতি ক্ষুদ্র তার মধ্যে রস।
আলোকে পুলক দিয়া রাখিয়াছে যশ॥
সরিষার সার অংশে ব্যঞ্জনেব তার।
অসারে গাভির স্তনে দুগ্ধের সঞ্চার॥
যার গুণে রজনীর অন্ধকার যায়।
কৃষকের ক্ষেত্রে তাহা শীতের কৃপায়॥
শাদা, কালো আদি করি নানা রঙ ধরে।
কতরূপে মানবের উপকার করে॥
বীজের অশেষ গুণ নিদানে প্রকাশ।
কফ, বাত, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ব্রণ করে নাশ॥
গুল্ম আর কণ্ডুরোগ দুই করে শেষ।
বচনেতে গুণ সব, কি কব বিশেষ?
বীচির ভিতরে রস আলোর আধার।
"তেল" নামে নাম যার হয়েছে প্রচার॥
শরীর হতেছে রক্ষা খেয়ে আর মেখে।
অন্ধকারে আলো দেয় প্রদীপেতে থেকে॥
অবিকল গুণ ধরে ঘৃতের সমান।
সমভাবে বাঁচাতেছে সকলের প্রাণ॥
যোগী, ভোগী, রোগী রাজা দীন হীন জন
সকলেরই করিতেছে মঙ্গলসাধন॥
বীজের ভিতরে রস নাম যার "স্নেহ"।
এ স্নেহের গূঢ় ভাব নাহি বুঝে কেহ॥
ওরে নর! পাইয়াছ মনোহর দেহ।
মনেরে পেষণ করি বার কর স্নেহ॥
সরিষার স্নেহ দেখে দ্রব্য হও সবে।
স্নেহ যদি না থাকিল মিছে দেহ তবে॥

কর কর প্রণিধান মানব-সকল।
দেখ কিবা ঈশ্বরের স্নেহের কৌশল॥
পরস্পর স্নেহ-রসে সবে রবে বশ।
সর্ষপে দিলেন তাই স্নেহরূপ রস॥

ফুলে ফুলে সুশোভিত হইয়াছে তিল।
হেরে আঁখি ফিরাতে না পারি একতিল॥
অতি ছোট বীজগুলি রসের সদন।
বাত, অর্শ, হরে, করে, বল-বিতরণ॥
সৌরভের দুলোল ফুলোল নাম যার।
তিলের তেলেতে হয় জনম তাহার॥
বায়ুহর হিতকর ত্বকে আর চুলে।
ফুলে যে ফুলোল মাখে মরে সেই ফুলে।
তিলফুল রূপের আভাস দেহে ধরি।
তিলোত্তমা নাম পেলে স্বর্গ-বিদ্যাধরী॥
এ ফুলের শোভা যে দেখেছে একবার।
রূপের গরব যেন সে করে না আর॥

হায় রে শিশির তোর কি লিখিব যশ?
কাল গুণে অপরূপ কাঠে হয় রস॥
পরিপূর্ণ সুধাসিন্ধু খেজুরের কাঠে।
কাঠ ফেটে উঠে রস, যত কাঠ কাটে॥
দেবের দুর্লভ ধন জীরণের ঘড়া।
এক বিন্দু পান করি বেঁচে উঠে মড়া॥
না থাকে বিরসভাব রস পেটে পড়ে।
বিন্দু পান, যদি পান, প্রাণ পান ধড়ে॥
সে জলের ভালো ধর্ম মর্ম তায় গূঢ়।
স্বভাবের ক্রিয়া-জালে জ্বালে হয় গুড়॥
আমাদের ভাগ্যদোষে মিছে করি দ্বেষ।
বিজাতীয় রাজা হয়ে নষ্ট করে দেশ॥
লোভ ভারি আবকারি যুক্ত করি কর।
এমন খেজুর-রসে বসাইল কর॥
মাশুল উশুল করে রসে আর গুড়ে।
পরে বুঝি গঙ্গাজলে কর দেবে জুড়ে॥
মূল্য দিয়া তবু খাই কর পরিমাণে।
একচেটে না করিলে তবে বাঁচি প্রাণে॥
মাদকতা-শক্তি নাই, পেট ভরে খেলে।
বিবাদী হইল তায় ফলনার ছেলে॥

গুণ দেখে অভিধানকর্তা গুণধাম।
খেজুর গাছেরে দিলে, 'হরিপ্রিয়া' নাম॥
রসের যশের কথা না হয় প্রকাশ।
দেহ করে বলবান মেহ করে নাশ॥
বায়ু হরে, মল-মূত্র করে পরিষ্কার।
রসনা পবিত্র করে সুধার সুতার॥
গুড়ের নিগূঢ় গুণ কি কহিব আর?
সুবাসে আমোদ করে মধুর আগার॥
নূতন খেজুরে গুড়ে দেবতার সক।
নাম শুনে জল সরে নোলা লক্‌লক্‌॥
এ প্রকার সুখসেব্য আর নাহি আছে।
নলিনীর মধু কোথা নলেনের কাছে?
মাতে মন সুখদ 'পয়ড়া' গুড় পেলে।
অরুচির রুচি হয় লুচি দিয়ে খেলে॥
'ভোজালের পাটালি' যে খায় একবার।
কখনো সে ভুলিতে পারে না তা'র তার॥
নূতন নলেন গুড়ে মণ্ডা মনোহর।
পায়স পীযূষ সম অতি প্রেমকর॥
এ গুড়ে পিষ্টক হয় বিবিধ প্রকার।
কাঁচা পাকা দুই চলে সুখের আহার॥
বায়ু পিত্ত হরে করে মূত্রের শোধন।
চিনি আর মিছরির করিছে সৃজন॥
মিছারি চিনির গুণ, সবাই বিদিত।
বিশেষেতে লেখা তাই না হয় উচিত॥
দেখহ খেজুর গাছ কত গুণ ধরে।
গলা কেটে রক্ত দিয়া উপকার করে॥
যে তাহার মাথা কাটে তারে দেয় প্রাণ।
খেজুরের মাথি নানা গুণের নিধান॥
কাঠের ভিতরে রেখে সুমধুর জল।
মানবে শেখান প্রভু করুণা-কৌশল॥

শিবা সহ সদাশিব ছাড়িয়া কৈলাস।
অবনীতে অধিষ্ঠিত, এই কয় মাস॥
ফল মূল রস খান সাধ যত আছে।
নিশাযোগে নিদ্রা যান, শ্রীফলের গাছে॥
ঘন ঘন হিমবৃষ্টি তাহে স্নান করি।
উলঙ্গ হইল ইক্ষু, বস্ত্র পরিহরি॥

স্বভাবে হইল তায় মধুর সঞ্চার।
পাপে পাপে রস ভরা মিষ্ট তার তা'র॥
খণ্ডে পাপ খায় যেই খণ্ড এক পাপ।
বাহু তুলে স্বর্গপুরে নাচে তার বাপ॥
অন্নপূর্ণা বিশ্বেশ্বর মনে ভালোবাসি।
আকেরে দিলেন স্থান, পুণ্যধাম কাশী॥
কি বুঝিবে মর্ম গূঢ় যত সব মূঢ়।
বানে ঢুকে বৃষারূঢ়, জ্বাল দেন গুড়॥
শিব-অঙ্গ-আভা পেয়ে শোভা বাড়ে তার।
কাশী নামে নাম খ্যাত ধবল আকার॥
শিবের সৃজিত বস্তু নাম হল চিনি।
সাহেবেরা শিরে ধরে ভালোরূপে চিনি॥
মহৎ কে আছে আর আখের মতন?
তাহারে অমৃত দেয় যে করে পীড়ন॥
যত পাব তত খাও দাও দাও পেটে।
সুখেতে ভোজন কর পাপ কেটে কেটে॥
গেঁটে গেঁটে রস ভরা রসের আধার।
'মধুতৃণ' 'মহারস' নাম হল তার॥
গোড়া আর মাঝখানে সুধা আস্বাদন।
গেঁটেতে লবণরস মাথায় লবণ॥
ত্রিদোষ বিনাশে এই মধুময় ঘাসে।
বপুবাসে বল দেয় লাবণ্য প্রকাশে॥
গুড়ের বিশেষ লয়ে গুণের সন্ধান।
'শিশুপ্রিয়' অভিধান, দিলে অভিধান॥
কি চিনি? কি চিনি? আমি কি কব বিশেষ।
সবাই মোহিত খেয়ে মেঠাই সন্দেশ॥
ভাতে খাও যাতে খাও দুধে আর জলে।
চিনি বিনা মানুষের আহার না চলে॥
সব দেশে প্রিয় ইনি সকল সময়।
ছেলে বুড়া সকলের সমান প্রণয়॥
আহার ঔষধ চিনি অতি হিতকর।
চিনিতে শোধিত হয় দ্রব্য বহুতর॥
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার।
সুখের সামগ্রী হেন কোথা পাব আর?
আখের মিছরি হয় অমৃতের কোষ।
সকল গুণের নিধি কিছু নাহি দোষ॥

আখে রস রসে গুড় গুড়ে চিনি হয়।
চিনির শরীর পায় মিছরিতে লয়॥
সকল অসার গিয়ে সার থাকে শেষ।
অতএব লহ জীব সার উপদেশ॥
কর্ম হতে ধর্ম হয় ধর্ম হতে জ্ঞান।
নিত্যধাম-প্রবেশের সে জ্ঞান সোপান॥
কামনার রস গুড় দিওনাকো মুখে।
পরম পীযূসরস পান কর সুখে॥

চারু তরু ক্ষুদ্রাকার ফল তার বুকে।
বেগুনের গুণ নাহি, ব্যাখ্যা হয় মুখে॥
শাদা কালো নানা রূপ ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
দোলায় দুলিছে যেন কৃষ্ণ-বলরাম॥
বোঁটা-রূপ চারু চূড়া, কাঁটা পুচ্ছ তাতে।
রাত্রিদিন আলাপন রাখালের সাথে॥
পতিতপাবন নাম, মহিমার গুণে।
সমভাবে যুক্ত হন সকল ব্যঞ্জনে॥
চড়্চড়ি সড়্সড়ি পোড়া আর ভাজা।
আদরে উদরে দেন, কত কত রাজা॥
অল্প দরে বহু মিলে গোষ্ঠী শুদ্ধ বাঁচে।
গরিব নোয়াজ নাম গরিবের কাছে॥
তাহার অরুচি যায় আহার যে করে।
রোচক পাচক হয়ে বাত কফ হরে॥
বেগুন সগুণ ইথে অগুণ তো নাই।
গুণ দেখে গুণ গেয়ে পেট ভরে খাই॥
যে করেছে বেগুনে এ গুণের নিধান।
নিতে নিতে তার তা'র গুণ কর গান॥

গোড়া সরু আগা গুরু শিরে শোভে টোপ।
শ্বেতকান্তি শঙ্খাকার ভিন্ন ভিন্ন খোপ॥
মূলে তার মূল নাই নাম ধরে মূলো।
রোগাপেটে খেতে হলে যেতে হয় চুলো॥
একদিন বাবাজীরে করিলে আহার।
ছমাস নির্গত হয় সমান উদ্গার॥
খোট্টাদের কাছে তাঁর, সমাদর বাড়ে।
ঝাড়গুষ্ঠ পেটে দেয় কিছু নাহি ছাড়ে॥
দুইমাস সাহেবেরা, সুখে পেট পালে।
নিরত হাজির করে হাজিরের কালে॥

জলপানে সমাদর সকলের স্থানে।
কচুরির সহ প্রেম খোট্টার দোকানে॥
গোষ্ঠীপোষা ব্যঞ্জনেতে বড় মান বাড়ে।
বাবাজীরে বেগুনের সঙ্গে সঙ্গে ছাড়ে॥
কচিমূলা রুচিকর ত্রিদোষ-নাশক।
পাকিলে বিনাশে বায়ু পিত্তের জনক॥
শোথ বাত শ্লেষ্মা নাশে শুখাইলে পরে।
অথচ শীতল গুণ, আপনি সে ধরে॥
মূলাতে হিঙের গুণ আছে অবিকল।
কাঁচা খেয়ে নেচে উঠে সবল সকল॥
মূলক মূলক বটে, অমূলক নয়।
ব্যাভারে পেয়েছি তার মূল পরিচয়॥
মূলে কোন দোষ নাই, ভালো বটে মূল।
মূলে যে নিপাত করে তারে দেয় মূল॥
মূলকের কাছে কিছু অমূলক নাই।
মূলকের মূল বুঝে মূল রাখ ভাই॥

প্রাচীনার স্তন সম অঙ্গের ধরন।
বোঁটা সরু মোটা মুখ বিমল বরণ॥
কখনো মাচায় বাস কভু বাস চালে।
বৃক্ষের উপরে উঠে যুক্ত হয়ে ডালে॥
বড় বড় ধনীলোক জন্ম দিয়া হাতে।
যত্ন করি স্থান দেন তেতালার ছাতে
পড়িয়া চাষার হাতে তুষ্ট নহে মন।
অভিমানে করে তাই মাটিতে শয়ন॥
সীতার শ্বশুর যিনি দশরথ ভূপ।
তার সঙ্গে গলাগলি ভাব অপরূপ॥
চিংড়ির সহ যোগ লাউ যদি করে।
হাতে হাতে স্বর্গে যাই মুখে দিলে পরে॥
মহাফলা তুম্বী এই যদি হয় কচি।
সুধা ফেলে ছুটে আসে বাসবের শচী॥
কতই আনন্দ বাড়ে আহারের বেলা।
ডাঁটা খোসা আদি কিছু নাহি যায় ফেলা॥
ভাতে কিংবা ঝোলে ডাঁটা যুক্ত হলে মাছে।
তেমন সুখাদ্য আর জগতে কি আছে?
নিরামিষ লাউ লাগে সুধার সমান।
অম্বলে গুড়ের সহ অতিশয় মান॥

ভেদকর কফকর হিম কিছু বটে।
পিত্তহর কেহ নাই ইহার নিকটে॥
একমুখে কি কহিব কত গুণ ধরে?
শুকাইয়া 'বচ' হয়ে কাস নাশ করে॥
যোগী ঋষি সকলের অন্নের আধার।
যেখানে সেখানে যান তুম্ব করি সার॥
জেলে মালা যতনেতে করিয়া গ্রহণ।
জালে জুড়ে সুখে করে জীবিকা-সাধন॥
তানপূরা বীণাযন্ত্র মধুর সেতার।
এই লাউ হইয়াছে সর্বমূলাধার॥
শিব হইলেন সিদ্ধ গীত-আলাপনে।
নারদ ত্রিলোকপূজ্য বীণার সাধনে॥
দেখ দেখ কেমন মহৎ এই ফল।
এ ফল যে ধরে তার সকলি সফল॥

মনোহর ফুলকপি পাতাযুক্ত তায়।
সাটিনের কাবা যেন বাবুদের গায়॥
শ্রেণীবদ্ধ চারু শোভা এলো আর বাঁধা।
সাহেবেরা প্রেমডোরে চিরকাল বাঁধা॥
রন্ধনেতে তার সঙ্গে যুক্ত হলে কই।
যত পাই ততো খাই আরো বলি কই?
ঘৃণার স্বভাবে যেই নাহি খায় কপি।
তারে কি মানুষ বলি নিজে সেই কপি॥
কপির সকলি গুণ দোষ কিছু নাই।
তাতেই আমোদ বাড়ে যে-রূপেতে খাই॥

বহুবিধ শাকবৃক্ষে শোভা করে পাতা।
ইন্দ্রের সভায় যেন মছলন্দ পাতা॥
পেটে দেয়া দূরে থাক্ দেখে তুষ্ট আঁখি।
ইচ্ছা হয় পালঙেরে, পালঙেতে রাখি॥
অম্ল ভাগ কটু আর মধুর সকল।
রক্তপিত্ত নাশ করে সুপথ্য শীতল॥
বিট নামে পালঙ কি মহাদ্রব্য তিনি।
বিলাতে তাহার রসে হইতেছে চিনি॥
চুখায় চুখায় মুখ সুখ কব কত?
হাতে হাতে উঠে যায় পাতে পড়ে যত॥
অতি অম্ল উষ্ম করে অগ্নির প্রকাশ।
শূল গুল্ম আম বাত শ্লেষ্মা করে নাশ॥

অপরূপ বস্তু এক মৃত্তিকার নীচে।
গাছ দেখে বোধ হয় সমুদয় মিছে॥
কাহার সমাজে তার অতিশয় মান।
গুণ দেখে রসিকেতে নাম দিলে মান॥
মানদাস বাবাজীর অভিমান নাই।
পরিমাণে বাড়ে মান মানে দিলে ছাই॥
মাছের সহিত প্রেম যুক্ত হলে ঝোলে।
একবার যে খেয়েছে সে কি আর ভোলে?
ঝোলের সহিত দেখে, মানের এ মান।
পটল পটল তুলে, করিল প্রস্থান॥
মানের মানের কথা কি কহিব আর?
আনাজের রাজা ইনি শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
শোথহর পিত্তহর পাকে স্বাদু লঘু।
এ মানে, যে নিন্দা করে তারে বলি 'রঘু'॥
মানের কেমন মান দেখ দেখ ভাই।
ছাই দিলে মান বাড়ে মানে দাও ছাই॥
দেখিয়া মানের মূল মান রাখ মূলে।
মানের মূলের মতো উঠনাকো ফুলে॥
এই মান মানে করে আপন ব্যাঘাত।
যখন ফুলিয়া উঠে তখনি নিপাত॥

মৃত্তিকায় জন্ম নয় গাছ যেন লতা।
একমুখে কত কব মহিমার কথা?
পূর্বে তার বাস ছিল ইংরাজের দেশে।
'গোল-আলু' নাম হল বাঙলায় এসে॥
সাবেকেরা 'পটাটস্' নামে নাম ধরি।
খানায় আনায় তারে সমাদর করি॥
মটনের অগ্রভাগে ধরে তার ডিস্।
সুখে দিয়ে বুকে কাঁটা মুখে করে পিস্॥
কাঙালের ত্রাণকর্তা অধম-তারণ।
অনেকের হয় তাহে জীবন-ধারণ॥
কিছু যদি নাহি পাই মরিনেকো দুখে।
গোটা দুই ভাতে দিয়া ভাত মারি সুখে॥
ভাতে দিই যাতে দিই তাতে হয় রস।
গুণভরা দোষ নয় আলু 'পটাটস্'॥
ইউরোপে কোটি কোটি শ্বেতকায় নর।
কেবল নির্ভর করে আলুর উপর॥

মাস রুটি নাহি পায় দীন হীন জন।
আলু খেয়ে করে শুধু জীবন-ধারণ॥
গুণে লঘু সুধা-স্বাদু বলে করে দান।
অবিকল গুণ ধরে অন্নের সমান॥

শিমের হইল জন্ম হিমের কৃপায়।
শ্যামল ধবলকান্তি শোভিত লতায়॥
শরীরে সংলগ্ন শির অসির আকার।
শুক্তরসে যুক্ত হলে সমাদর তার॥
শীতল অথচ রুক্ষ পাকে গুরু হয়।
অধিক খাইলে পরে বল করে ক্ষয়॥

ভুঁই ফুঁড়ে 'পুঁই গাছ' হইয়াছে খাড়া।
অধম-তারণ নাম ধরে তার খাড়া॥
ক্ষুদে ক্ষুদে চিঙড়ির সহ হলে যোগ।
সুধার আস্বাদ হয় সুখের সুভোগ॥
ভেদকর শুক্রকর কফ বদ্ধ করে।
পাকেতে মধুর হয় স্নিগ্ধগুণ ধরে॥

পলাণ্ডুর শ্রেণী যেন যুদ্ধের লস্কর।
মুকুটের পর উড়ে মাথার উপর॥
ফুলে যুক্ত মূলে যুক্ত মনোহর কলি।
তিন যুগ জয় করি ধ্বজা তুলে কলি॥
যবনে ভবনে আনে যত্ন করি নানা।
তাঁহার সংযোগ বিনা, জাঁকেনাকো খানা
লুকাচুরি খেলা তাঁর হিন্দুর নিকটে।
গোপনে করেন বাস বাবুদের পেটে॥
পাকে আর রসে প্যাজ উষ্ণ নাহি হয়।
বল-বীর্য করে আর বায়ু করে ক্ষয়॥
মাংসভোজী জনের বিশেষ উপকার।
একবার যে খেয়েছে সেই জানে তার॥
প্যাজখোর যারা তারা আহারে সন্তোষ।
লোম ফুঁড়ে গন্ধ ছুটে এই বড় দোষ॥

শ্বেতকান্তি শাক-আলু অতি সুশীতল।
পৃথিবীতে ভোগ করে নিজ কর্মফল॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান।
মনোহর বৈকুণ্ঠ ভবন যাঁর স্থান॥

বিষ্ণুর করেতে থাকি, না বুঝিয়া হিত।
কলহ করিল শঙ্খ চক্রের সহিত॥
চক্র করি চক্র তার কেটে দিলে নাক।
অভিমানে ভূতলে পড়িল তাই শাঁক॥
স্বর্গ ছাড়া হয়ে তার দুঃখিত অন্তর।
লজ্জায় লুকায় মুখ মাটির ভিতর॥
সুধাময় রসে করে, ত্রিদোষ হরণ।
মুখের জড়তাহারী কে আর এমন?

বাহিরে গৌরাঙ্গ তার ভিতরেতে শাদা।
শাঁক-আলু হন যাঁর সহোদর দাদা॥
বয়সে কনিষ্ঠ হয়ে জ্যেষ্ঠ গুণ তার।
কাঁচা পাকা দিই মুখে সুখের আহার॥
ভাজা পোড়া ভাতে আর ব্যঞ্জনে নিয়োগ।
যাতে খাব তাতে পাব সুখের সুভোগ॥
পাকে লঘু গুণকর দোষ বড় নাই।
গুণ দেখে চিনিকন্দ নাম দিলে তাই॥

কমলা কমলারূপে অবনীতে এসে।
শুভদাত্রী অধিষ্ঠাত্রী বাঙালের দেশে॥
শ্রীমতীর আবির্ভাবে সুখ অবিশ্রাম।
শ্রীহট্ট হইল তাই ছিলেটের নাম॥
শ্বেতকান্তি রাঙামুখ টুপিধারী যারা।
টেবিলেতে রেস্ট নিয়া টেস্ট পান তাঁরা॥
একবার তুষ্ট যেই কমলার তারে।
অন্য ফল আর নাহি ভালো লাগে তারে॥
বায়ু পিত্ত নাশ করে মধুর অম্বল।
অরুচির রুচিকর মুখের সম্বল॥

আমড়ার চামড়ার সুবর্ণের শোভা।
সৌরভে আমোদ পেয়ে কথা কয় বোবা॥
মধুর মিষ্ট তার গুণ কব কত?
রসনা রসিক হয় রস পায় যত॥
ইচ্ছা হয় স্বভাবের ছাইপেড়ে কাটি।
অমন আমড়া ফলে কেন দিলে আঁটি॥
কিঞ্চিৎ অজীর্ণ-দোষ আম্রাতক ধরে।
বল করে তৃপ্তি করে পিত্ত কফ হরে॥

চালতা পেকেছে গাছে হইয়া সরস।
রূপে আর গন্ধে করে মোহিত মানস॥
আমাদের নিকটে আদর অতিশয়।
পূর্বদেশী লোকে করে যম বলে ভয়॥
কাঁচা বেলা মুখপ্রিয় নাহি হয় তত।
পাকার আস্বাদ-সুখ মুখে কব কত?
নূতন নোলেন গুড়ে অম্বল যে খায়।
রসের সাগরে তার মুখ ভেসে যায়॥
তারে তারে ঢোক গিলে খেতে লাগে খাসা।
রসনা রসিক হয় গন্ধে মাতে নাসা।
টক বটে কষা বটে অথচ মধুর।
স্বভাবে শীতল করে পিত্ত কফ দূর॥
কিঞ্চিৎ অজীর্ণকারী পাকে হয় গুরু।
মুখশুদ্ধিকর অতি স্বাদু কল্পতরু॥
চালিতার অম্বল যে জন নাহি খায়।
ধিক ধিক ধিক তার ধিক রসনায়॥

পেকে হল কৎবেল সুগন্ধের ধাম।
চিরপাকী দধিফল গন্ধফল নাম॥
কাঁচা বেলা বড় কিছু হিতকর নয়।
মধুর অম্বল হয় পাকার সময়॥
কতই আমোদ বাড়ে করিতে ভোজন।
শ্বাস বমি হরে করে ত্রিদোষ হরণ॥
শ্রমজাত তৃষা কৃশ হয় এই বেলে।
বদন পবিত্র হয় তারে তারে খেলে॥
ইহার পাতার গুণ কি লিখিব আর?
পাতাপোড়া রসে নাশে রক্ত-অতিসার॥

বৃক্ষের উপরে হেরে নানা কুল কুল।
লোভাকুল হয়ে মন নাহি পায় কূল॥
পাকালোভী পাকা খায় কাঁচা খায় কাঁচা।
কুলেতে অকূল লোভ বীচি নাই বাছা॥
পবনের পুত্র প্রায় অভিলাষ ভোগে।
উদর ভবনে ছাড়ে লবণের যোগে॥
রিপুর পঞ্চমে যার নারিকুলে কুল।
সমাদরে খায় সেই নারিকুলে কুল॥

বিশেষ সময়ে খেলে কুলের আচার।
কোনো ক্রমে নাহি থাকে কুলের আচার॥
গুণেতে বদর বায়ু পিত্তের নাশক।
মধুর শীতল আর মলের রেচক॥
কুলের মহিমা কথা কহিবার নয়।
আচারে অরুচি হরে করে বলক্ষয়॥
রেখে কুল খাও কুল যত সাধ লয়।
কুলাচারে কুলাচার-ধর্ম যেন রয়॥
এ কুলের কর্তা যিনি তাঁর নাই কুল।
অথচ দিলেন তিনি সকলের কুল॥
কুল দিয়ে কুল দিয়ে, যে ধরে না কুল।
অকুলসাগরে কর, তারে অনুকুল॥
অকূলে যে কূল দিলে সেই দেবে কূল।
কুল কুল করে কেন হতেছ ব্যাকুল?
যাঁহার কৃপায় তুমি খেতেছ এ কুল।
তার কাছে নাহি আর এ কুল ও কুল॥
প্রতিকূলে প্রীতি তার নহে প্রতিকূল।
সকল কূলের পতি স্বভাব অকুল॥
মনে যেন অভিমান আর নাহি রয়।
কুল শীল যত কিছু তাহে কর লয়॥

সকলের সার মেয়া ফল অতি খাসা।
বিশেষত শীতকালে যদি হয় ডাঁসা॥
কেবা জানে ডাঁসা পাকা কে-বা জানে কচি।
পেয়ারার গন্ধে হয় অরুচির রুচি॥
শাঁস বীচি দূরে থাক খেলে পরে ছাল।
একেবারে পরিতোষ তৃপ্ত হয় গাল॥
পাকা ফল পেয়ে পরে বৃদ্ধ লোক যত।
চুষে চুষে রস খায় যশ গায় কতো॥
বালকেতে যাহা পায় তাহা খায় কেড়ে।
আগে ভাগে হাত লয় মাতৃস্তন ছেড়ে॥
ডাঁসার আদর অতি যুবকের কাছে।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি বসে থাকে গাছে॥
দন্তের আহ্লাদ অতি চর্বণের কালে।
করে অতি মন্দগতি রস ঢোকে গালে॥
কিন্তু পায় তার তা'র রদনবদন।
আপনার অন্তহীন হইলে মদন॥

এ বড় আশ্চর্য ভাব ভেবে জ্ঞানলোপ।
মদন হারায়ে অন্ত প্রকাশে প্রকোপ॥
নপাঠ, নপাঠ হলে, মদন আছাড়ে।
অঙ্গহীনে অঙ্গরাগ কত রঙ্গ বাড়ে॥
এই বড় মনে খেদ দগ্ধ হই দ্বেষে।
পেয়ারা পেয়ারা হল, বেয়ারার দেশে॥
সে দেশের খোট্টালোক খেতে নাহি জানে।
কি সুখে বিরাজ তুমি করিছ সেখানে?
ছাতু খায় চানা খায় ভুট্টা খায় যারা।
তোমার আদর বল কি জানিবে তারা?
বাঙালি আছেন যাঁরা তাঁরা সেইরূপ।
সঙ্গ-দোষে অঙ্গহীন হয়েছে বিরূপ॥
স্বদেশের প্রতি আর স্নেহ কিছু নাই।
তিনি বড় বাবু হন, বাই যার বাই॥
মোহিত হয়েছে মন মিঠেনের জলে।
আধা ভেরি মেরি বাৎ খোট্টাচেলে চলে॥
মাছ ভাত খায় যারা তারা চলে বেঁকে।
কাজ কি তোমার আর সেখানেতে থেকে?
এ-দেশে বাঙালিবাবু ব্যয়কল্পে দড়।
বাড়িবে আদর অতি দর পাবে বড়ো॥
সেখানে তোমায় কেহ জিজ্ঞাসা না করে।
উঠিবে সোনার থালে বালাখানা ঘরে॥
আমরা গরিব অতি সোনা রূপা নাই।
ফলত সুফল তুমি তোমারেই চাই॥
আস্বাদন এক রূপ সম সুখ পেতে।
তোমারে ধরিব বুকে হেঁড়াচট খেতে॥
নিয়ত হাজির আমি আঁজির তলায়।
ইচ্ছা করে কোষে খাই গলায় গলায়॥
ডাঁসা খেতে খাসা লাগে কত তায় সুখ।
এখন পড়েছে দাঁত এই বড় দুখ॥
চর্বণের সুখ যত করিলে সংহার।
হায় বিধি কোথা গেল সে কাল আমার?
যে মুখে পাথর কেটে করিয়াছি চুর।
এখন হইল তার অহংকার দূর॥
বদনো বৃথায় হয় রদন বিহনে।
অদনের সুখ আর হইবে কেমনে?

এখন পড়েনি সব সবে গেছে ছটা।
উপরে রয়েছে সব নীচে আছে কটা॥
এ দাঁতে বিশ্বাস কিছু নাহি করি আর।
ভাঙন ধরিলে গাঙে রাখে সাধ্য কার?
এ কটা য-দিন আছে যে-রূপেতে পারি।
কত চেবা কতো গোলেমালে সারি॥
একেবারে হইব না এই সুখহত।
আদবুড়া-কালে খায় আদ্‌পাকা যত॥
শীতল সুস্বাদু অতি ফল অগ্নিকর।
মুখের বৈরস্য হরে বহু গুণধর॥
নাশে বায়ু পিত্ত কফ রক্ত ক্রিমি শূল।
হৃদয়ের পীড়া নাশে হয়ে অনুকূল॥
যে করিল পেয়ারায় এত গুণধাম।
তার লয়ে তার পায় করহ প্রণাম॥

দুই কন্যা অরূপ রূপের মাধুরী।
কাবেলে বিরাজ করে বেদানা সুন্দরী॥
মঙ্গল করেন তিনি মঙ্গলের দেশে।
কনিষ্ঠা দালিম নাম পাটনায় এসে॥
স্থিরচক্ষে চেয়ে দেখি উদ্যানের গাছে।
এমন মধুর ফল আর নাহি আছে॥
যত পাই তত খাই নাহি মিটে সাধ।
কিন্তু মনে দুঃখ এই বীচি যায় বাদ॥
কে বলে রসিক বিধি অতি রসময়?
রসময় হলে পরে হেন কেন হয়?
রসবোধ নাই তোর তাই বলি ছি ছি।
বিধাতা এমন ফলে কেন দিল বীচি?
উদর পবিত্র হয় যার রস খেলে।
খেতে খেতে তার বীচি দিতে হয় ফেলে!
স্বভাবের অস্ত্রযোগে অপরূপ কাটা।
চারু বর্ণে বিভূষিত চউচির ফাঠা॥
দৃষ্টমাত্র বোধ হয় কে দিয়াছে কেটে।
এমন অমৃত ফল কেন যায় ফেটে?
সুরসিক লোক সব করে অনুমান।
দেশ-দোষে দালিমের নাহি থাকে মান॥
দানাদার নহে যত খোট্টা তালকানা।
অভিমানে ফেটে তাই, দেখাতেছে দানা॥

পুনর্বার ভাবি আর এ প্রকার নয়।
বিধাতার অবিচার দেখি সমুদয়।।
যুবতীর হৃদয়েতে পয়োধর রয়।
দালিমের বাসস্থান বৃক্ষ কাঁটাময়।।
মানিনী রূপসী রামা আপনার দুখে।
অভিমানে ফেটে তাই থাকে অধোমুখে।।
দান করি ভাণ্ডারের সকল রতন।
একেবারে করিতেছে শরীর পতন।।
ফাটিবার আর এক আছে অভিপ্রায়।
ইঙ্গিতে বালকগণে করে "আয় আয়।।
আমার নিকটে আয় ওরে শিশুগণ।
মিছে কেন পান কর প্রসূতির স্তন?
চুষিলে আমার বীচি বুড়া থাকে বশে।
কোথা ইন্দু সুধাসিন্ধু একবিন্দু বসে?
আমার মধুর রস একবার খেলে।
আর তোরা হবিনেকো জননীর ছেলে।।"
শুন রে দাল্লিম এই করি নিবেদন।
আমাদের প্রতি কর প্রীতি-বিতরণ।।
স্বভাবে মহৎ তুমি উপাদেয় ফল।
সেখানে তোমার থেকে নাহি কোন ফল।।
বড় বড় বাঙালিরা যত বাবু ভেয়ে।
গাহিবে তোমার যশ গাছপাকা খেয়ে।।
সেই-তো শেষেতে তুমি স্বদেশে না রও।
পোস্তার বাজারে এসে বস্তাপচা হও।।
অন্তরে তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহ।
পচা বলে ঘৃণা করে নাহি খায় কেহ।।
'মধুবীজ, সুফল, রোচন কুচফল'।
মণিবীজ, রক্তবীজ, আর বৃত্তফল।।
নিদানে লিখিত আছে এই সব নাম।
গুণভেদে নাম দিলে বৈদ্য গুণধাম।।
সকল রোগের পথ্য পাকা হলে পর।
ত্রিদোষ বিনাশ করে হরে দাহ জ্বর।।
শুক্র, বল, বৃদ্ধি করে তারে সুমধুর।
হৃৎ, কণ্ঠ, মুখরোগ, সব করে দূর।।
শীতল অথচ উষ্ণ, পাকে লঘু হয়।
কাশ কফ পিত্ত বাত তৃষ্ণা করে ক্ষয়।।

শ্রম হরে রুচি করে অগ্নি করে পাকে।
দালিমের মহিমা জানাব আর কাকে॥
কেবল মধুর হলে হিত করে নিচু।
হইলে অম্বলমধু পিত্ত করে কিছু॥
পিত্তের জনক হয় হলে পরে টক।
ফলত সে ফল বাত-কফের নাশক॥
ডালিমের ক্ষেতে গেলে সফল নয়ন।
তাকায় সে-দিগে কেটা পাকায় যখন॥
ইচ্ছা করে শুয়ে থাকি গাছের তলায়।
কেবল আহার করি গলায় গলায়॥
দিশিতেই খুশি কত দেখি যথা তথা।
পাপমুখে কি কহিব "বেদানার" কথা?
সাধুরে "কাবেল" তোর, সদাই মঙ্গল।
মঙ্গলের দেশে এই জঙ্গলের ফল॥
বেদানার দানারস পেটে যায় যার।
সাধু সাধু সাধু তারে, করি নমস্কার॥
দেখ এর গাছ কত হিতের কারণ।
পাতা ছাল শিকড় ঔষধে প্রয়োজন॥
গাছ দেখ ফল দেখ ছাল দেখ তার।
ফলভোগ করি কর ফলের বিচার॥
চাকো চাকো রস লও ফল হাতে লয়ে।
ফলে আর বেড়াও না "ফলচাকা" হয়ে॥
তবেই সফল সব, যদি হয় ফল।
ফলেই ফলাই ফল, না হয় বিফল॥
যদি বল যে গাছেতে ফল ফলিয়াছে।
দেখিতে না পাই গাছ, কত দূরে আছে॥
কি ফল বিফল ভাই গিয়ে তার কাছে?
ফল ধরে ফল পাবে, ফল নাই গাছে॥
অনেক যতনে, তোরে রসময় আতা।

বিশেষ বিরলে বসি গড়েছেন ধাতা॥
সুচারু শ্যামল বর্ণ সুশোভিত পাতা।
মনোহর কলেবর অতি দক্ষদাতা॥
হৃদয়ে ধরেছে তোরে, বসুমতী মাতা।
প্রণাম করিছ তাঁরে করে হেঁট মাথা॥
থোপ্ থোপ্ টোপ গাঁথা, সকল শরীরে।
কেমকের ছাতা যেন, প্রকৃতির শিরে॥

থাকে না রসের লেশ, নব অনুরাগে।
ফুটিফাটা হয়ে যাও পাকিবার আগে॥
তখন বিচিত্র এক রূপ যায় দেখা।
নীরদ ধরেছে যেন পারদের রেখা॥
যার বাড়ি বাস কর সিদ্ধ তার ভিটে।
ত্রিজগতে কিছু নাই তোর মতো মিঠে॥
কোথায় পায়স ক্ষীর কোথা গুড়পিটে?
ছোট ছোট কুষি চুষি মুখে দিয়ে ছিটে॥
যত খাই তত আরো সাধ নাই মিটে।
বীচিভরা সমুদয় কত পাব সিটে?
মনে মনে অতিশয় খেদ আছে ভাই।
পাখির দৌরাত্ম্যে নাহি গাছপাকা পাই॥
এমন বজ্জাত চোর আর নাকি আছে।
উড়ে এসে জুড়ে বসে সমুদয় গাছে॥
কিচিমিচি ডাক ছাড়ে বিষম বিকট।
ভোজ্‌পুর কোথা আছে তাদের নিকট?
গাছেতে পাকিলে তুমি মানুষে না পায়।
যোগেযাগে জাগ দিয়া তোমায় পাকায়॥
যেরূপেতে পাক তুমি ক্ষতি তাহে নাই।
আশার সময়ে তোরে, খেতে যেন পাই॥
বায়ু পিত্ত উভয়ে তোমাতে হয় হত।
কিঞ্চিৎ বিরাগ করে কফোধেতো যত॥
দেখিলে তোমার মুখ লোভ অতি বাড়ে।
বিকার স্বীকার তবু তোমায় না ছাড়ে॥
পবনের প্রবলতা আমাদের ধেতে।
কোনোরূপে ভয় নাই কত সুখ খেতে॥
শিশিরে দোফলা তুমি অতি সুমধুর।
মুখে গিয়ে অরুচির রুচি করে দূর॥
এসেছে কাবেল হতে সুধার আঙুর!
মানস মোহিত, হেরে, রূপের ভাণ্ডুর॥
সমাদরে রাখে তারে কৌটার ভিতর।
তুলার তোষক গদি করে থর থর॥
তথাচ গলিয়া যায় এমন কোমল।
রুচির রজতরূপ করে ঝলমল॥
বহুমূল্য ফল এই তুল্য যার নেই।
সাধ পূরে স্বাদ লয় ভাগ্যধর যেই॥

গরিবে জানে না নাম দূরে থাক্ মুট্।
দাম শুনে রাম বলে উঠে দেয় ছুট॥
বধূর অধরে এত মধুর কি আছে?
সুরসের উপমেয় হবে এর কাছে?
মৃতকে অমৃত করে অমৃতের কোষ।
সমুদয় গুণময় কিছু নাই দোষ॥
রোগভেদে পথ্য নয় করিব স্বীকার।
দেহ যার সুস্থ তার সুখের আহার॥
গালে দিয়ে স্থির হবে যে লইবে তার।
সে জন জানিবে শুধু কত গুণ তার॥
স্মরিবে বিভুর গুণ মন করি স্থির।
গলিবে প্রেমের রসে টলিবে শরীর॥

সুখের সুফল পেস্তা বাঁচি নাই বাছা।
কুট্ কুট্ দাঁতে কেটে খেয়ে ফেল কাঁচা॥
ভাজিলে সুস্বাদ আরো সোঁদা গন্ধ ছোটে।
ভোজনের কালে মনে কত সুখ ওঠে॥
পেস্তার মেঠাই অতি উপাদেয় হয়।
আস্বাদনে তার সম আর কিছু নয়॥
পাকে গুরু, গুণেতে গরম অতিশয়।
"বল-বীর্য" বৃদ্ধি করে পিত্ত করে ক্ষয়॥
আর আর যত মেয়া পেকেছে এ শীতে।
সকলেরি জন্মলাভ আমাদের হিতে॥
কত তা'র সুখভোগ যে করে আহার।
পণ পেয়ে বিক্রেতার কত উপকার॥
কতরূপে কৃষকের হতেছে কুশল।
বণিকের বাণিজ্যেতে মানস সফল॥
তাম্রকূট তরু চারু, দৃশ্য সুখ তায়।
সার সারি বাতাসের সুরে সারি গায়॥
এক পত্রে কত গুণ পত্রে লেখা ভার।
সেই জানে, যে পেয়েছে, তামাকের তার॥
শুকাইলে পত্র তায় গুড় মিশাইয়া।
ফুড়ুক ফুড়ুক টানি গুড়ুকে করিয়া॥
কত কত মহীপাল উজির নবাব।
তামাকে আদর করে ফেলিয়া কাবাব॥
শ্রম চিন্তা উভয়ের বিশ্রামের বাটি।
বুদ্ধির প্রদীপে ইনি, উদ্দিবার কাঠি॥

বড় বড় সাহেবেরা, করেতে ধরিয়া।
মধুর অধরে ধরে চুরুট করিয়া॥
ধূম্রপান আস্বাদান যে জন না পান।
বদন-সদনে দেন যুক্ত করি পান॥
সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অধ্যাপক যাঁরা।
সদাকাল সন্ধি করি, সঙ্গে লন তাঁরা॥
না লইলে সর্বনাশ নাম তার 'নাশ'।
বিচারের স্থানে হয় বুদ্ধিশুদ্ধি নাশ॥
পণ্ডিতেরা আছে শুদ্ধ নস্যগুণে বেঁচে।
নাকে দিয়া রাখে প্রাণ হ্যাঁচ হ্যাঁচ হেঁচে॥
বিশেষত ধনীলোকে সার গুণ জানে।
পেঁচাও কৌশল আসে পেঁচোয়ার টানে॥
আল্‌বোলা বোল্‌বোলা বৃদ্ধি খুব পায়া।
শীতকালে বন্ধু তার তাম্রকূট ভায়া॥
মোটাবুদ্ধি মোটা টান দুঃখী সব হাবা।
আমাদের ত্রাণকর্তা থেলো আর ডাবা॥
এ শীতে শীতল হয়ে ধনের অভাবে।
কড়া টেনে কড়া হই কড়ার হিসাবে॥
শিশিরে তামাকে টান যে জন না লয়।
ভাবি তার কিরূপেতে দিনপাত হয়॥
ক্ষণমাত্র যুক্ত নহে ধূম্র আর জলে।
বুদ্ধির জাহাজ তার কিরূপেতে চলে?
নাসে নাশে পিত্ত, কফ, বায়ু রাখে স্থির।
ধূম্রপানে সুখী হন সফল সুধীর॥
মুখ-রোগ হরে করে দাঁতের কুশল।
দন্তরোগে রোগী নয় "চুরুটে" সফল॥
দিবানিশি "পিকা" খায় জ্বালিয়া অনলে।
দাঁতপড়া বাড়া নাই উড়ের মহলে॥
যত সব নারী নর দোক্তা খায় পানে।
দন্ত-সুখ, মুখ-সুখ তার ভালো জানে॥
রসে তিক্ত, ক্রিমির কাস-রোগের নাশক।
সততই রুচিকর অগ্নির দীপক॥
গুড়ুকের গুণ মুখে ব্যাখ্যা নাহি হয়।
শোকহর প্রেমকর প্রিয় অতিশয়॥
পুলকে পূরিত করে কবির হৃদয়।
টানিতে টানিতে ভাবে, ভাবের উদয়॥

ভাব হয় অনুকূল রচন বচনে।
যত টানি টানাটানি নাহি হয় মনে।।
বল করে বুদ্ধি করে করে পরিপাক।
কেমনে ভুলিব আমি এমন তামাক?
যে করে লেখক হয়ে ভাবের প্রয়াস।
মন খুলে হোক্ সেই গুড়ুকের দাস।।
কফ, আমজ্বর, হরে শুদ্ধ করে মুখ।
কোনরূপে দুঃখ নাই সব দিকে সুখ।।
গীতবাদ্য নৃত্য যারা করে আলোচন।
তামাক তাদের পক্ষে পরম রতন।।
এ তামাকে যে করিল এত গুণময়।
তার প্রেমে মন আর প্রাণ কর লয়।।

রজনী বেড়েছে শীতে ভোগের কারণে।
অভয়ে আমিষ খাও হরষিত মনে।।
কয় মাস খাও মাস উদর ভরিয়া।
যত পার খাও মাছ যতন করিয়া।।
পরিপাক পাবে সব করিলে আহার।
অমল হয়েছে জল ভাবনা কি আর?
নিশিতে নিদ্রার আর কে করে ব্যাঘাত।
ঘুমে চোখ পচে তবু না হয় প্রভাত।।
প্রাতে উঠে ঘুরে-ফিরে ফিরে এলে ঘর।
তখনি হইতে হয় ক্ষুধায় কাতর।।
মাস মাছ ডিম খাও রুচি যার যাতে।
সকলি কুশলকর রুটি আর ভাতে।।

এই শীতে "হংসবীজ" অতি মনোহর।
পাকে লঘু, বাতহর, বলবীর্যকর।।
রূপেতে মোহিত করে মহিমা অসীম।
সর্বদোষ নাশ করে এ হাঁসের ডিম।।
সিদ্ধ খাও ভাজা খাও সব দিকে হিত।
ব্যঞ্জন করিয়া খাও আলুর সহিত।।
অতিশয় রুচিকর এ বীজের "দম"।
গোটাকত খেতে হলে নিতে হয় দম।।
ঘৃণায় যে নাহি খায় এ হাঁসের ডিম।
মরুক্ সে চিরকাল খেয়ে তেতো নিম।।
বৃথায় রসনা তার বৃথা তার মুখ।
কোনোকালে নাহি পায় আহারের সুখ।।

ডিমভরা কাঁকড়া এ শিশির সময়।
আহারেতে উপাদেয় অতি সুধাময়॥
সে ডিমের গুণ আমি কি কব বদনে?
মোহিত হয়েছে মন লোহিত বরণে॥
ডিম খাও শাঁস খাও খোসা দাও ফেলে।
বল করে বায়ু হরে পিত্ত হরে খেলে॥
বিশেষ রয়েছে গুণ কাঁকড়ার মাসে।
হাড়েতে জন্মিলে দোষ সেই দোষ নাশে॥
যে-রূপে রাঁধিয়া খাও উপকার হয়।
অলাবুর সহ তার অধিক প্রণয়॥
ভাগ্য যার ভালো সেই খেয়ে গায় যশ।
মর্কট জানিবে কি সে কর্কটের রস?

জলের ভিতরে মাছ, কত রসভরা।
দাড়ি গোঁফ জটাধারী জামাজোড়া পরা॥
শিরে অসি কাঁটাহীন গন্ধ নাই গায়।
আগা গোড়া মধুমাখা মধু তার পায়॥
বিশেষত শীতকালে অমৃতের খনি।
আমিষের সভাপতি মীন শিরোমণি॥
গলদা চিংড়ি মাছ, নাম যার 'মোচা'।
পড়েছে চরণতলে এলাইয়া কোঁচা॥
কালিয়ে পোলাও রাঁধো রাঁধো লাউ দিয়া।
ভাতে খাও ভেজে খাও হবে মুখপ্রিয়া॥
ভিতরে থাকিলে ডিম কি কহিব আর?
ত্রিভুবনে নাই হেন সুধার আহার॥
স্বভাবে রোচক হয়ে বল বৃদ্ধি করে।
স্বাদে সুধা, পাকে গুরু, মেদ পিত্ত হরে॥
দীনের তারণকারী চিঙড়ির ঘুষো।
সুমধুর বাতহর পয়সায় দুশো॥
মূলক বেগুন শাক যাতে তাতে লহ।
সমভাবে সদালাপ সকলের সহ॥
অধম পুঁয়ের ডাটা তারে নিয়া তারে।
ব্যঞ্জন মজাতে আর এমন কে পারে?

শুকায়েছে ঝিল বিল খানা সরোবর।
বাজারে বিক্রয় হয়, চুনা বহুতর॥
টেংরা মৌরলা পুঁটি বেলে আর চাঁপা।
পাঁকাল প্রভৃতি কত রাঙা কালো সাদা॥

এই শীতে তারা অতি উপকারী হয়।
গ্রহণীরোগের পথ্য নাশে দোষত্রয়॥
স্বাদুরসা লঘুপাকা রুচিকর আর।
বল, শুক্র, করে করে বাতের সংহার॥
কে জানে অম্বল ঝোল কে-বা জানে ভাজা।
যাতে খাও তাতে সুখ যদি হয় তাজা॥

মীনরাজ রোহিত অহিতকর নয়।
সমভাবে সমাদর সকল সময়॥
বিশেষ বেড়েছে গুণ, শীতকাল পেয়ে।
হয়েছে সে অতি মিঠে মিঠে জল খেয়ে॥
কাতলা মৃগেল আদি বড় মাছ যত।
রুয়ের শ্রীপদদলে সবাই প্রণত॥
কতরূপ সুখোদয় ভোজনের বেলা।
তেল, কাঁটা, আদি করি নাহি যায় বেলা॥
কামুকের কত সুখ কুলটার কোলে।
রসনা যে সুখ পায় এ মাছের ঝোলে॥
পলান্নের রাজা মাছ না হয় এমন।
সুধার আধার এই রুয়ের ব্যঞ্জন॥
বল দেয় বুদ্ধি দেয় বাত নাশ করে।
নয়নের জ্যোতি বাড়ে মুড়া খেলে পরে॥
চক্ষুরোগা যারা তারা গুণ জানে ভালো।
মুড়া খেয়ে সুখে দেখে অন্ধকারে আলো॥
যার জলাশয়ে রুই করেন বিহার।
সাধু সাধু সাধু সেই মানবের সার॥

লাউ আলু বেগুন বাজারে দেখে ডাঁই।
কই কই? কই কই? করিছে সবাই॥
কেহ যদি কহে ওই আসিয়াছে কই।
দেখিতে দেখিতে শেষ করে কই কই॥
কেহ কয় কাঁটাময় শাঁস তাতে কই।
এই হেতু এই কই নাম পেলে কই?
আমি কই এর সম ত্রিজগতে কই।
কই নামে নাম দিয়া কই কই কই॥
সকল গুণের নিধি দোষ ইথে কই?
যত পার পেট ভরে সুখে খাও কই॥
এমন মধুর মাছ নাহি হয় আর।
রোগী ভোগী উভয়ের সম উপকার॥

যুবকের কত সুখ যুবতীর কোলে?
কতবা অমৃত আছে বালকের বোলে?
কতবা আমোদ হয় পূর্ণিমার দোলে।
সকল আমোদ এই মাগুরের ঝোলে॥
বায়ু নাশ করে হরে অর্শ অতিসার।
অথচ করে না কফ পিত্তের সঞ্চার॥
মাগুরের ছোট ভাই শিঙি নাম যার।
হিন্দুর নিকটে নাই সমাদর তার॥
ফলে হয় গুণময় ইহার সমান।
যবনে মহিমা জানি রাখিয়াছে মান॥

ভেটকি, ভাঙ্গন বাটা পারিসার ঝাঁক।
আমলেট্ আদি করি মাছের কি জাঁক॥
বাজারে বাজারে দেখ সবার আদর।
সকলেই কিনিতেছে দিয়া দুনা দর॥
লোনা গাঙে জন্ম লয়ে এ সকল মীন।
হইতেছে আমাদের পেটের অধীন॥
সকল সুখাদ্য হয় অতি উপকারী।
পৃথকের গুণে আমি যাই বলিহারি॥
শীতকালে সুখী সেই কড়ি আছে যার।
ধনের যোগেতে হয় ভোগের আহার॥
ভবন যাঁহার ভরা ধান্য আর ধনে।
অনায়াসে কিনে খায় যাহা লয় মনে॥
পাড়াগাঁয়ে গঙ্গাতীরে যারা করে বাস।
ভালোরূপে খায় তারা এই কয় মাস॥
উঠিয়াছে নেটাবেলে বেলে গুড়গুড়ি।
এক আনা পণে পাই মাছ এক ঝুড়ি॥
বেগুনেতে মজে ভালো চড়চড়ি তার।
ভুলিতে কি পারে কভু, যে পেয়েছে তার?
হলুদের জলে গুলে এক ফোঁটা ঝাল।
শুধু চড়চড়ি কর, কাঠে দিয়া জ্বাল॥
এমন মধুর আর পাবে না পাবে না।
হেন সুখসেব্য আর, খাবে না খাবে না॥
নগরের ধনী লোক খেতে নাহি পান।
উত্তরে মিঠেন জলে বসতির স্থান।
ভাগ্যধর দূরে থাক সে দেশের দীন।
এ শীতে আহারে দুঃখী নহে কোনো দিন॥

তাজা তাজা তরকারি তাহে নেটেবেলে।
অমৃতের স্বাদ পেয়ে পেটে দেয় ফেলে॥
মিছে মরি গুণ লিখে খেতে নাহি পাই।
ইচ্ছা করে এখনি নগর ছেড়ে যাই॥
সে দেশে আমার বাস যে দেশে এ মাছ।
মেছুনির কাছে গিয়া কিনি বাছে বাছ॥
বুকে করি নিয়ে আসি নিজে রাঁধি ভাই।
সাধ পূরে একদিন পেটে ভরে খাই॥
মনে মনে আশা তাই এই বেলা যেতে।
শীতকাল গেলে আর পাবনাকো খেতে॥
আহারের কালে হয় অতিশয় তোষ।
প্রতি গ্রাসে মুড়া খাই কিছু নাই দোষ॥

নয়ন জুড়ায় দেখে অতি প্রেমকর।
খয়রার পেট যেন ময়রার ঘর॥
অড়রের ডেলে তার তার যায় মেতে।
তাজা তাজা খর-ভাজা মজা বড় খেতে॥
মানবের উপাদেয় আহার-কারণ।
জলে করিলেন বিভু মীনের সৃজন॥
সব দিকে উপকারী এই জলচর।
আহার ঔষধ মীন পথ্য শুভকর॥
সলিল-শাখীর এই ফল সুধাময়।
দেবের দুর্লভ ধন এমন কি হয়?
যে দেশেতে যে প্রকার খাদ্য হয় বিধি।
সে দেশে প্রচুর তাই দিয়াছেন বিধি॥
ভাত মাছ খেয়ে বাঁচে বাঙালি সকল।
ধানভরা ভূমি তাই মাছভরা জল॥
এ দেশের খাদ্য এই যদি নাহি হবে।
এত ধান এত মাছ কেন বল তবে?
যে করিছে শস্য আর মাছ বিতরণ।
কৃতজ্ঞতা-রসে তার ডুবে রও মন॥

মৃগ মেষ ছাগ কূর্ম পাখি জলচর।
কয় মাস কয় মাস অতি শিবকর॥
মাংসের বিশেষ গুণ নিদানে প্রকাশে।
বল করে রুচি করে কফ করে মাসে॥
শ্রমী আর অগ্নিবলী এই দুজনার।
তরস (মাংস) ভোজনে হয় কত উপকার॥

অজীর্ণ গ্রহণী অর্শ আর যক্ষ্মাকাস।
এ সব বিনাশ করে প্রসহের [হিংস্রক পক্ষী ও পশু] মাস॥
সকল প্রসহ মৃগ ভালো কিছু নয়।
তাই খাবে শুভ আর প্রেম যাহে হয়॥

ছাগল ভোজনে হয় পাগল সবাই।
যার চেয়ে প্রেমকর রক্তকর নাই॥
অতিশয় সুশীতল পাকে হয় ভার।
নহে বায়ু-পিত্ত-কফ দোষের আধার॥
মেষমাসে ভার বটে শীতল, মধুর।
আহারে আহ্লাদ বাড়ে দুঃখ হয় দূর॥
তরুণ মেষের অতি মনোহর ক্ষীর (মাংস)।
তার কাছে কোথা আছে চিনিমাখা ক্ষীর॥

বনচর বনচর পাখি আছে যত।
হরিলাল চকা ডাক অদি শত শত॥
এ সব আহারে হয় দেহের কুশল।
ক্ষীণতা বিনাশ করে বৃদ্ধি করে বল॥

কত মতে শুভ হয় কচ্ছপের মাসে।
বল-মেধা-স্মৃতিকর শোথ-দোষ নাশে॥
সহজে কোমল অতি নানা গুণধর।
বাতহর শুক্রকর নেত্র হিতকর॥

শিশিরে মৃগের মাস প্রিয় অতিশয়।
বাত হরে অগ্নি করে পাকে লঘু হয়॥
সন্নিপাত হরে করে শরীর সবল।
ছয় রসে অনুকূল, মধুর শীতল॥
কফ পিত্ত হরে করে ত্রিদোষ খণ্ডন।
আহা মরি কত গুণ ধরে সুলোচন॥
কৈলাস-শিখরে থেকে, হয়ে হৃষ্টমন।
হরিণ (শিব) করেন সুখে হরিণ ভোজন॥
অতিশয় প্রিয় ভেবে এই কৃষ্ণতার [হরিণ]।
কতবার লয়েছেন কৃষ্ণ তা'র তার॥
মৃগয়ার ছলে বধি কাননে হরিণ।
আনন্দে দিলেন তাহা উদরে হরিণ [বিষ্ণু]॥
এ হরিণ বাসি হলে মন্দ নাহি লাগে।
বিচালির সহ জলে সিদ্ধ করো আগে॥

পরে সেই জল আর খড়গুলি ফেলে।
ভালো কোরে ভেজে লও সরিষার তেলে॥
মেটে আর পচাগন্ধ দূর হবে তায়।
রীতিমতো রাঁধো শেষ ঘৃতামসলায়॥
পচা মাসে পুঁই-খাঁড়া সুধার সমান।
সেই জন সুখে খায় যে জানে সন্ধান॥
কাননের নিকটেতে বাস করে যারা।
তাজা তাজা মৃগমাস খেতে পায় তারা॥
পোকাপড়া পচাসড়া হেথা আসে যত।
পচা খেয়ে গুণ তার রচা গাবে আর কত॥

মাংসভোগ রাজভোগ ভোগের প্রধান।
আহারেতে নাহি কিছু, ইহার সমান॥
বলকর বুদ্ধিকর সর্বগুণধর।
হৃদয়-প্রফুল্লকর সদা সুখকর॥
যে মাসে যাহার রুচি তাই খাও সুখে।
কোনোকালে নিন্দা-কথা এনোনাকো মুখে॥
ছাগ-মেষ-মৃগ-শৃঙ্গী খাবে প্রেমভরে।
আহারের পাঠ যেন না উঠে উপরে॥
তাহাতে যে সব দোষ জানেন প্রবীণ।
সাবধান পথে চল সকল নবীন॥
জীবন হতেছে রক্ষা যার দুগ্ধ খেয়ে।
কল্যাণকারিণী সেই, জননীর চেয়ে॥
শাস্ত্রে যাহা মানা করে যুক্তি তায় নানা।
বিচার করিলে যায় সহজেই জানা॥
নিত্য যারা মাস খায় হয়ে প্রেমাধীন।
বলী তারা জ্ঞানী তারা সদাই স্বাধীন॥
যে নর না মাংস খায় পেয়ে কলেবর।
বৃথায় শরীর তার বৃথায় উদর॥
আমিষ আহারীদলে কোন দুখ নাই।
মাংসভোজী পশু পাখি সবল সবাই॥
"ইউরোপ আদি করি ব্রহ্ম আর চীন"।
মাংসবলে বাহুবলে সদাই স্বাধীন॥
ভারতে যখন ছিল ব্যবহার কীর।
বোদ্ধা ছিল যোদ্ধা ছিল সবে ছিল বীর॥
ধন, মান, যশ, ভাগ্য স্বাধীনতা সুখ।
সমুদয় ছিল, নাহি ছিল কোন দুখ॥

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র চতুষ্টয়।
ছিলেন আমিষভোজী হিন্দু সমুদয়॥
প্রচুর প্রমাণ তার নানা গ্রন্থে আছে।
সকলেই প্রিয় ছিল মাসে আর মাছে॥
মাংস মাছ হিতকর যদ্যপি না হবে।
বৈদ্যশাস্ত্রে এত গুণ কেন লেখে তবে?
সব দেশে সব শাস্ত্রে ভিষক্ নিপুণ।
লিখেছে বিশেষ করে আমিষের গুণ॥
আমিষ-ভোজনে যদি, না হইত শিব।
বিস্তারিয়া গুণ কেন লিখিবেন শিব?
যে মানব ঘৃণা করে আমিষ আহারে।
পশু বলে সম্বোধন করেছেন তারে॥
জীবের কারণে হল জীব বহুতর।
খাদ্য আর খাদক-সম্বন্ধ পরস্পর॥
প্রকৃতির শাস্ত্র দেখ শাস্ত্র বটে এই।
যুক্তির বিচারে কোন ব্যতিক্রম নেই॥
ঈশ্বরের অভিপ্রায় মাংস খাবে নর।
সুন্দর কৌশল তাই মুখের ভিতর॥
রদনে অদন-সুখ বদনে প্রকাশে।
"পশুরাজ-দন্ত" সম দন্ত দুই পাশে॥
প্রমাণ প্রত্যক্ষ দেখে ভ্রান্ত তবু জীব।
হায় হায়! নাহি বুঝে নিজ নিজ শিব॥
এ মতের বিপরীত কথা যারা কয়।
তাদের সে নীচ উক্তি গ্রহণীয় নয়॥
সে যে মত মত নহে, মন্দ অতিশয়।
কে বলে অক্ষয়-মত কে বলে অক্ষয়?
প্রণিধান কর সবে গুণের বিচারে।
সে মত অক্ষয় হলে ক্ষয় বলি কারে?
অক্ষয়, অক্ষয় মত ভেবে ভ্রমে রয়।
ক্ষয় যাতে ক্ষয় পায় সে নয় অক্ষয়?
আমিষ অবিধি বলে যে করেছে গোল।
সে এখন নিত্য খায়, শামুকের ঝোল॥
নদে শান্তিপুর ফিরে ফিরিয়া হুগলি।
শেষ করিয়াছে যত দেশের গুগলি॥
নিরামিষ আহারেতে ঠেকেছেন শিখে।
ঘুরিতেছে মাথামুণ্ড মাথামুণ্ড লিখে॥

কোথা তাঁর "বাহ্যবস্তু" মানব-প্রকৃতি।
এখন ঘটেছে তায় বিষম বিকৃতি॥
উদরের রোগে আর অর্শে পায় দুখ।
দিবানিশি মাথা ঘোরে সদাই অসুখ॥
মত চালাবার তরে লিখিলেন বই।
এখন সে লিখিবার শক্তি তাঁর কই?
কলম ধরিলে হাতে, মাথা যায় ঘুরে।
রচনার কালে আর কথা নাহি স্ফুরে॥
মাস মাছ বিনা আগে ছিল না আহার।
কিছুদিন করিলেন বিপরীত তা'র॥
শেষেতে পেলেন তা'র সমুচিত ফল।
ভাসালেন বল বুদ্ধি হাসালেন দল॥
সমাজ হাসিছে তাঁর, ভাব এঁচে এঁচে।
ঘরে তুলে পাকা ঘুঁটি বসিলেন কেঁচে॥
দায়ে পড়ে পূর্বাভাব ধরিলেন পিছু।
শুধু মাছ মাস নয় আরো আছে কিছু॥
সমুদয় ফুটে লেখা না হয় বিহিত।
মশলা চলেছে কত পানের সহিত॥
ছেড়ে দাও ছেলে-খেলা ফেলে দাও "কুম"।
মাস মাছ ভাত খেয়ে সুখে দাও ঘুম॥
করোনাকো ধুমধাম টুমটাম আর।
ছিঁড়ে ফেল "বাহ্যবস্তু" সে মত অসার॥
মাখিতেছ "বিষ্ণুতেল" তাই মাখ গায়।
আর যেন ভেবে ভেবে নাহি ঘটে দায়॥
পাক্‌তেল মাখ আর নিত্য কর স্নান।
সেরূপ আহার কর যা হয় বিধান॥
কোটি কোটি গ্রন্থকার লিখিছেন যাহা।
"কুম" ধরে একা কেন কাট তুমি তাহা?
মনে কর যতদিন সৃষ্টির বয়েস।
ততদিন আছে এই মতের আদেশ॥
দ্রব্যের যে গুণ হয় সব যায় জানা।
যাহে যার রুচি কেন তুমি কর মানা?
দেশ, দেহ, রোগ, ভেদে খাদ্যের বিধান।
কেমনে করিবে তুমি বিরূপ প্রমাণ?

গুরু হয়ে উপদেশে করিয়াছ গোঁড়া।
মিছা মতে আনিয়াছ গোটা কত ছোঁড়া॥
তোমার হইয়া চেলা গুরু যারা বলে।
তারা যেন এই মতে আর নহি চলে॥
ওহে ভাই, যদি চাও, নিজ উপকার।
অক্ষয়ের মতে ভবে চলোনাকো আর॥
শেষে তুমি চেলা হও মন করি কথা।
আগে গিয়ে দেখে এসো গুরুজির দশা॥
সেই গুরু, গুরু হয়, গুরু বোধ যার।
গুরু নিজে লঘু হলে কিসে হবে ভার?
"রাজসিক" এই ভোগ দিয়াছেন যিনি।
নানারূপে জ্ঞানময়, দয়াময় তিনি॥
ইথে যদি না হইবে, মঙ্গল তোমার।
জ্ঞানী লোকে করিত না বিধান প্রচার॥
যিনি সর্বশিবময় সর্বমূলাধার।
ভোগ পেয়ে কর তাঁর মহিমা প্রচার॥

কোনো দিকে নাহি দেখি কিছুর অভাব।
সমুদায় সম্পাদন, করিছে স্বভাব॥
সর্বকালে ভবধব দীন দয়াময়।
সমভাবে আমাদের আছেন সদয়॥
বিশেষ এ শীতকালে দয়া দেখ তাঁর।
করিলেন ধরণীরে শস্যের ভাণ্ডার॥
ফল, মূল, শস্য কত, আমাদের দেশে।
আগে খাও পরমান্ন পরমান্ন শেষে॥
আস্বাদনে রসময়ী হইবে রসনা।
মন খুলে কর তাঁর, মহিমা ঘোষণা॥
প্রণয় পীযুষ তাঁর সুখে কর পান।
ভাবভরে উচ্চস্বরে কর গুণগান॥
ডাকো তাঁরে কৃপাময় প্রাণনাথ বলে।
কৃতজ্ঞতা-রসে যাও একেবারে গলে॥

পাঁটা

রসভরা রসময়, রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি, হয়েছি পাগল॥
স্বর্ণকুক্ষী রত্নগর্ভা, জননী তোমার।
উদরে তোমায় ধরে ধন্য গুণ তার॥
তুমি যার পেটে যাও, সেই পুণ্যবান।
সাধু সাধু সাধু তুমি, ছাগীর সন্তান॥
ত্রিতাপেতে তরে লোক, তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ, নিজ মুণ্ড দিয়া॥
চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি, গালে নাই গোঁপ।
শৃঙ্গ খাড়া ছাড়া ছাড়া, লোমে লোমে থোপ॥
সে সময়ে অপরূপ, মনোলোভা শোভা।
দৃষ্টি মাত্র নেড়ে গাত্র, কথা কয় বোবা॥
স্বর্গ এক উপসর্গ, ফল তাহে কলা।
দিবানিশি পড়ে থাকি, ধরে তোর গলা॥
চারি পায়ে ছাঁদ দিয়া, তুলে রাখি বুকে।
হাতে হাতে স্বর্গ পাই, বোকা গন্ধ শুঁকে॥
শুধু যায় পেট ভরে, পাঁটারাম দাদা।
ভোজনের কালে যদি, কাছে থাকো বাঁধা॥
সাদা কালো কটারূপ, বলিহারি গুণে।
সাত পাত ভাত মারি, ভ্যা ভ্যা রব শুনে॥
মহিমায় নাম ধর, শ্রীমহাপ্রসাদ।
তোমার প্রসাদে যায়, সকল বিষাদ॥
ঝাল দিতে কাল যায়, লাল পড়ে গালে।
কাটনা কামাই হয়, বাটনার কালে॥
ইচ্ছা করে কাঁচা খাই, সমুদয় লয়ে।
হাড়শুদ্ধ গিলে ফেলি, হাড়গিলে হয়ে॥
মজ্জাদাতা অজা তোর কি লিখিব যশ?
যত চুষি তত খুশি হাড়ে হাড়ে রস॥
গিলে গিলে ঝোল খায় আস্বাদনহত।
তাদের জীবন বৃথা দাঁতপড়া যত॥
এমন পাঁটার মাস নাহি খায় যারা।
মরে যেন ছাগী-গর্ভে জন্ম লয় তারা॥
দেখিয়া ছাগের গুণ করে অভিমান।
হইলেন বরারূপ নিজে ভগবান॥

তথাচ যবন হিন্দু করে অপমান।
ইংরাজে কেবল তাঁর রাখিয়াছে মান॥
হোটেলে বিক্রয় হয় নাম ধরে হ্যাম্।
পচাগন্ধে প্রাণ যায় ড্যাম্ ড্যাম্ ড্যাম্॥
অদ্যাপি শ্রীহরি সেই অভিমান লয়ে।
লুকায়ে আছেন জলে কূর্ম মীন হয়ে॥
কচ্ছপ সে জুজুবুড়ি তারে কেবা যাচে?
মাছে কিছু আছে মান বাঙালির কাছে॥
কিন্তু মাছ পাঁটার নিকটে কোথা রয়?
দাসদাস তস্য দাস তস্য দাস নয়॥
এই দুই তিন চারি ছেড়ে দেহ ছয়।
পাঁচেরে করিলে হাতে রিপু রিপু নয়॥
তথ্য ছাড়া পথ্য সেই অতি পরিপাটি।
বাবু সেজে পাটির উপরে রাখি পাটি॥
পাত্র হয়ে পাত্র লয়ে ঢোলে মারি চাটি।
ঝোলমাখা মাস নিয়া চাটি করে চাটি॥
টুকি টাকি টুক্ টুক্ মুখে দিই মেটে।
যত পাই তত খাই সাধ নাহি মেটে॥
ঝোলের সহিত দিলে গোটা গোটা আলু।
লক্ লক্ লোলো লোলো জিব হয় লালু॥
সাবাস সাবাস রে সাবাসী তোরে অজা।
ত্রিভুবনে তোর কাছে কিছু নাই মজা॥
কোনো অংশে বড়ো নয় কেহ তোর চেয়ে।
এত গুণ ধরিয়াছ পাতা ঘাস খেয়ে॥
মহত্তের কার্য কর গরিবানা চেলে।
না জানি কি হতো আরো ঘৃত ক্ষীর খেলে।
বিশেষ মহিমা তব কি কব জবানী।
জানেন কিঞ্চিৎ গুণ ভাঁড়ে মা ভবানী॥
বৃথায় তিলক ধরে ছাই ভস্ম খেয়ে।
কসাই অনেক ভালো গোঁসায়ের চেয়ে॥
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিতা।
ছাগ-মাংস-রক্তে তিনি সদাই মোহিতা॥
ছলে এক মন্ত্র বলি বলিদান লয়ে।
খান দেবী পিতৃ-মাতা বিশ্বমাতা হয়ে॥
দক্ষযজ্ঞে প্রাণ ত্যাজি খণ্ড খণ্ড হয়ে।
করিলেন ভুক্তিনাশ কালীঘাটে রয়ে॥

প্রতি কোপে যত পাঁটা বলিদান করে।
দেবী-বরে জন্মে তারা • • ঘরে॥
এক জন্মে মাংস দিয়া আর জন্মে খায়।
কলির দেবল হয়ে কালী-গুণ গায়॥
প্রণমামি মা কালীকা তোমার চরণে।
পেটভরে পাঁটা দিয়ো যত যাত্রিগণে॥
প্রণমামি সুখদাত্রী ছাগপ্রসবিনী।
অদ্যাবধি না হইবা কন্যার জননী॥
প্রণমামি কালীঘাট যথা মাতা কালী।
প্রণমামি মুদি-পদে বেচে যারা ডালি॥
ধন্য ধন্য কর্মকার ধন্য তুমি খাঁড়া।
প্রণমামি তব পদে দিয়া গাত্র নাড়া॥
এমন সুখের ছাগে করে যেই দ্বেষ।
তাড়াইব তারে আমি ছাড়াইব দেশ॥
বাছিয়া পাঁটার হাড় গেঁথে তার মালা।
বানাইব কুঁড়াজালি দিয়া ছাগ-ছালা॥
নামাবলী বহির্বাস নিয়া করতলে।
ভালো করে ছোপাইব রুধিরের জলে॥
সাজাইব গোঁড়াগণে দিয়া রক্ত-ছাব।
পশু-গন্ধে পশুদের যাবে পশু-ভাব॥
ফের যদি করে দ্বেষ হয়ে প্রতিবাদী।
ঘুচাব গোঁড়ামি রোগ দিয়া ছাগনাদী॥
অনুমতি কর ছাগ উদরেতে গিয়া।
অন্তে যেন প্রাণ যায় তব নাম নিয়া॥
মুখে বলি গঙ্গা-নারায়ণ-ব্রহ্ম-হরি।
পাঁটামাস খেতে খেতে বিছানায় মরি॥
তাহাতেই মুক্তি লাভ মুক্তি নাই আর।
নিতান্ত কৃতান্ত হয় পদানত তার॥
হায় একি অপরূপ বিধাতার খেলা।
শুষ্ক গাত্র কিছুমাত্র নাহি যায় ফেলা॥
লোম তুলি করি তুলি রঙ্গে ভঙ্গ ভরি।
শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ রূপ সুখে চিত্র করি॥
চিত্রকরে চিত্র করে দিয়া সূক্ষ্মরেখা।
দেবমূর্তি অবয়ব সব যায় লেখা॥
নানারূপ যন্ত্র হয় ছাগলের ছালে।
শ্রীহরি-গৌরাঙ্গগুণ বাজে তালে তালে॥

ঢাক কাড়া নহবত মৃদঙ্গ মাদল।
তবলা অবলাপ্রিয় ঢোল আর খোল॥
এক চর্মে বহু যন্ত্র বাদ্য তায় কল।
নেড়ানেড়ী গোঁড়াদের ভিক্ষার সম্বল॥
কোপ্নীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খঞ্জনি বাজিয়ে॥
সাধ্য কাব এক মুখে মহিমা প্রকাশে।
আপনি করেন বাদ্য আপনার নাশে॥
হাড়িকাষ্ঠে ফেলে দিই ধরে দুটি ঠ্যাং।
সে সময়ে বাদ্য করে ছ্যাড্যাং ছ্যাড্যাং॥
এমন পাঁটার নাম যে রেখেছে বোকা।
নিজে সেই বোকা নয় ঝাড়বংশ বোকা॥
ভ্রমণে যে ভাবোদয় নদনদী-পথে।
রচিলাম ছাগ-গুণ যথা সাধ্যমতে॥
প্রতিদিন প্রাতে উঠি করে শুদ্ধ মন।
ভক্তিভাবে এই পদ্য পড়িবে যে জন॥
বিচিত্র পুষ্পের রথে পাঁটা পাঁটা বলে।
সাতান্ন পুরুষ তার স্বর্গে যায় চলে॥

তপ্‌সী মাছ

কষিত কনককান্তি, কমনীয় কায়।
গালভরা গোঁপ দাড়ি, তপস্বীর প্রায়॥
মানুষের দৃশ্য নও, বাস কর নীরে।
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে॥
পাখি নও কিন্তু ধর, মনোহর পাখা।
সুমধুর মিষ্টরস, সর্ব অঙ্গে মাখা॥
একবার রসনার, যে পেয়েছে তার।
আর কিছু মুখে নাহি, ভালো লাগে তার॥
দৃশ্যমাত্র সর্বগাত্র প্রফুল্লিত হয়।
সৌরভে আমোদ করে ত্রিভুবনময়॥
প্রাণে নাহি দেরি সয় কাঁটা আঁশ বাচা।
ইচ্ছা করে একেবারে, গালে দিই কাঁচা॥
অপরূপ হেরে রূপ, পুত্রশোক হরে।
মুখে দেওয়া দূরে থাক, গন্ধে পেট ভরে॥

কুড়ি দরে কিনে লই, দেখে তাজা তাজা।
টপাটপ খেয়ে ফেলি, ছাঁকা তেলে ভাজা॥
না করে উদরে যেই, তোমায় গ্রহণ।
বৃথাই জীবন তার, বৃথাই জীবন॥
নগরের লোক সব, এই কয় মাস।
তোমার কৃপায় করে, মহাসুখে বাস॥
গুণেতে সবাই কেনা, কেনা করে সব।
কেন কেন, কেনা কেনা কে না করে রব॥
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে হেন আর নেই।
যে দিলে তপস্যা নাম, সাধু সাধু সেই॥
সব গুণে বদ্ধ তব, আছে সর্বজনে।
নোনাজলে বাস কর, এই দুঃখ মনে॥
অমৃত থাকিতে কেন, রুচি হয় বিষে?
নুন-পোড়া পোড়া জল, ভালো লাগে কিসে?
উলুবেড়ে আলো করে, করিছ বিহার।
নগরের উত্তরেতে গতি নাই আর॥
বেনোগাঙে জোর-ভাঁটা, তাতেই সন্তোষ।
সমুদ্রের জল খেয়ে, বৃদ্ধি কর কোষ॥
জলধি করেছে তব, বহু উপকার।
নুণ খেয়ে গুণ গেয়ে, কাছে থাক তার॥
ক্ষীরোদমথনকালে অপূর্ব ঘটন।
দেবাসুরে ঘোর দ্বন্দ্ব, সুধার কারণ॥
সাগর-সলিলে হয়, বিবাদ বিস্তার।
গড়াগড়ি ছড়াছড়ি সুধীর সুধার॥
সে সময়ে তুমি মীন, অতি কুতূহলে।
খেয়েছিলে সেই জল, তপস্যার ফলে॥
অমৃত ভক্ষণে তাই, এরূপ প্রকার।
সুমধুর আস্বাদন, হয়েছে তোমার॥
এমন অমৃত ফল, ফলিয়াছে জলে।
সাহেবেরা সুখে তাই ম্যাঙ্গোফিস বলে॥
ব্যয় হেতু কোনোমতে, না হয় কাতর।
খানায় আনায় কত, করি সমাদর॥
ডিস ভরে ফিস লয়, মিস বাবা যত।
পিস করে মুখে দিয়ে, কিস খায় কত॥
তাদের পবিত্র পেটে, তুমি কর বাস।
এই কয়মাস আর, নাহি খায় মাস॥

তোমায় অধরে ধরি, বাড়ে কত সুখ।
মাঝে মাঝে সেরীর গেলাসে দেয় মুখ॥
বেচিলার যারা তারা, প্রসাদের তরে।
রান্নাঘরে ধন্না দিয়ে, আয়োজন করে॥
হেসে হেসে ঘেঁসে ঘেঁসে কাছে গিয়া বসে
পেটে হারামের ছুরি মুখভরা রসে॥
টেক ফিস বলে ডিস কাছে দেন ঠেলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ এঁটো খেতে পেলে॥
বাঙালির মতো তারা রন্ধন না জানে।
আধ সিদ্ধ করি শুধু টেবিলেতে আনে॥
মসলার গন্ধ গায় কিছুমাত্র নাই।
অঙ্গে করে আলিঙ্গন কমলিনী রাই॥
হ্যাদে রে নিদয় বিধি ধিক্ ধিক্ তোরে।
কি হেতু বেলাক হিঁদু করেছিস মোরে?
গোরা হলে হোরা মেরে চড়ে মনোরথে।
টেবিলে যেতেম খেতে ডেবিলের সাতে॥
প্রেমানন্দে পিস করি সুখে খায় মিস
বলিহারি যাই তোরে ওরে ম্যাঙ্গোফিস॥
কিন্তু এক মম মনে এই বড় শোক।
না জানে তোমার গুণ উত্তরের লোক॥
তোমার চরণে করি এই নিবেদন।
কর সবে সমভাবে দয়া বিতরণ॥
গোঁৎ করে সোঁৎ ঠেলে ভাঁটি গাঙ ছেড়ে
উজানের পথে চল দাড়ি গোঁপ নেড়ে॥
শাঁখ ঘণ্টা বাজাইবে যত মেয়ে ছেলে।
ভিটে বেচে পূজা দিব মিটে জলে এলে॥
যথা ইচ্ছা তথা থাক মনোহর মীন।
পেটে ভরে খেতে যেন পাই একদিন॥
তোমার তুলনা নহে কোটিকল্পতরু।
লঘু হয়ে হও তুমি সকলের গুরু॥
সব ঠাঁই আদর অমান্য নাই কভু।
শুদ্ধ সত্ত্ব ঠিক যেন খড়দার প্রভু॥
নিরাকার নিত্যানন্দ মীন অবতার।
নিত্য খেলে নিত্যানন্দ লাভ হয় তার॥
খেতে যদি নাহি পাই, মুখে লই নাম।
প্রণাম তোমার পদে, সহস্র প্রণাম॥

কত জলে থাক তুমি, নাহি তার লেখা।
তোমায় আমায় হয়, সহজে কি দেখা?
কতরূপ ভাবসূত্র মানবের মনে।
পেয়েছি তোমায় আমি জেলের কল্যাণে॥
গাভীন হইলে তুমি রস তার কত
রাঁড়া হলে ষাঁড়া সুখ নাহি হয় ততো॥
তোমার ডিমের স্বাদ সুধার সমান।
গণ্ডা গণ্ডা এণ্ডা খেয়ে ঠাণ্ডা করি প্রাণ॥
প্রসব করিবে যত তবু রবে তাজা।
আমাদের আশীর্বাদে হবেনাকো বাঁজা॥
জন্ম এয়ো হও তুমি রসবতী সতী।
পোয়াতির গর্ভে থেকে হও গর্ভবতী॥
কোনোমতে নাহি মেটে বাসনার ক্ষোভ।
যত পাই ততো খাই তবু বাড়ে লোভ॥
ভেজে খাই ঝোলে দিই কিংবা দিই ঝালে।
উদর পবিত্র হয় দেবামাত্র গালে॥
আচার ছাড়িয়া যদি আচার মিশাই।
সে আচারে কোনোরূপে অনাচার নাই॥
কুলাচার কেবা ছাড়ে হলে কুলাচার।
আচারে আচারে বাড়ে সকল আচার॥
যাতে পাই তাতে খাই করি বাজি ভোর।
হায় রে তপস্যা তোর তপস্যার কি জোর!

আনারস

বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর॥
এমন মোহন মূর্তি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ অনুরূপ নাই॥
ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত মণিহার, চাঁদের গলায়॥
সকল নয়ন মাঝে, রক্ত আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥
ভাবুক স্বভাবে ভাবে, করে অনুরাগ।
বলে ও যে রাঙা নয়, নয়নের রাগ॥

রূপের সহিত গুণ, সমতুল হয়।
সুবাসে আমোদ করে, ত্রিভুবনময়॥
নাহি করে মুখভঙ্গি, কথা নাহি কয়।
সৌরভ গৌরবে দেয়, নিজ পরিচয়॥
চপলা রূপের কাছে হয় চমকিত।
দৃষ্টিমাত্র ফুল্ল গাত্র, নেত্র পুলকিত
সংশয় হয়েছে দেখে, সকলের মনে
কে কামিনী, একাকিনী, বাস করে বনে?
লোকে বলে আনারস, আনাবস নয়।
আনা রস হলে কেন জানা রস হয়?
তারে তার জানা যায়, রস ষোলো আনা।
অরসিক লোক তবু, বলে তারে আনা॥
ফেলিয়া পনেরো আনা, এক আনা রাখে।
এই হেতু 'আনারস' বলে লোক তাকে॥
অরসিক নাহি করে, রসেতে প্রকাশ।
আনাতেই ষোলো আনা, না জানে বিশেষ॥
কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে?
ক্ষুদ্র দামে খেতে পাই, এত টুকি গাছে॥
বেদানা তাহার নাম, দানা যায় ভরা।
কেমনে হইবে সেই, সর্বমনোহরা?
রস যত যশ তত বেদানায় আছে।
আমাদের কাছে আর, ধনীদের কাছে।
এক আধসের খায় আছে যার ধন।
কুবেরের হলে মন নাহি পায় মণ॥
মনে মনে কত মণে, আশার উদয়।
ফলে ফলে কোনো কালে মণ নাহি হয়॥
প্রয়োজন নাহি তাঁর, এখানেতে এসে।
মঙ্গল করুন তিনি, মঙ্গলের দেশে॥
আমাদের আনারসে, ষোলো আনা সুখ।
দরিদ্রের প্রতি তিনি, না হন বিমুখ॥
আনা দরে আনা যায়, কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে, ত্রিভুবন বশ॥
ক্ষীরোদ নহ তো তুমি, নহ সুধাকর।
তবে কিসে সুধাভরা, তব কলেবর?
পুণ্যবতী কেবা আছে, তোমার সমান?
মৃত হয়ে লোকেরে অমৃত কর দান॥

পঞ্চানন পঞ্চমুখে নাহি করে সীমা।
এক মুখে কি কহিব তোমার মহিমা?
সে বড় দুখের কথা সুখ যত খেলে।
হাতে হাতে স্বর্গফল হাতে ফল পেলে॥
কৃপণের কর্ম নয় তোমায় আহার।
ছাড়াবার দোষে সেই নাহি পায় তার॥
ডাটা বোঁটা নাহি বাছে মনে লোভ ঝোঁকে।
চোখ শুদ্ধ খেয়ে ফেলে চোখখেকো লোকে॥
ফলে আমি মিছা কেন নিন্দা করি তায়?
সাধ পুরে বাদ দিতে বুক ফেটে হায়।
ছাল ফেলে কাটি কিন্তু চক্ষু ভাসে জলে।
ভয় আছে লোকে পাছে চোখখেকো বলে॥
নুন মেখে লেবুরস, রসে যুক্ত করি।
চিন্ময়ী চৈতন্যরূপা চিনি তায় ভরি॥
টুকি টুকি খেলে পরে, রসে ভরে গাল।
নেচে উঠে নন্দলাল, মুখে পড়ে লাল॥
একবার যে জন না পায় তার তার।
সে জন মানুষ নয় বৃথা জন্ম তার॥
দু ভাই প্রেমের প্রেমী ভ্রান্তিশীল যারা।
তোমার নিগূঢ় রস নাহি পায় তারা॥
আস্বাদন নাহি জানে পেটভরা খোঁজে।
দুই হাতে থাবা মেরে, নাকে মুখে গোঁজে॥
রসে রত যেই সেই, রস করে পান।
রসিক-রসনা তার বশ করে গান॥
বর্ণশ্রেষ্ঠ পঞ্চবিংশ, তাহে অষ্টাদশ।
দুই হলে এক যোগ ধরা করে বশ॥
তার সহ আনারস ষোলো আনা রস।
রসে রসে মিশে গিয়ে সুখে গায় যশ॥
বুঝহ রসিক জন রসবোধ যার।
সে রসে যে অরসিক রস কোথা তার?
রসে রসে রস পেয়ে রসে মন রসে।
নাহি জেনে মিছামিছি দোষ দেয় দশে॥
চিরকাল খেয়ে শুধু ছোলা আর আদা।
সাদাচোখো যত সব হয়ে যাক সাদা॥
নন্দনবনেতে ছিলি দেবরাজ-প্রিয়ে।
শচী ছেড়ে সুখে ইন্দ্র ছিল তোরে নিয়ে॥

বাসবের অঙ্গে সদা করি আলিঙ্গন।
পাইয়াছ সেইরূপ সহস্র লোচন॥
নানারূপ নবরূপ রসালাপ-যোগে।
দেবগণে ফাঁকি দিয়াছিলে ইন্দ্রভোগে॥
দেবতার ইচ্ছা মনে করে সুখভোগ।
কোনো মতে না হইল সেই যোগাযোগ॥
সুরকুল প্রতিকূল পেয়ে পরিতাপ।
ক্রোধাকুল হয়ে শেষে দিলে অভিশাপ॥
সেই উপসর্গে তুমি, ছেড়ে স্বর্গবাস।
অভিমানে ম্রিয়মাণ বনে কর বাস॥
আনারস নাম তাই এসে এই ক্ষিতি।
লজ্জায় মলিন মুখ বনে কর স্থিতি॥
সাধু সাধু সাধু বটে দেব পুরন্দর।
তোমার শাপেতে হল আমাদের বর॥
গোপন হইলে কিসে বনে করি বাস।
লুকাবে কেমন করি শরীরের বাস॥
বাস পেয়ে পূর্বকার বাস গেল জানা।
রস পেয়ে জানা গেল স্বর্গ থেকে আনা॥
নানা রস-শ্রেষ্ঠা তুমি তোমায় প্রণাম।
জানা রস হয়ে পেলে আনারস নাম॥
শচীর সপত্নী হয়ে সদা থাক শুচি।
চোখে দেখা দূরে থাক গন্ধে হয় রুচি॥
অরুচির রুচি হয় মুখে দিল পর।
সাধ করে নিত্য খায়, বেচে বাড়ি ঘর॥
তিনলোক জয় করে তব আস্বাদন।
বালকের কাছে তুমি জননীর স্তন॥
তোমার সমান কোথা আর নাহি আছে।
যুবতী অধরামৃত যুবকের কাছে॥
হরিনাম-সুধা তুমি বৃদ্ধের নিকট।
প্রকট-বদনে হাসি দেখিতে বিকট॥
ত্রিজগতে তব গুণে বাধ্য আছে সব।
বিন্দুরস পান করি প্রাণ পায় শব॥
অন্তে যেন এই হয় আমার কপালে।
গালে এসে বাস কর মরণের কালে॥

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : ১৮১২ খ্রিস্টাব্দের ৯ মার্চ (২৫ ফাল্গুন ১২১৮) উত্তর চব্বিশ পরগণার কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা হরিনারায়ণ গুপ্ত কাঁচড়াপাড়ার কাছে শিয়ালডাঙা কুঠিতে কাজ করতেন। কবির উর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ জগদানন্দের নাম চৈতন্যচরিতামৃতে পাওয়া যায়। তিনি মহাপ্রভুর কৃপাধন্য। রাঢ়ীয় বৈদ্যদের যে তিনটি শাখা আছে, হরিনারায়ণ তার মধ্যে সপ্তগ্রাম-সমাজের বৈদ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। ঈশ্বরগুপ্তের মায়ের নাম শ্রীমতী দেবী। মাতা-সহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কাজ করতেন, তবে অবস্থা বড়ো ভালো ছিল না। তিনি পরে কলকাতাতেই থাকতেন, মাতৃবিয়োগের (১৮২২) পরে ঈশ্বরচন্দ্র মাতুলালয়ে বাস করেন।

শৈশব : বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কবির জীবনচরিত থেকে জানা যায়—শৈশবে ঈশ্বর বড় দুরন্ত ছেলে ছিলেন। পাঠশালায় গিয়ে লেখাপড়া শিখতে মনোযোগী ছিলেন না। কখনও পাঠশালায় যেতেন, কখনও টো-টো করে খেলে বেড়াতেন। এ সময়ে মুখে-মুখে কবিতা রচনায় তৎপর ছিলেন।

শিক্ষা : ঈশ্বরচন্দ্র পাঠশালায় বা স্কুলে নিয়মিত পড়াশোনার সুযোগ পাননি। তবে কলকাতায় আসার পর কাশীনাথ তর্কালঙ্কারের টোলে কিছুদিন সংস্কৃত পড়েন এবং মুগ্ধবোধ আয়ত্ত করেন। ফারসি ভাষাও কিছুটা শিখেছিলেন। পত্রিকা প্রকাশের পরে নিজের চেষ্টায় ইংরেজি শিখেছিলেন।

বিবাহ : 'ঈশ্বরচন্দ্রের যৎকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তৎকালে গুপ্তীপাড়ার গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণি দেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দুর্গামণির কপালে সুখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখিলেন আবার মেকি! দুর্গামণি দেখিতে কুৎসিত! হাবা-গোবার মতো! এ তো স্ত্রী নহে, প্রতিভাশালী কবির অর্ধাঙ্গ নহে—কবির সহধর্মিণী নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না।' [বঙ্কিমচন্দ্র],

কর্মজীবন	কলকাতায় অবস্থানকালে পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব, যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ প্রভাকর নামে সাপ্তাহিকপত্র প্রকাশ করেন। সংবাদ প্রভাকর প্রকাশের তিন মাস আগে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। মাত্র উনিশ বছর বয়সে ঈশ্বরচন্দ্রের সাংবাদিক-জীবনের সূচনা। তবে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর সংবাদ প্রভাকর পত্রিকার প্রকাশ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। সংবাদ প্রভাকর পুনঃপ্রকাশিত হয়, প্রথমে বারত্রয়িক রূপে (১০ আগস্ট ১৮৩৬), পরে দৈনিক পত্ররূপে (১৪ জুন ১৮৩৯)। ১৮৫৩ সাল থেকে মাস-পয়লায় মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র-সম্পাদিত অন্যান্য সাময়িকপত্র : সংবাদ-রত্নাবলী, পাষণ্ডপীড়ন, সংবাদ-সাধুরঞ্জন।
গ্রন্থ	কালীকীর্তন (১৮৩৩)। কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত (১৮৫৫)। প্রবোধপ্রভাকর (১৮৫৮)। হিতপ্রভাকর (১৮৬১)। মহাকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর সারসংগ্রহ (১৮৬২)। বোধেন্দুবিকাস (১৮৬৩)। সত্যনারায়ণের ব্রতকথা (১৯১৩)।
মৃত্যু :	১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি (১০ মাঘ ১২৬৫) ৪৭ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।